উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৪০৯.৯৮ (+২৫৪.৩৬)

নিফটি : ২৪,১৬৮.০০ (+৮২.৩০)

উত্তরে আইআইটি, বার্তা রাজ্যপালের ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৫°	৩২°	২৬°	৩২°	২৫°	৩২°	২৫°

হাজিরা অরূপের, বাইরে ডিম-বিক্ষোভ ৯

ফুটবল ঈশ্বর মেসিই ১০

শিলিগুড়ি ৪ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 19 June 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 32

হাত বাড়ালেই

Suvida গর্ভনিরোধক পিল

ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED

6290 900 900 / 8017 444 555

পরিস্থিতি খারাপ, আজই ইস্তফা গৌতমের?

বৃহস্পতিবার পুরনিগমে পারিষদদের নিয়ে মেয়র এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন

ইস্তফা প্রসঙ্গে তিনি নিজে কিছু না বললেও মেয়র পারিষদদের একাংশ তা স্পষ্ট করেছেন

শুক্রবার তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন বলে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন

> গুঞ্জন নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। যা বলার শুক্রবারই বলব। -গৌতম দেব

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : তবে কি জল্পনাই শেষপর্যন্ত শুক্রবার বাস্তব হতে চলেছে? বৃহস্পতিবারের একাধিক ঘটনা সেটাই স্পষ্ট করল।

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর থেকেই রাজ্যের একাধিক পুরনিগম ও পুরসভার মেয়র এবং চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ করতে শুরু করেছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবও কি তবে ইস্তফা দেবেন বলে এই আবহে প্রশ্ন উঠছিল। এদিন পুরনিগমের অন্দরে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা এই জল্পনাকে সিলমোহর দেয়। গৌতম ইস্তফা দিচ্ছেন বলে মেয়র পারিষদদের একাংশ জানিয়েছেন। তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন বলে গৌতম দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানিয়ে দিয়েছেন বলে খবর। তবে ইস্তফা দেওয়া নিয়ে গৌতম নিজে খোলসা করে কিছু বলতে চাননি। এদিন এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মেয়র প্রথমে বলেন, 'গুঞ্জন নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না।' একই ইস্যুতে রাতে ফোন করা হলে গৌতমের বক্তব্য, 'যা বলার শুক্রবারই বলব।'

এদিন সকাল থেকেই পুরনিগম চত্বরকে মোটেও আর পাঁচটি দিনের মতো স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। কোথায় যেন একটা তাল কেটে যাওয়ার সুর সমানে বেজে চলেছিল। মেয়র গৌতম দেব নিজের দপ্তরে গিয়ে বসেন এবং জরুরি ফাইলে সই করেন। এর পরেই তিনি নিজের ঘরে মেয়র পারিষদদের নিয়ে এক রুদ্ধদ্বার ম্যারাথন বৈঠক সারেন। সেখানে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ এক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি নিজের দপ্তরে কমিশনারকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বৈঠক শেষে মেয়রের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মেয়র পারিষদদের মুখে বিষণ্ণতার ছাপটা ছিল স্পষ্ট। কী নিয়ে আলোচনা হল, তা নিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাননি। সবাই একপ্রকার পাশ কাটিয়ে চলে যান। উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, একাংশ মেয়র পারিষদ জানান। বৈঠক নিয়ে যা বলার খোদ মেয়র বলবেন বলে কেউ কেউ জানান। পুরনিগমের ভেতরের পরিস্থিতি কতটা জটিল, তা আরও একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয়। এক মেয়র পারিষদ নিজের দপ্তরে ঢুকতেই কিছু ফাইলে সই করতে হবে বলে এক কর্মী তাঁকে জানান। উত্তরে ওই মেয়র পারিষদ বলে ওঠেন, 'সই করে কী হবে? বোর্ড থাকে কি না তা নিয়েই তো সংশয় দেখা দিচ্ছে।' *এরপর আটের পাতায়*

আর ভয় পাচ্ছে না শত্রুপক্ষ

রোনাল্ডো-সূর্য অস্তমিত

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

> সত্যি বলতে, ওকে আটকানোর জন্য আমাদের আলাদা কোনও ছক ছিল না। আমরা জানি রোনাল্ডোর বয়স হয়েছে।
> -এনগেল আয়েল মুকাউ
> কঙ্গোর মিডফিল্ডার

হিউস্টন, ১৮ জুন : রূপকথার রাজপুত্রদেরও একদিন বয়স বাড়ে। জাদুকরের জাদুদণ্ড থেকে আর আগের মতো আলো ঠিকরে বেরোয় না। ঠিক আগের চব্বিশ ঘণ্টায় কানসাস, নিউ জার্সি, বোস্টনের সবুজ গালিচায় মেসি, এমবাপে, হাল্যান্ডরা যখন তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার তুলিতে ফুটবলের ক্যানভাস রাঙাচ্ছিলেন, ফুটবল দুনিয়া ভেবেছিল হিউস্টনেও হয়তো তেমনই কোনও মহাকাব্য লেখা হবে। ওয়েন রুনি তো বলেই দিয়েছিলেন, সমসাময়িকদের এই দাপট ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভেতরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু ১২ বছর পর আমেরিকার মাটিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন শুধুই এক বিষণ্ণ গোধূলির জন্ম দিল। কঙ্গোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্র নিছক কোনও অঘটন নয়, বরং এক ফুটবল-সাম্রাজ্যের নিঃশব্দ পতনের দলিল।

শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলোতে যেমন নায়কের পতন হয় তার নিজেরই অহংবোধের ভারে, এখানেও যেন তেমনই এক চিত্রনাট্য তৈরি হচ্ছে। ৯৫ মিনিট মাঠে থেকে পর্তুগিজ অধিনায়কের বল ছোঁয়ার সংখ্যা মাত্র ২৫! আউটফিল্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে যা সবচেয়ে কম। গোলমুখে একটাও সঠিক শট নেই। বড় টুর্নামেন্টে টানা দশ ম্যাচ গোলহীন থাকাটা শুধু একটা খরা নয়, বরং এক নির্মম আয়না। সবচেয়ে মর্মান্তিক শোনাল কঙ্গোর তরুণ মিডফিল্ডার এনগেল আয়েল মুকাউয়ের কথাগুলো। যে মানুষটাকে আটকানোর জন্য একসময় বিপক্ষ কোচেরা রাতের ঘুম হারাতেন, *এরপর আটের পাতায়*

কথায় নয় আমরা কর্মে বিশ্বাসী

চিরদিন কাহারো...

উদয়নকে লক্ষ্য করে ডিম, পচা আম

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৮ জুন : জনরোষ চরমে উঠলে তা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, দিনহাটা বৃহস্পতিবার তারই সাক্ষী থাকল।

গ্রেপ্তারির পরে আদালতে তোলার সময় যেভাবে জনরোষ আছড়ে পড়ল তা রাজ্যে সম্প্রতি কোনও নেতার গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন। শহরবাসী তো ছিলই, গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ এদিন থানা, আদালতের সামনে জড়ো হয়েছিল। পরিস্থিতি এমন হয় যে পুলিশ দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। উদয়নকে থানা থেকে হাসপাতাল বা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়িতে বৃষ্টির মতো ডিম ছোড়া হয়। রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের অনেকেই কাদা, পচা আম, জুতোও ছুড়ে মারে। ডিমের আঘাত থেকে বাঁচাতে উদয়নকে হেলমেট পরিয়ে হাসপাতাল ও আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভিড় সামলাতে কয়েকশো পুলিশকর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়।

হাউজিং ফর অল প্রকল্পে দিনহাটা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোপাল সাহার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

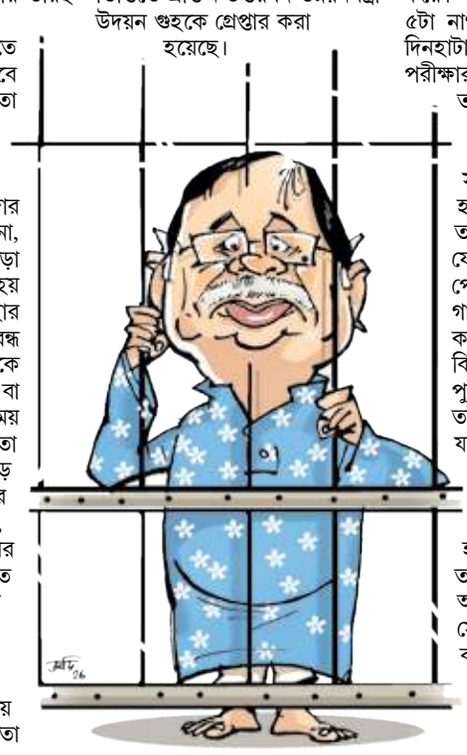

কলকাতার ফুলবাগান থানার সহযোগিতায় দিনহাটা থানার একটি বিশেষ দল উদয়নকে বুধবার তাঁর ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার ভোর সওয়া ৫টা নাগাদ দলটি উদয়নকে নিয়ে দিনহাটা থানায় পৌঁছায়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বেলা দেড়টা নাগাদ তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে দিনহাটা থানার সামনে জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষের ক্ষোভ সামলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পুলিশকে যথেষ্টই বেগ পেতে হয়। প্রথমে একটি ছোট গাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে শেষপর্যন্ত পুলিশের প্রিজন ভ্যানে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিম এবং ঢিলের আঘাত থেকে বাঁচাতে হেলমেট পরিয়ে উদয়নকে হাসপাতালে ঢোকানো হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাঁকে প্রিজন ভ্যানে করেই আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছাতেও পুলিশকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়।

এদিন শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা *এরপর আটের পাতায়*

দম্ভ, পেশিশক্তি এখন তাঁর বড় শত্রু

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল একটি ছবি। ছবিটি দিনহাটা থানার লকআপের। সেখানকার স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে একটি পাতলা চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছেন এক প্রৌঢ়। মাথার কাছে রাখা জলের বোতল আর সামান্য কিছু জিনিসপত্র। পাশেই অত্যন্ত অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন আরেক ব্যক্তি, যিনি একসময় এই প্রৌঢ়ের অঙ্গুলিহেলনে চলা কুখ্যাত বাহিনীর প্রধান সর্দার, জয়দীপ ঘোষ। ভালো করে লক্ষ করলে চেনা যায় ওই প্রৌঢ়কে। তিনি আর কেউ নন, দিনহাটার প্রাক্তন দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। যে থানা একসময় তাঁর অলিখিত নির্দেশে চলত, আজ সেই থানার শ্রীঘরেই একজন সাধারণ কয়েদির মতো বন্দিদশা কাটাচ্ছেন উদয়ন। এই ছবি শুধু একজন ক্ষমতাচ্যুত রাজনীতিকের নয়, এই ছবি চরম দম্ভ, অন্ধ অহংকার এবং স্বৈরাচারী ক্ষমতার করুণ পরিণতির এক অকাট্য দলিল। সময়ের চাকা যে কতটা নির্মমভাবে ঘোরে, *এরপর আটের পাতায়*

বিশ্বকাপে বন্ধুত্বের নয়া সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছে আমেরিকা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে তখন দুপুরের চড়া রোদ। চারদিকের বিশালাকায় ডিজিটাল স্ক্রিনগুলোর নীচে থিকথিকে ভিড়। সেখানেই এক ব্রাজিলিয়ান তরুণের সঙ্গে দেখা। গায়ে তাঁর গাঢ় হলুদ জার্সি, মাথায় ব্রাজিলের রংয়ের টুপি। লিওনার্দো নামের সেই তরুণের বাড়ি ব্রাসিলিয়ায়।

জানতে চাই, এত খরচ করে, এত দূর দেশে দলবেঁধে কীভাবে চলে আসেন আপনারা? এ বিস্ময়ের শেষ নেই। আমেরিকা তো সবচেয়ে খরচের দেশ।

আমাদের ভারত যখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে বিদেশে যায়, মানুষ উন্মাদ হয় ঠিকই, কিন্তু দূর দেশে এভাবে স্রেফ খেলা দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষের ঘটিবাটি বেচে চলে আসার কথা আমরা তো ভাবতেও পারি না! ফুটবলের ভিড়ে তো ধনী, দরিদ্র সবাই আছেন!

লিওনার্দো কথাটা অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন। বুঝে নিয়ে হাসলেন। তাঁর চোখে তখন হাজার ওয়াটের আলো। কোল্ড ড্রিংকসের ক্যানে একটা চুমুক দিয়ে তিনি ভাঙা ইংরেজিতে স্রেফ বললেন, 'এটা তো শুধু খেলা নয় ভাই, এটা আমাদের বাঁচা-মরা। আমরা চার বছর ধরে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করি। প্রত্যেকটা দিন অল্প অল্প করে ডলার জমাই স্রেফ এই একটা মাসের জন্য।' কেপ ভার্দের সমর্থকদের ভিড়েও শুনলাম এক জাতীয় কথা।

বিশ্বকাপ ঘিরে রাজনীতির দাবার চাল যতই চলুক না, আমেরিকার হৃৎপিণ্ডে এখন যা চলছে, তা স্রেফ ম্যাজিক। সাদা, কালো কিংবা বাদামি গায়ের রং সব একাকার। গ্যালারি থেকে রাজপথ, সর্বত্র এক অদ্ভুত রঙের কোলাজ। নিউ ইয়র্ক থেকে আটলান্টা, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে মায়ামি— শহরগুলোর ভূগোল বদলে গিয়েছে ফুটবল-উন্মাদনায়। আসলে লাতিন আমেরিকা বা ইউরোপের মানুষের কাছে ফুটবল একটা ধর্ম। এই সংস্কৃতির গভীরতা শুধু টিভির পর্দায় বসে বোঝা সম্ভব নয়। আটলান্টার একটা মেট্রো স্টেশনে দেখা হয়েছিল এক বৃদ্ধ স্প্যানিশ দম্পতির সঙ্গে। মারিও আর মারিয়া। পেনশনের জমানো টাকা শেষ করে তাঁরা চলে এসেছেন প্রিয় দলের খেলা দেখতে।

এরপর আটের পাতায়

জামাই আদরে ভরসা ক্লাউড কিচেন

ঝরঝরে ভাত বা পোলাও, ডাল, ঝুরঝুরে আলুভাজা অথবা ফিশ ফ্রাই, ইলিশ মাছের পাতুরি, রুই মাছের কালিয়া অথবা মাংস- যা চাইবেন, একেবারে পৌঁছে দেওয়া হবে শাশুড়ি মায়ের দোরগোড়ায়।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : সাজানো থালা সাবাড় করছেন জামাই। পাশে হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করছেন শাশুড়ি। এপর্যন্ত তো ঠিকই আছে। কিন্তু জামাইয়ের পাতে পঞ্চব্যঞ্জন বা পঞ্চান্নব্যঞ্জন সাজিয়ে দিতে বেচারি শাশুড়িকে সকাল থেকে কতখানি পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার খবর কে রাখে? দীর্ঘদিন এই পরিশ্রমকে 'প্রিয়জনের জন্য এতটুকু তো করতেই হয়' বলে ইতিবাচক বলে দেখানোর চেষ্টা চলেছে। এবং ঘটেছেও তাই। তবে পুরোনো সেই কায়দায় আর 'বোকা' হতে রাজি নয় আধুনিক শাশুড়ি-সমাজ। তাঁদের হাতে এখন আলাদিনের প্রদীপ, ক্লাউড কিচেন। ঝরঝরে ভাত বা পোলাও, সবজি দিয়ে ঘন ডাল, ঝুরঝুরে আলুভাজা অথবা বেগুনি কিংবা ফিশ ফ্রাই, ইলিশ মাছের পাতুরি, রুই মাছের কালিয়া অথবা খাসির মাংস- যা চাইবেন, একেবারে কলিংবেল বাজিয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে শাশুড়ি মায়ের দোরগোড়ায়। শেষপাতে দই-মিষ্টিও থাকবে। ক্লাউড কিচেন চালানো এনটিএস মোড়ের সাগরিকা ঘটক বা সূর্যনগর কলোনির সোমা দাসেরা তাই এখন শাশুড়িদের কাছে সাক্ষাৎ মুশকিল আসান।

বয়স ৫৫ পেরিয়েছে। রান্নাবান্নার এত ঝক্কি আর সামলাতে পারেন না ভারতনগরের দীপালি মজুমদার। তবে বাড়িতে সেদিন মেয়ে-জামাই আসবে। জামাইষষ্ঠীর দিন কি আর তাঁদের ভালোমন্দ না খাওয়ালে হয়? তাই দীপালি বেছে নিয়েছেন ক্লাউড কিচেনকে। ইলিশের পাতুড়ি, পটল চিংড়ি, মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, খাসির মাংস, পোলাওয়ের অর্ডারও দিয়ে দিয়েছেন। হাসিমুখে দীপালি বলছিলেন, 'একসময় এসব নিজের হাতেই রাঁধতাম। তবে এখন আর পারি না। এই শরীরে এত কিছু রাঁধতে গেলে বাড়ির সবাই বকাও দেবে। তাই অর্ডার দেওয়া।'

আর শাশুড়িদের স্বস্তি দিতে গিয়ে সাগরিকারা জমিয়ে ব্যবসা করছেন। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সাগরিকা ৫০ জনের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে ফেলেছেন। বিভিন্ন দামে, বিভিন্ন থালির অপশন রয়েছে তাঁর কাছে। নিরামিষ থালিতে ভাত বা লুচি, যে যেমন খুশি নিতে পারেন।

এরপর আটের পাতায়

একদিনে চার ধাক্কা মমতা শিবিরে

কলকাতা, ১৮ জুন : রোজই যেন নতুন নতুন ধাক্কা মমতাপন্থী তৃণমূলের। বুধবার রাতে তৃণমূল নেত্রীর বাসভবনে পুরোনো নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করেও সেই নিরাপত্তারক্ষীদের ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছেন মমতাপন্থী ৬ বিধায়ক। একইদিনে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ না করায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপাতত স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। বৃহস্পতিবার আরও একটি ধাক্কা লেগেছে দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

তৃণমূলের ডামাডোল পরিস্থিতিতে দলের অ্যাকাউন্ট থেকে আপাতত টাকা তুলতে দেওয়ার সুযোগ বন্ধ রাখার আর্জি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। যিনি নিজেকে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দাবি করে ওই চিঠি দিয়েছেন। ভোটে বিপর্যয়ের পর সাংগঠনিক রদবদলে শুভাশিস চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার শুভাশিস দাবি করেন, 'আমি রাজ্য সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ। অরূপ বিশ্বাস সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ।'

ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মেনে

বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই, বেসুরো অরূপের ব্যাংকে চিঠি

নেওয়া ছাড়া উপায় নেই বুঝে বিধানসভায় মমতাপন্থী বিধায়করা আলাদা বসতে চলেছেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রথম অধিবেশনে বৃহস্পতিবার ১৪ জন মমতাপন্থী বিরোধী বেঞ্চের একাংশে আলাদাভাবে বসেন। মমতাপন্থী ৬ বিধায়কের সঙ্গে দেখা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিষদীয়মন্ত্রী শংকর ঘোষকে ডেকে আলাদা বসার ঘরের বরাদ্দ করার নির্দেশও দেন। অধিবেশনে বলার জন্য তাঁদের আলাদা সময় নির্ধারিত করতেও বলেন।

বিরোধী দলনেতা পদে ঋতব্রতকে অধ্যক্ষের স্বীকৃতি জানিয়ে প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মামলায় হস্তক্ষেপই করল না হাইকোর্ট। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও অধ্যক্ষের এক্তিয়ার ও পদক্ষেপ নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রায়ে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সিদ্ধান্ত আপাতত বহাল রাখেন তিনি। বিচারপতি জানিয়ে দেন, ২৮ জুলাই পরবর্তী শুনানিতে সব পক্ষ হলফনামা দেওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এই রায়ের পর বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার অফিসের বাইরে ঋতব্রতের নামফলক লেগে যায়।

ঋতব্রত শিবিরের মুখ্যসচেতক সন্দীপন সাহার কথায়, 'অনিয়মের বিরুদ্ধে যে লড়াইটা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি শুরু করেছিলাম, আজ তার নৈতিক জয় পেলাম। আমরা যে কাজটি করেছি তা সম্পূর্ণ আইন মেনে।

এরপর আটের পাতায়

ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ১৯ জুন : হস্টেলে ঢুকে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বারবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সেই ঘটনায় অভিযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করতে এলে তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিল রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টের বিচারক। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সন্ধ্যায় ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাবালিকার দাদু গত ১৫ জুন কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তিনি জানান, তাঁর ছেলে ও বৌমা কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। ছাত্রীটি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে উত্তর দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MAL MUNICIPALITY
P.O. MAL, DIST-JALPAIGURI, PIN-735221, ESTD.-1989

Memo No.MM/C/392/Health/2026-27 Date: 17/06/2026

WALK-IN -INTERVIEW

Eligible candidates are invited for Walk-in-Interview for the post of Health Officer (on contract) at Mal Municipality. For details, please visit the website of Mal Municipality (http://www.malmunicipality.org).

Date & Time of Walk-in-Interview: 03/07/2026 (Friday) at 2:00 P.M.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India

Tender Notice

Sr. No.	Description	The Deadline for Submission of Tender and Place	Contact Person for Bidders
1.	Furnishing work (Furniture, Electrical, Data cabling & Misc.) at Central Bank of India, Tufanganj, Jaigaon, Birpara Branches, under Coochbehar Region	10.07.2026 up to 03:00PM at Regional Office Coochbehar	Sanjeev Kumar, Senior Manager (PF: 111435, Contact : +91 89181 31460) Nabeel Islam, Assistant Manager (PF: 141857, Contact : +91 70446 38551) Rohit Kumar Mishra, Assistant Manager (PF: 141790, Contact : +91 62904 53396)

The said information and required documents are available in our bank's website :
- http://www.centralbank.bank.in/en/active-tender
- https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/

Sd/- Nabeel Islam
Assistant Manager, BSD
Regional Office Coochbehar

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লীজিং

তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে লামডিং মণ্ডল থেকে যাত্রা প্রারম্ভ হওয়া রেলসমূহে এসএলআর/ভিপি লীজিংয়ের জন্যে ই-নিলাম টিকা। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (নিম্ন কম্পার্টমেন্ট), **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন কেটালগ নং. লীজ-এলএমজি-২৪-২৬

এন্ট্রিট নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিএলসিআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এবি/১	১৫৬৩৬-১৫৬৩৫-ভিপি-১-ডিএইচওয়াই-ওখা-২৬-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৭-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১১.৪০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

রেলওয়ে (সতর্কতা) অধিসূচনা

কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া বিজি দ্বৈত রেলপথ প্রকল্পের অধীনে কাটিহার থেকে সোনাইলি এবং কাটিহার থেকে কুরেথা খণ্ডের মধ্যে নবনির্মিত বিজি দ্বৈত রেলপথের সিআরএস পরিদর্শন

কাটিহার থেকে কুরেথা এবং কাটিহার থেকে সোনাইলির মধ্যে নতুন রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই খণ্ডে ট্রেন চলাচল করবে। রেলওয়ে সুরক্ষা আযুক্ত, এন.এফ. সার্কেলে দ্বারা এই খণ্ডের পরিদর্শন ১৭-০৬-২০২৬ এবং ১৮-০৬-২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৯-০৬-২০২৬ তারিখে নবনির্মিত এই রেলপথে হাই-স্পিড ট্রেন দ্বারা স্পিড ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। অতএব অনুমোদিত স্থান ব্যতীত ট্র্যাকের নিকটবর্তী এলাকায় না আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে ট্র্যাক অতিক্রম করলে সেটা অনধিকার প্রবেশ রূপে বিবেচিত হবে যেটা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক।

জারি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)
মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-13/26-27
(Tender ID: 2026_WBPWD_5015517_1)

EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work : (1) Day to Day Operation of 02 Nos. 15 20 Passenger cum Bed lift installed at Alipurduar District Hospital, Alipurduar. Bid Submission Start Date : 20.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 06.07.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 08.07.2026 after 01:00 P.M. **WBPWD/EE/CED/eNIT-14/26-27. (Tender ID : 2026_WBPWD_5015535_1). (2) Annual Comprehensive Maintenance of different type of AC machines at various Government buildings under the jurisdiction of JE I, PWD of Alipurduar Electrical Sub-Division, Alipurduar.** Bid Submission Start Date : 20.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 29.06.2026 after 01:00 P.M. **WBPWD/EE/CED/eNIT-15/26-27. (Tender ID : 2026_WBPWD_5015556_1). (3) Annual Comprehensive Maintenance of entire Electrical Installation work incl. Sub-Station, NTS and Staff quarter of Alipurduar District Hospital under Alipurduar Electrical Sub-Division, P.W.D.** Bid Submission Start Date : 23.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 06.07.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 08.07.2026 after 01:00 P.M. **WBPWD/EE/CED/eNIT-16/26-27. (Tender ID : 2026_WBPWD_5015562_1). (4) Annual maintenance of EI work, substation, external illumination etc. incl. operation of D.G set at Mathabhanga S.D Hospital round the clock and other govt office building under Mathabhanga Sub-Division in the district of Cooch Behar.** Bid Submission Start Date : 20.06.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 06.07.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 08.07.2026 after 01:00 P.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division.

ICA-T10559(3)/2026

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, DAKSHIN DINAJPUR
TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from the reputed firms/suppliers having valid Trade License/Pan No. GSTIN registration No./IT clearance/GST Clearance up to 31st March, 2026 for the purchasing of following items to this Vidyalaya for the session 2026-27.

S.N.	Item	EMD	Cost of Tender Form
1	Food Grains	10000/-	300/-
2	AMC of Genset	5000/-	300/-
3	AMC of RO	5000/-	300/-
4	AMC of Water Coolers	5000/	300/-

Tender form may be downloaded through the website of the Vidyalaya https://www.navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Dakshindinajpur/en/home/.
EMD (Security Mondy) must be paid through e-Transfer of deposit in the Vidyalaya Account No. 30815732888, IFSC Code: SBIN0000020, Beneficiary Name: Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dakshin Dinajpur (W.B)

Important dates for the Tender are as follows:-

S.N	Particulars	Date	Time
1	Selling of Tender Form & Documents	20.06.2026 to 26.06.2026 (Only on working days)	09:00 A.M to 02:00 P.M
2	Last date for deposit of tender paper (sealed)	26.06.2026	Up to 02:00 P.M
3	Opening of Tender	27.06.2026	04:30 P.M.

Note:
1. Tender Paper may be sent by registered post or deposit into the drop box.
2. Tender will be opened in Principal's Chamber JNV Dakshin Dinajpur, (W.B).

Principal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING QUOTATION

Online Quotation invited by the E.E, NBDD Vide eNIQ No-01/2026-27. Details of works be seen in the above mentioned NIQin the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department.

ICA-T10515(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-522/2026, Dated-16/06/2026

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for Comprehensive **Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System (WSS), RO Plant and Borewell (including consumables, spare parts etc.) for Raiganj Super Speciality Hospital under the jurisdiction of WBMSCL for a period of 1 (one) year.** Last date of submission of bid (online)- 29.06.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 19.06.2026 at 11.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **ee2msc.hfw-wb@gov.in** Sd/- Managing Director, WBMSCL & Sr. Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.

ICA-T10493(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT -CUM- VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER

NO. NBMCH/2500 Date 15/06/26. E-Tender is invited for providing Cleaning & Housekeeping service for Office of the M.S.V.P., North Bengal Medical College & hospital. For tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in Technical & Financial Bid Submission Closing Date: 14/07/2026 at 05:00 PM. Pre-bid meeting to be held at Office of Principal Board Room 25/06/2026 at 01;00 PM.For Detail, Please visit the Office of the MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling.

ICA-T10494(4)/2026

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/২৯_২০২৬/কে/৪৪৬/বি, তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ২৯_২০২৬; **কাজের নামঃ** "এবিএসএসঃ আলুয়াবাড়ী রোড জংশনে-দ্বিতীয় প্রবেশ পথে অ্যাপ্রোচ রোডের ব্যবস্থা এবং সার্কুলেটিং এলাকার উন্নয়ন"এর সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭৬,২৭,৩৫২/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৫২,৬০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/ডিআওসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer/ Alipurduar Highway Sub Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e tender for the work of Supplying of labour for Half Yearly Maintenance of 15 nos Major and Minor bridge of Alipurduar Highway Section-I, Alipurduar Highway Section-II and Kamakhyaguri Highway section of Alipurduar Highway Sub-Division under Alipurduar Highway Division in the district of Alipurduar during the year 2026-27. N.I.(e)T. No.-03 of 2026-27/AE/APD HW SUBDIVN. Tender Id-2026_WBPWD_5015640_1, Bid submission start date (Online): 17.06.2026 from 11.00 a.m. Bid submission closing date (Online): 23.06.2026 upto 12.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: http://etenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Alipurduar Highway Sub Division, P.W.(Roads) Dte.

ICA-T10541(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
O/o MSVP, Raiganj Govt. Medical College & Hospital
Raiganj, Uttar Dinajpur
E-Tender Notice Vide Memo No RGMCH/NIT/01 Dated 11.06.2026
E-Tender Notice
E-Tender Notice Vide Memo No RGMCH/NIT/01 Dated 11.06.2026

The MSVP, Raiganj Govt. Medical College and Hospital, Raiganj U/D, invites e-Tender vide memo no. **RGMCH/NIT/01 Dated 11.06.2026** for Cleaning and Housekeeping Services. **Last date of submission of e-Tender is 02.07.2026 up to 05:00 P.M.** Details about the tender will be available from the website **w.w.w.wbhealth.gov.in** or **https://wbetenders.gov.in On and from 17.06.2026 onwards.** Bonafide agencies are requested to participate in the tender process observing existing guideline. Sd/- Medical Superintendent Cum Vice-Principal Raiganj Govt. Medical College & Hospital.

ICA-T10497(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

NIeQ No. –02 of 2026-27(1st cal) for sl no: 01 OF AE, PWD, JAL, SUB- DIVN. A.E.,P.W.D., Jalpaiguri Sub-Division invites e Qotation from bonafide outsider for the work of :- Tender ID; 2026_WBPWD_5015563_1. Sl No: 01 Supply fitting and fixing of curtain with track for windows, sofa set(3+2+2), king size bed with hydraulic storage , dresser unit (38x15.5x71) ,bed side table(21x15xx19) , center table with marble top inside P.W.D inspection bunglow room no-1(ground floor), King saheb ghat Bid submission closing date(online): 25-06-2026 up to 14.30 hrs Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/-AE, JALPAIGURI SUB DIVISION, PWD.

ICA-T10539(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD E-TENDER NOTICE

Assistant Engineer (PWD), Alipurduar Sub-Division invites online tender for the work **Emergent speed calming measure at vulnerable locations on Buxa -Forest Road under Alipurduar Division, PWD in the district of Alipurduar.** NIET No.: 01 (Sl.01) of 2026-27 of AE/PWD/APDSD Tender ID : 2026_WBPWD_5015568_1. Documents download start date & time (Online) : 16.06.2026 from 11:00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online) : 22.06.2026 upto 05:30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board/website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** Sd/- AE, PWD, APDSD, GOVT.OF W.B.

ICA-T10530(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 7 of 2026-2027

EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- Construction of Maintenance Room and Combined Gas Cylinder and Compressor Room at North Bengal Dental College and Hospital, Darjeeling. Tender ID:- **2026_WBPWD_5015659_1.** Bid submission start date (online) : 18.06.2026 12:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 06.07.2026 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of W.B.

ICA-T10575(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of- Road safety improvement work by restoration of damaged carriageway (Chainage 29.00 Km to 30.00 Km) and installation of traffic calming measures (Chainage 18.20 to 27.00 km) on Malda-Manikchak-Ratua-Samsi Road (SH-10) in different stretches in the district of Malda under Malda Division, PWD, Malda. **Tender ID: 2026_WBPWD_5015651_1. Estimated Amount: Rs. 16,33,496.00. e-NIT No. 04 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda.** Bid submission start date & time (online) : 22/06/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online): 06/07/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda.

ICA-T10577(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Vide Memo No. RGMCH/NIT/06 Dated 17.06.2026

The MSVP, Raiganj Govt. Medical College and Hospital, Raiganj U/D, invites e-Tender vide memo no. RGMCH/NIT/06 Dated 17.06.2026 for security services through outsourcing agency. Last date of submission of e-Tender is 11.07.2026 up to 05:00 P.M. Details about the tender will be available from the website w.w.w.wbhealth.gov.in or https://wbetenders.gov.in on and from 19.06.2026 onwards. Bonafide agencies are requested to participate in the tender process observing existing guideline. Sd/- Medical Superintendent Cum Vice-Principal, Raiganj Govt. Medical College & Hospital

ICA-T10499(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Annual e-tender is invited by commandant of S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri for purchase of "spare parts, garage works (fitting and fixing)" for repairing of government vehicles of S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri from bonafide suppliers/firms/contractors/dealers/garage owners/co-operative SSI unit having Govt. Registered trade license and shop/work shop within a distance of 15 km radius from the office of the commandant of S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri. The shops/works shop need to be operative from last one (01) year from the publication date of this tender notice. The tender rate should be within M.R.P including GST and quoted in the prescribed format (standardized BOQ format). Sd/- Commandant, S.A.P 12Th Bn., Dabgram, Jalpaiguri.

ICA-T10504(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work of Sl no: 02 Engagement of an Inspection Vehicle (diesel driven) on a monthly hiring basis for the official use of the Assistant Engineer, Circuit Bench Sub Division , PW Dte Jalpaiguri." Tender Id: 2026_PWD_ 5015625_1, NIeQ No. 03 of 2026_27 (1st call) Sl no: 01. Bid submission closing date(online): 29-06-2026 at 12:30 Hrs. Technical Opening date (online): 01-07-2026 at 12.30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD, GOVT. OF W.B.

ICA-T10542(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-17/2026-2027
(Tender ID : 2026_WBPWD_5015693_1)

EE, CED, P.W.Dte invite online e-tender for the following work : **(1) El Works towards energization of Air Conditioning System at G plus 6 Integrated Court Building, Alipurduar.** Bid Submission Start Date : 25.06.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 06.07.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date : 08.07.2026 after 01:00 PM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from **https://wbtenders.gov.in** Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division.

ICA-T10558(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD E-TENDER NOTICE

Assistant Engineer (PWD), Alipurduar Sub-Division invites online tender for the work **Minor repairing works at New Circuit House building (Mainly front V-Shaped portion & circular glazed portions) under PWD, in the District of Alipurduar.** NIET No.: 01 (Sl.03) of 2026-27 of AE/PWD/APDSD Tender ID : 2026_WBPWD_5015568_3. Documents download start date & time (Online) : 16.06.2026 from 11:00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online) :22.06.2026 upto 05:30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board/website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** Sd/- AE, PWD, APDSD, GOVT.OF W.B.

ICA-T10531(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED 2nd CORRIGENDUM (Date Corrigendum) To
e-NOTICE INVITING TENDER

e-N.I.T No.- WBIW/SE/CE(N)/NIT-02(e)/2026-27, Sl. No. 01 and Sl. No. 02. e-Tender ID :- 2026_IWD_1025035_1 and 2026_IWD_1025035_2. In respect of above mentioned 02 (Two) nos. work, 2nd Corrigendum (Date Corrigendum) done due to no. of online bid received is less than minimum. IN PLACE OF :- 1) Bid Submission End Date on 16.06.2026 at 11.00 Hrs. 2) Date of opening Technical Bid on 17.06.2026 at 11:00 Hrs. TO BE READ AS:- 1) Bid Submission End Date on 24.06.2026 at 16.00 Hrs. 2) Date of opening Technical Bid on 25.06.2026 at 13:00 Hrs. Details of the corrigendum can be obtained from the website www.iwd.wb.gov.in & URL https://wbtenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (North), I & W. Dte. Green Park, Malda.

ICA-T10483(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT No. 07 of 2026-27 of AE/PWD APD. Constn. Sub Division.
TENDER ID-2026_WBPWD_5015705_1

Electronic Notice Inviting Tender (NIeT) is invited by the Assistant Engineer, PWD Alipurduar Construction Sub Division for civil work = 01 (one) vide above NIeT memo no.-368/1(6) Dt. 18.06.26. For details, refer to wbpwdwebsite.in documents download start date 22.06.26, 4.00 PM. documents download end date 29.06.26, 4.00 PM. Bid opening date 01.07.26, 4.00 PM. Sd/- (P. Saha) Assistant Engineer, PWD, Alipurduar Construction Sub Division

ICA-T10579(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD E-TENDER NOTICE

Assistant Engineer (PWD), Alipurduar Sub Division invites online tender for the work Repair and Rehabilitation of Culvert at ch. 16.00 km, 18 km and 25.00 km on Buxa-Forest Road under Alipurduar Division, PWD in the district of Alipurduar. NIET No.: 01 (Sl.02) of 2026-27 of AE/PWD/APDSD Tender ID: 2026_WBPWD_5015568_2. Documents download start date & time (Online): 16.06.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 22.06.2026 upto 05.30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in / nicgep / app Sd/- AE, PWD, APDSD, GOVT.OF WB.

ICA-T10532(1)/2026

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল/২৯/৩১_২০২৬/কে/৪৪৬/ডি.তারিখ: ১৩-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং ঃ** ৩১_২০২৬। **কাজের নাম ঃ** ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি./কাটিহার-এর এখতিয়ারভুক্ত ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটগুলোতে ইনভার্টার সিস্টেমের সংস্থান সহ ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে জরুরি লাইটিং সিস্টেমের উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৬৯,০৩,২১৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৮,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৯-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৩০-২০২৬/কে/৪৪৬/সি তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার সংখ্যা.** ৩০_২০২৬। **কাজের নামঃ** অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ-জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে নতুন স্টেশন ভবনের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,২৭,০৮,৬৫২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৫৪,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইইজি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. 1) NIT071/Engg/2025–26 of SJDA (2nd Call), 2) NIT073/Engg/2025–26 of SJDA (2nd Call) & 3) NIT 074/ENGG/2025-26 of SJDA (2nd Call). Name of Work: 1) Construction of CC Drain from H/o Subodh Sarkar to H/o Jit Bahadur Chhetri of Adarsha Colony in Ward No. 1 under Mal Municipality. 2) Construction of Bituminous Road at Ward No. 25, Tabla Mill Goli under Jalpaiguri Municipality & 3) Construction of Bituminous Road from Tabibar Mahammad's House to Rahim Mohammad's House Past Hatipilkhana to Masjid and where necessary Guard Wall along the road at Ward No. 09, Jalpaiguri Municipality. Amount put to Tender- 1) Rs. 17,10,405.00, 2) Rs. 22,88,430.00 & 3) Rs. 56,41,483.00. Earnest Money- 1) Rs. 34,208.00, 2) Rs. 45,769.00 & 3) Rs. 1,12,830.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time-19.06.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time-06.07.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 09.07.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals – to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer

ICA-T10474(3)/2026

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল/২৯/২৮_২০২৬/কে/৪৪৬/এ; তারিখ: ১৩-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নম্বর ঃ** ২৮_২০২৬। **কাজের নাম ঃ** "এবিএসএস: (ক) কিশানগঞ্জে জি+৩ স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ, (খ) কিশানগঞ্জে এনএইচ সাইড স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ" -এর সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৪৬,০৭,৪০৯/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৯২,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

F. No. BN/2-R/Auction/Bagdogra/XIV
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **35** Nos. fallen trees of various species at Bagdogra Military Station, Bagdogra, Dist Darjeeling, West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in)** on **04.07.2026** between **09:00 hours on 17:00 hours.**

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 950/-** (Rupees Nine Hundred Fifty only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/Bagdogra/XIV/24
Station: Siliguri.
Dated: 18 June, 2026

Kunal Rohilla, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 15-06-26 তারিখে Nazibuddin Mia এবং বাবা R. Ali ও Ramjan Ali একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/122381)

•

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 17-06-26 তারিখে Nupur Madhu ও Nupur Madhu Singh একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/122381)

•

8 নং নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে 2002 সালের ভোটার লিস্ট পার্ট নং 144, ক্রমিক নং- 771, আমার ডাকনাম Mehabuba Hasan উল্লেখ আছে। 27/1/26 তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে 529 নং অ্যাফিডেভিট করে জানাচ্ছি আমার সঠিক নাম Lipika Begam। Lipika Begam ও Mehabuba Hasan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আমার ভোটার কার্ড নং- WB/01/008/429215. (D/S)

ত্যাজ্য কন্যা

আমি Kusum Necha, W/o Momirul Islam, নিবাস - তারিজোত, পোঃ নিউ রঙ্গিয়া, থানা - মাটিগাড়া, জেলা - দার্জিলিং, গত ১৮/০৬/২০২৬ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে হলফনামা বলে আমার দ্বিতীয় কন্যা Sakina Khatoon কে ত্যাজ্য কন্যা ঘোষণা করিলাম তাহার অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও আমাদের সহিত অত্যাচার এবং সমাজের সম্মান হানির জন্য। আজ থেকে আমাদের সহিত কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকলো না এবং আমাদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলাম। (C/122234)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Balurghat Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-Quotation No.-04 of 2026-27. Tender ID: **2026_WBPWD_5015664_1.** Bid submission start date (online) : 17.06.2026 from 18:30 hrs. Bid Submission closing date (Online) : 01.07.2026 up to 17:30 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Balurghat Highway Sub-Division, Public Works (Roads) Directorate.

ICA-T10551(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender

N.I.e.T. No. 01 of AE-I/MLMD of 2026-27, Malda Mechanical Division, P.H.E. Dte. Tender Id : 2026_PHED_1028297_1. Assistant Engineer-I, MLMD invites e-Tender in WBF 2911 for Repairing and Modification of Gaseous chlorination arrangement at WTP of Sub Surface water based piped water supply scheme at Tapan Western Sector in the district of Dakshin Dinajpur under Malda Mechanical Division P.H.E. Dte. Last date of Submission 03.07.2026 upto 4:30 P.M. For details visit at: www.wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer-I, Malda Mechanical Division, P.H.E. Dte.

ICA-T10507(1)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়ি লোকালে সেবক রোড, হিলকার্ট রোড ও মেডিক্যাল মোড়ে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন : ১০,৫০০/-, M - 9679071524. (C/122233)

•

গঙ্গারামপুর ও রায়গঞ্জে প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৯,০০০ টাকা, থাকা ও খাওয়ার পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার। Mob - 9046427575/9733365752.

অ্যাফিডেভিট

I, Mohibur Rahman S/o Md Mojibur Rahman, R/O Vill. Sarsar, P.O. P.S. Dalkhola, Dist. Uttar Dinajpur, have changed my name to Ryan Rahman vide affidavit dated 15.06.2026. (K)

•

আমি Tanmoy Shil আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত নথীতে, পদবি ভুল থাকায় গত 21/11/2025 তারিখে J.M 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Tanmoy Shil এবং Tanmoy Sil এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/121598)

•

আমি Tanmoy Shil আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত নথীতে পিতার পদবী ভুল থাকায় গত 21/11/2025 তারিখে J.M 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে পিতা Jayanta Shil এবং Jayanta Sil এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/121599)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
GOVERNOR
THE SILENT SAVIOUR
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.
*ing : Manoj Bajpayee, Madhoo

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832335881

HAUNTED 3D	SHOW TIME 11.00 AM, 07.00 PM HINDI (A)
ফুল পিসি এডিওয়ার্ড	SHOW TIME 01.30 PM BENGALI (U/A)
অভিমান	SHOW TIME 04.15 PM BENGALI (U/A)

আজ টিভিতে

সুপার হিট ষষ্ঠী-জামাই বউমা স্পেশাল

নাচ, গান আর মজার মজার খেলায় ভরপুর
রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.০০ ফুল আর পাথর, দুপুর ১২.১৫ আশ্রিতা, বিকেল ৩.৪৫ পাওয়ার, সন্ধে ৭.০০ খেলাঘর, রাত ১০.৩০ বেলাশুরু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বোঝে না সে বোঝে না, দুপুর ১২.৩০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.৩০ শিকারি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মহাসতী সাবিত্রী, দুপুর ১২.০০ দোলন চাঁপা, ২.৩০ মামা ভাগ্নে, বিকেল ৫.৩০ রূপবান, রাত ৮.৩০ বদনাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নয়নের আলো
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজাবাবু
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৩ জান, দুপুর ১.৫৫ হাতকড়ি, বিকেল ৪.২৯ সর্দার গব্বর সিং, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদী, রাত ১০.৪৪ ফ্ল্যাট নাম্বার নাইন
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ মক্ষী, দুপুর ১.৫৬ ইন্ডিয়ান, বিকেল ৪.৫৩ ক্র্যাক, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.১০ বিগ ধমাকা
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.৫৯ ক্ষত্রিয়, সন্ধে ৭.৫০ তুম মেরে হো, রাত ১০.২৪ বীরগতি

পাওয়ার বিকেল ৩.৪৫
জলসা মুভিজ

ওয়াইল্ডফেড
রাত ৮.০৫ **ডিসকভারি**

ওয়াইল্ডস্কাই রাত ১১.১০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৩৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৩৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। সন্তানের বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। বৃষ : অংশীদারী ব্যবসায় লাভবান হওয়ার যোগ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামান্য কারণে তর্ক এবং অশান্তি। মিথুন : পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা মিটিয়ে ফেলে স্বস্তিলাভ। চোখের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য তৃপ্তি দেবে। সিংহ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। ক্রীড়াবিদরা উদাহরণযোগ্য সুযোগ পাবেন। কন্যা : বিদেশযাত্রার সুযোগ মিলবে। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। তুলা : আজ প্রণয়ে বিঘ্ন ঘটতে পারে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। কোনও কারণে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। ধনু : ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে হতে পারে। নিজের শরীর নিয়ে মানসিক অশান্তি। মকর : স্কুটার, গাড়ি একটু সতর্ক হয়ে চালান। পরীক্ষার সাফল্য মনকে আনন্দ দেবে। কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার প্রাপ্তি। মীন : আজ উচ্চরক্তচাপের রোগীরা খুব সতর্ক থাকুন। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ্য করে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ জুন ২০২৬, ৪ আহার, সংবৎ ৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৩ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৫, অঃ ৬।২২। শুক্রবার, পঞ্চমী রাত্রি ১০।১৮। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৩।৩৫। হর্ষণযোগ রাত্রি ৮।৩৭। ববকরণ দিবা ১১।৯ গতে বালবকরণ রাত্রি ১০।১৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৩।৩৫ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১০।১৮ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।১৭ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।০ গতে ১০।১৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম-ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ৩।৩৫ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য মুহূর্ত্তচিন্তামণিমতে উপনয়ন, দিবা ৩।৩৫ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপন মতান্তরে পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ ও জলাশয়ারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

P. C. CHANDRA
MORE THAN GOLD
GROUP
MARK OF QUALITY & TRUST
P. C. CHANDRA
85+ Years
MORE THAN GOLD
Since 1939
P. C. CHANDRA JEWELLERS
A jewel of jewels
SWARNA MRIGAYA
মনোমোহিনী অলঙ্কারের অনন্য প্রদর্শনী
PCC
OLD GOLD EXCHANGE GUARANTEE
TRUSTED | TRANSPARENT | TRUE VALUE
0% Deduction
যে কোনো জুয়েলার-এর থেকে কেনা পুরোনো সোনার গয়নার Exchange-এ
আপনার পুরোনো সোনা বদলে নিন নতুন সোনার ও হীরের গয়নার অনবদ্য ডিজাইনে
Scratch করুন ও জিতুন Up To 40% OFF
গয়নার মজুরীর উপর
12% OFF
হীরে ও গ্রহরত্নের মূল্যের উপর
25% OFF
RIHI-Silver Jewellery Collection-এর মজুরীর উপর
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। **বিমাটি The Oriental Insurance Company কর্তৃক প্রদান করা হয়।
পুরোনো সোনার গয়নার এক্সচেঞ্জ* যে কোনো জুয়েলারের থেকে কেনা
সার্টিফায়েড প্রাকৃতিক হীরে*
GOLDEN DREAMS- মাসিক স্বর্ণ সঞ্চয় প্রকল্প*
বিনামূল্যে বিমা পরিষেবা**
#InfiniteChoices #HandcraftedJewellery
উলুবেড়িয়াতে আমাদের নতুন শোরুম-এ আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ
pcchandraindia.com | amazon | TATA CLiQ
Follow us on
Customer Care: 8010700400
WHATSAPP US: 6293759760
Please scan this QR Code to locate our Showrooms
75+ Showrooms
R K SWAMY PCCJ 3032 26

বাড়ি বানাচ্ছেন?
ড্যাম্প পড়া
পুরোপুরি আটকে দিন!
সেমমিক্স গোল্ড এডমিক্সচার
• সবসময় সিমেন্টের সাথে মেশান।
• সাধারণ প্রোডাক্টের থেকে প্রায় দ্বিগুন জল চুঁইয়ে ঢোকা আটকানোর ক্ষমতা।
এক্রিলিক ম্যাক্স ২কে
• ছাদ, বাথরুম, জলের ট্যাঙ্কে এবং রান্নাঘর মতো সবসময় ভিজে থাকা জায়গায় ব্যবহার করুন।
1800 123 1003
SHYAM STEEL
STURDFLEX
CemMix
GOLD
Acrylic Max 2K
Net Weight 15kg
SHYAM STEEL
STURDFLEX®
WATERPROOFING SOLUTIONS
help@sturdflex.com

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৩২ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ আষাঢ় ১৪৩৩

ক্রুশবিদ্ধ জনতার রায়

ভোটারদের রায়কে থোড়াই পরোয়া। আপন স্বার্থসিদ্ধি আসল কথা। তার ওপর প্রলোভন থাকলে তো কথাই নেই। ২০ তৃণমূল সাংসদের পর ৬ জন উদ্ধবপন্থী শিবসেনা সাংসদ এখন বেসুরো। একনাথ শিন্ডের দলে ভিড়ে যাওয়ার পথে তাঁরা। তৃণমূল ভাঙার বাংলার মডেলে অপারেশন এখন মহারাষ্ট্রে। নেপথ্যে সর্বভারতীয় শাসকদল। শুধু সরকার গঠন করে যারা খুশি নয়। কেননা, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাই। নাহলে ডিলিমিটেশন বিল পাশ করানো যাচ্ছে না।

লোকসভার গত অধিবেশনে বিলটি পেশ করেও ঢোঁক গিলতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ঘটনাটি মোটেই মর্যাদার ছিল না। আসন্ন অধিবেশনে কাঁটাটা উপড়ে ফেলতে তাই বিজেপি নেতৃত্ব মরিয়া। সেই চেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ ছিল তৃণমূলে ভাঙন। ২০ জন তৃণমূল সাংসদ মূল দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়লেন। যোগ দিলেন অনামা দল ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়ায় (এনসিপিআই)। ২০ জনের ওই কর্মকাণ্ডের প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে ছিল বিজেপি।

সর্বভারতীয় শাসকদলের নেতা ভূপেন্দ্র যাদব, নিশিকান্ত দুবে ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন তাঁরা। এতে স্পষ্ট, যতই অন্য দলে যোগ দিন, অপারেশন ঘাসফুলের মূল কারিগর বিজেপিই। লক্ষ্য সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। শুধু বাংলার সাংসদ ভাঙিয়ে সেই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয় বলেই হাত পড়েছে উদ্ধবপন্থী শিবসেনায়। এই অপারেশনের কাঞ্চনমূল্য যে অনেক, তার আভাস দিয়েছেন উদ্ধব-ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় রাউত।

তাঁর কথা সত্যি হলে, উদ্ধবের ঘর থেকে শিন্ডের ঘরে স্থানান্তরের মূল্য ১৫ কোটি টাকা। যাঁরা টোপ গিলবেন, তাঁদের প্রাইভেট জেট দেওয়া হবে বলে খবর ভাসছে। একটি ঘটনায় তার ইঙ্গিতও আছে। ৬ জন উদ্ধবপন্থী সাংসদের প্রত্যেককে নয়াদিল্লিতে উড়িয়ে আনার জন্য বরাদ্দ ছিল আলাদা আলাদা চার্টার্ড ফ্লাইট। তৃণমূলের ২০ জনকে অখ্যাত দলে ঢুকিয়ে দেওয়া গিয়েছে। শিবসেনার ৬ জনকে স্থান দিতে প্রস্তুত একনাথ শিন্ডে।

তিনি ও তাঁর ছেলে ইতিমধ্যে নয়াদিল্লি এসে উদ্ধবপন্থী ৬ জনের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেলেছেন। ওই ৬ জন শিন্ডের দলে ভিড়ে যেতে চেয়ে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠিও দিয়েছেন। তাতেও অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাঙ্ক্ষিত দুই-তৃতীয়াংশ ছোঁয়া যাবে না। সেজন্য গেরুয়া শিবিরের নজর শারদ পাওয়ারের এনসিপি ও সমাজবাদী পার্টির দিকে। সেই অপারেশন ইতিমধ্যে জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

শেষপর্যন্ত যেভাবে হোক, দুই-তৃতীয়াংশের পথে সমস্ত বাধা হয়তো কূটকৌশলের বুলডোজারে পিষে ফেলা হবে। একইসঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর দিয়েও বুলডোজার চলার কাজটি চলবে। মহারাষ্ট্রের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে উদ্ধবপন্থী শিবসেনা সাংসদরা জিতেছিলেন বিজেপি-বিরোধী ভোটের জোরে। বাংলায় এনসিপিআই-এ শামিল ২০ জন সাংসদও জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি-বিরোধী প্রচারের পালে হাওয়া তুলে। বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে মানুষ মহারাষ্ট্র ও বাংলায় তাঁদের ভোট দিয়েছিল।

সেই ভোটারদের প্রতি বাংলার ২০ ও শিবসেনার (উদ্ধব) ৬ জন সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরের কোলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁরা নিজেদের ভোটারদের মতামত নেননি। হলফ করে বলা যায়, বিজেপির সমর্থন না থাকলে তাঁদের একজনেরও আর ভবিষ্যতে জিতে আসার সম্ভাবনা নেই। পদ্ম শিবিরের নানাবিধ সুখের প্রলোভনে তাঁরা কেউ জনমতের তোয়াক্কা করলেন না। গণতন্ত্রের মূল ধারণার প্রতি এর চেয়ে বড় কুঠারাঘাত আর কী হতে পারে!

দেশের জনতা গত লোকসভা ভোটে বিজেপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়নি। সেটাই ছিল জনতার রায়। তবুও কিছু শরিক দলের সমর্থনে তারা কেন্দ্রে সরকার গড়েছিল। তাতেও তারা সন্তুষ্ট না হয়ে দল ভাঙানোর খেলায় মরিয়া হয়ে নেমেছে। যে কায়দায় অন্য দল ভাঙানো চলছে, তাতে একদিকে প্রলোভন দেখানোর মতো অন্যায় ও নোংরা খেলা আছে। অন্যদিকে, গণতন্ত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করা চলছে।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

– শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

বল মাঠেই, বদলে গিয়েছে দর্শক

প্রযুক্তির আগ্রাসন ও বাণিজ্যিকীকরণের জোয়ারে ঐতিহ্যবাহী ফুটবল আবেগ আজ যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

চিরঞ্জীব রায়

বিশ্বকাপের ভরা বাজারে একটা জিজ্ঞাসা খুব ভাবাচ্ছে। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে বাইশ খেলোয়াড়ের দাপাদাপির চেনা ছবিটা আজও একই রকম রয়ে গিয়েছে। বরং স্কিল উন্নত হয়েছে এবং জাঁকজমক বেড়েছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আধুনিক ও উন্নত হয়েছে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিপণন ব্যবস্থা। কিন্তু ফুটবল নিয়ে বিশ্ববাসীর বিশেষ করে ভারতীয়দের আবেগ ও উন্মাদনা একই আছে তো? যেমনটা ছিল সত্তর আশির দশকে টেলিভিশনের সামনে উপচে পড়া ভিড়ের দিনে বা ঘটির সামনে দিয়ে বিজয়ী বাঙালের হাতে ইলিশ ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুগারকোটেড প্রতিহিংসার যুগে? দিন প্রতিদিন আর্থসামাজিক পরিস্থিতি থেকে সংস্কৃতির ভোল বদলাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তি এবং মনোরঞ্জনের উপকরণ ও ধরন। সেই স্রোতের তোড়ে বদলে যাচ্ছে মানসিকতা এবং মানুষের সঙ্গে ফুটবলের আত্মীয়তার স্বরূপ। মাঠ থেকে মিডিয়াতে ফুটবলের অস্তিত্ব কমে আসছে। পাড়ার রকে ফুটবল নিয়ে চিৎকৃত আড্ডা স্তিমিত।

সমীক্ষা বলছে, পঞ্চান্ন ঊর্ধ্ব এবং আট থেকে পনেরো বছর বয়স্কদের উন্মাদনা প্রায় অটুট থাকলেও যাদের সম্পর্ক সবথেকে গাঢ় হওয়ার কথা ছিল সেই ষোলো থেকে চব্বিশের তরুণদের মধ্যে ফুটবলের প্রতি ভালোবাসায় চিড় ধরেছে। এই ক্ষয়িষ্ণু প্রেমের মূল কারণ সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক এবং বিশেষ করে প্রযুক্তির জগতে আমূল বদল। এর মূল ইন্ধন হল জীবনে বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির মাত্রাছাড়া দখলদারি। বর্তমান যুগের অতি ব্যস্ত জীবনযাপনে মানুষের ধৈর্যের এক চূড়ান্ত ঘাটতি চোখে পড়ছে। রোমাঞ্চিত হওয়ার অনুভূতিও ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। ফলে আগাগোড়া লাইভ ম্যাচ দেখার উৎসাহ থিতিয়ে যাচ্ছে। তরুণ সমাজ ডকুমেন্টারি ছোট ভিডিও এবং হাইলাইটস নির্ভর হয়ে পড়ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে জেন জেড প্রজন্মের ৬২ শতাংশই নিজেকে সময়োপযোগী রাখার তাগিদে সমাজমাধ্যমে খেলার খোঁজখবর রেখেই সন্তুষ্ট। ব্যস্ততার পাশাপাশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব বেড়েছে। দলবেঁধে খেলা দেখার অবকাশে আবেগ উন্মাদনার শিখর ছুঁয়ে যাওয়া আজকের তরুণের রীতি নয়। ফলে ফুটবলপ্রেমে গভীরতা হারিয়ে যাচ্ছে।

মারাদোনা থেকে মালদিনি কিংবা জিদানের মতো কিংবদন্তিদের দ্যুতি না থাকলেও এখন রোনাল্ডো, মেসি, এমবাপের মতো নায়করা আছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের স্টাইল বদলে গেলেও দক্ষতার ঝংকার বেশ শোনা যায় কিন্তু দর্শকের মন বদলে গেছে। মন বদলে দিয়েছে গেমিং আর ই-স্পোর্টসের সম্মোহনী হাতছানি। ২০২৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রথাগত খেলাধুলোর দর্শককুলে থাবা বসিয়ে ই-স্পোর্টসের পর্দায় এখন ৬২ কোটি দৃষ্টি আটকে থাকে। নব্য প্রজন্ম বাঁধাধরা সময়ে লাইভ ম্যাচ দেখার থেকে নিজের সময় ও পছন্দমতো ভিডিও গেমে ম্যাচ খেলতে বেশি পছন্দ করে। কারণ বদলে যাওয়া আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানসিকতা এবং জীবনযাপনের ধরন এদের খেলা দেখার পরোক্ষ এবং অলস বিনোদন নেওয়ার থেকে খেলায় জড়িয়ে গিয়ে তাৎক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ বিনোদনের ইন্ধন জুগিয়েছে। পরিণাম হল ফুটবলপ্রেমী ৪৬ শতাংশ তরুণ মাঠ বা টেলিভিশন নয় নিজের অবকাশ ও পছন্দ অনুযায়ী খেলা দেখার জন্য স্মার্টফোন বা ট্যাব ব্যবহার করে। অর্থাৎ খেলা যতটা না তার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে তার থেকে বেশি সে নিজের নিয়ন্ত্রণে খেলা উপভোগ করে। মাঝখান থেকে ফিকে হয়ে যায় ফুটবলের প্রতি বিশ শতাব্দীর সমর্পিত আবেগ।

দর্শকপূর্ণ ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফুটবল সম্রাট পেলে। ১৯৭৭ সালে কলকাতায়। –ফাইল চিত্র

একদিকে যুবসমাজের অর্থনৈতিক অবস্থান আরও অনিশ্চিত হয়েছে অন্যদিকে গ্যালারির টিকিট থেকে টেলিভিশনে খেলা দেখা রোজ রোজ আরও খরচসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টাও খানিক হলেও নিরন্তর ফুটবলপ্রেমের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। তবে তার থেকেও প্রত্যক্ষ কারণ সাংস্কৃতিক রদবদল। ধীরে অথচ অনিবার্যভাবে এই প্রজন্মের মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বের বা সত্তার পরিবর্তন ঘটছে। বদলে যাচ্ছে রুচি এবং পছন্দ অপছন্দের গতিপ্রকৃতি। আদি ফুটবলপ্রেমী বা চলতি ভাষায় বেবি বুমার্স জেন এক্স বা মিলেনিয়ালস প্রজন্মের সদস্যরা একটি ক্লাব বা একটি দেশের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বাইরে ভাবতে পারত না। আর্জেন্টিনা হোক বা ব্রাজিল অথবা বার্সেলোনা বা রিয়াল মাদ্রিদের জন্য গলা ফাটিয়েই গর্বিত হত। জেন জেড বা জেনারেশন আলফার ভক্তি অত প্রগাঢ় নয়। ক্লাবের সাফল্যের নিরিখে তাদের পছন্দ বদলে যায়। নস্টালজিয়া গড়ে ওঠেনি। অটল আনুগত্যের থেকে তাদের কাছে খেলোয়াড়ের স্টাইল ও স্কিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই নব্য দর্শক পরিস্থিতি ভেদে সমান আন্তরিকতায় মেসি থেকে ইয়ামাল অথবা রোনাল্ডো থেকে হাল্যান্ডের ভক্ত হতে পারে।

তবে ফুটবল ভক্তির প্রকৃতি পরিবর্তনে সবথেকে বড় কারণ সম্ভবত প্রযুক্তির দখলদারিতে সামাজিক অভ্যাসের বদল। আজ থেকে কয়েক দশক আগেও সাধারণ দর্শকের কাছে খেলার মাঠের বাইরে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখা ছাড়া হাতের নাগালে তেমন কোনও সহজলভ্য বিনোদন প্রক্রিয়া মজুত ছিল না। না ছিল ঝুড়ি ঝুড়ি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং সেখানে দুনিয়ার ভিজুয়াল বিনোদনের উপকরণ। ছিল না গেমিংয়ের মোহগ্রস্ততা অথবা ফেসবুক থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইনস্টা থেকে টুইটারে ঘড়ি ভুলে জুড়ে থাকা। অর্থাৎ এক তরুণের সামনে এখন ফুটবলের প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ টুকরো টুকরো করে দেওয়ার হাজারো উপকরণ। তারই ফলশ্রুতি হল ভক্তির একমুখী স্রোতটা গায়েব হয়ে যাওয়া। তাই ফুটবল ভক্তির এই ভোল বদলকে ভক্তের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বা অনুরাগ কমে যাওয়া নয় মানসিকতার রূপান্তর অথবা সামাজিক সাংস্কৃতিক বিবর্তন হিসেবে দেখা উচিত।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তির প্রসার এবং বিনোদনের বিকল্প মাধ্যমের প্রাচুর্য ঐতিহ্যবাহী ফুটবল আবেগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে যোলো থেকে চব্বিশ বছর বয়সি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলা দেখার ধরন বদলে গিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে মাঠে বা টেলিভিশনের পর্দায় লাইভ ম্যাচ দেখার চেয়ে তারা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, ছোট ভিডিও এবং সমাজমাধ্যমে খবরাখবর রাখতেই বেশি পছন্দ করছে। একইসঙ্গে ই-স্পোর্টস এবং গেমিংয়ের প্রতি আকর্ষণ তাদের প্রত্যক্ষ বিনোদনের স্বাদ দিচ্ছে। নিঃশর্ত ফুটবলপ্রেম আজ এক হিসেবি গ্রাহক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।

এই প্রজন্ম তাৎক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ বিনোদনে বিশ্বাসী। তাই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোফায় এলিয়ে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখার থেকে কিবোর্ড ছুঁয়ে খেলার মধ্যে ঢুকে যেতে বেশি পছন্দ করে। সে প্রথা রীতি আনুগত্যের দাসত্ব পছন্দ করে না। তাই কোনও বিশেষ ক্লাবের প্রতি অন্ধত্ব তাঁকে ফুটবলের সঙ্গে জুড়ে রাখতে পারে না। ক্রিকেট থেকে শুরু করে ফুটবল সমেত আর সমস্ত জনপ্রিয় খেলার বাণিজ্যিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। মুড়ে দেওয়া হয়েছে বিপণনের মোড়কে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমর্থকও আর অটল ভক্ত নয়। সে-ও হয়ে গেছে ফুটবল নামক বিনোদনের গ্রাহক। গ্রাহকের মানসিকতায় নিঃশর্ত ভালোবাসা বা ভক্তি থাকে না। থাকে কতটা সময় অর্থ এবং মনোযোগ খরচ করলাম এবং বদলে কতটা বিনোদন পেলাম সেই সূক্ষ্ম হিসেবনিকেশ।

সত্তরের দশকে ফুটবলের জনপ্রিয়তা সম্বল করে মান্না দে-র সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল গানের মতো সৃষ্টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ছিল। ময়দানের দুই মহারথীর লড়াই নিয়ে মোহনবাগানের মেয়ের মতো সিনেমা তৈরির পরিবেশ ও অবকাশ ছিল। বিকেল গড়ালেই বলে হাওয়া দিতে দলবেঁধে সাইকেলের দোকানে সিরিঞ্চি খুঁজতে যাওয়ার উৎসাহ ছিল। শহর থেকে গ্রামের একচিলতে সবুজে বলের অভাবে বাতাবি নিয়ে ছোটাছুটির উত্তেজনা ছিল। খেলাশেষে কাদা মেখে দলবেঁধে পুকুরে ঝাঁপানোর সম্মিলিত সুখ ছিল। সেই সুখগুলো ব্যস্ত নাগরিক জীবনের জাঁতাকলে পিষে গেছে। একলা সুখ খুঁজে ফিরতে অভ্যস্ত এই প্রজন্মকে ফুটবল আর সম্মিলিত করতে পারে না। কারণ ফুটবল আছে ফুটবলেই কিন্তু জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকা জীবনের আবর্তে তার ভূমিকা বদলে গেছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৭০
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৫
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল।

আলোচিত

সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে- এই প্রশ্নে এতদিন যে লুকোচুরি চলে এসেছে, এবার সেটা বন্ধ হওয়ার সময় হয়েছে। এই পরম সত্যটি এখন মেনে নিতে হবে যে, মেসিই ফুটবল ইতিহাসে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। প্রতিটি ঘরোয়া ও বিশ্বকাপে ওঁর পারফরমেন্সে আর সন্দেহ থাকে না।

- রোনাল্ডো লুইস নাজারিও

ভাইরাল/১

যোগ দিবস উপলক্ষ্যে বিন্ধ্যবাসিনী পার্কের এক ক্যাম্পে বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন অভিনেতা তথা বিজেপি সাংসদ রবি কিষণ। যোগব্যায়াম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সেখানে যোগব্যায়াম দেখাচ্ছিলেন। আর মুখে কিছু একটা চিবোচ্ছিলেন। গুটখা খেতে খেতে তিনি যোগাসন করছিলেন বলে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দাবি ওঠে।

ভাইরাল/২

এক্সপ্রেসওয়েতে পাথর ঢেলে পালাল ওভারলোডেড ডাম্পার। গ্রেটার নয়ডার ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়েতে আরটিও চেকিং দেখে ডাম্পারচালক আচমকা উলটো দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করেন। গাড়িতে থাকা টন টন পাথর রাস্তায় ফেলে চম্পট দেন।

জনমন
জনমত

বিশ্বকাপে কুরাসাও, কবে সুযোগ পাবে ভারত?

চলছে বিশ্বকাপ ফুটবল। অবাক হতে হয় যে এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ হল কুরাসাও, যার জনসংখ্যা মাত্র ১,৫৬,০০০। সেদিন এই দলটি চারবারের বিশ্বকাপ বিজয়ী জার্মানির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করে গেল। এত কম জনসংখ্যা নিয়ে কুরাসা শুধু এই বিশ্বকাপেই নয়, বরং বিশ্বকাপ ইতিহাসেই সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। তারা আইসল্যান্ডের (যাদের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ) আগের রেকর্ড ভেঙে এই যোগ্যতা অর্জন করেছে। এখানে আমাদের দেশের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে আমরা যে হাসির খোরাক হব তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশ্নটা হল, এরা কী করে সাহস পায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার? কীসের জোরে এরা এত বড় একটা জায়গায় পৌঁছে গেল? ফুটবল যে আমরা খেলতে পারি না তা তো নয়। ভারত ফুটবলের এএফসি এশিয়ান কাপ খেলেছে ২০২৩ সালে। ১৯৫৬ সালে টুর্নামেন্টটি শুরু হওয়ার পর থেকে মোট পাঁচবার মূল পর্বের জন্য যোগ্যতা অর্জনও করেছিল। ১৯৫১ ও ১৯৬২ সালে ভারত এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই, তারপর আমরা ফুটবল থেকে হারিয়ে গিয়েছি।

খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলছি, বাংলায় শৈলেন মান্না, পিকে, চুনীর যুগ থেকে শ্যাম থাপা, সুরজিৎ, কৃশানু, মনোরঞ্জন, তরুণ পরে কিছুটা হলেও বাইচুং, সুনীল ছেত্রীর মতো ফুটবলারদের বাংলা জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তারপরে এঁদের মতো আর কোথায়? তাছাড়া খেলার মানের কোনও উন্নতি হয়নি আর আমরা পিছিয়ে গিয়েছি।

সারা দেশে ক্রিকেটই ছোটদের এবং তাদের অভিভাবকদের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এর পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন অবশ্যই অন্যতম কারণ। এই অবস্থায় ফুটবলকে বাঁচাতে পারে সরকার। এর জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের লম্বা পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকার বাহাদুর যে জানেন না তা নয়, কিন্তু শুরুটাই হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের কাছে বিষেয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবার অনুরোধ রইল।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

চাকরির আকালে রমরমা কোচিং ব্যবসার

বেকারত্বের হতাশাকে পুঁজি করে দেশজুড়ে ক্রমশ ফুলেফেঁপে উঠছে কোটি টাকার 'কোচিং শিল্প'।

রুদ্র সান্যাল

আজকের দিনে এক অদ্ভুত সমীকরণ তৈরি হয়েছে। একদিকে চাকরির আকাল অন্যদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে কোচিং সেন্টার। যেন অদৃশ্য চুক্তি চলছে যেখানে চাকরি যত কমবে কোচিং সেন্টারের রমরমা বাড়বে। রাজস্থানের কোটায় এই কোচিং সেন্টারগুলিকে নিয়ে কীভাবে ব্যবসা চলে তা নিয়ে তৈরি দারুণ সব ওয়েব সিরিজ এই শিল্পের বিশালত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। একসময় পড়াশোনা করে চাকরি পাওয়ার সরল সমীকরণটাই ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন। আজ সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। ডিগ্রি এখন চাকরি নয় বরং কোচিং সেন্টারের দরজা খুলে দেয়। দুইয়ের মাঝে আটকে পড়ে এক প্রজন্ম প্রতিদিন আর একটু চেষ্টা করার মিথ্যা আশ্বাসে বেঁচে থাকছে।

কলেজ পাশ করার পরেই শুরু হয় অন্তহীন দৌড়। সকালে এক কোচিং বিকেলে আরেক আর রাতে অনলাইন মক টেস্ট। পরিবার সঞ্চয় ভেঙে সন্তানের লড়াই চালিয়ে যায়। ভারতে এই কোচিং ব্যবসা কতটা জাঁকিয়ে বসেছে তা পাটনায় খান স্যারের কোচিং সেন্টারে গুলি চলার ঘটনায় পরিষ্কার। সাফল্যের বিজ্ঞাপনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে হাজারো ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। এই সমস্যা বড় শহরের কোচিং সেন্টারে সীমাবদ্ধ নেই, তা ঢুকে পড়েছে প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহলে। স্মার্টফোনের পর্দায় লার্নিং অ্যাপ আর ইউটিউব ক্লাসের ভিড় যান্ত্রিক অস্থিরতা বাড়িয়েছে। স্ক্রিনের ওপারে শিক্ষকের বাণিজ্যিক প্রচার আর কমেন্ট বক্সের বিশৃঙ্খলা সব মিলিয়ে মেধা আজ স্থবিরতার শিকার।

এই অন্তহীন অপেক্ষার নেতিবাচক প্রভাব কেবল ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না বরং তা ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের গভীরে। দীর্ঘ সময় বেকার থাকার ফলে যুবসমাজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে। এই লজ্জাবোধ তাদের ঠেলে দিচ্ছে এক অন্ধকার গহ্বরে। দীর্ঘসূত্রতার কারণে জনতাত্ত্বিক কাঠামোতেও বদল আসছে। চাকরির আশায় অনেকের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে এবং পিছিয়ে যাচ্ছে সংসার শুরুর পরিকল্পনা। একটি উৎপাদনশীল প্রজন্ম যখন বছরের পর বছর কেবল সিলেবাসের পাতা উলটে কাটায় তখন দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পাটনায় কোচিং সেন্টারে গুলি কাণ্ডের পর। –ফাইল চিত্র

আরেকটি বড় সমস্যা হল দীর্ঘ প্রস্তুতির সময়ে অনেকের স্কিল বিকাশ সম্পূর্ণ থেমে যায়। তারা পরীক্ষাকেন্দ্রিক জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকে এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা থেকে পিছিয়ে পড়ে। চাকরি না পেলে তারা অন্য ক্ষেত্রে সহজে মানিয়ে নিতে পারে না। এই ব্যবস্থার ফলে ঘরোয়া স্তরেই এক প্রকার মেধা পাচার ঘটছে। মেধাবীরা অনিশ্চয়তা সইতে না পেরে ভিনরাজ্যে বা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যেখানে ছিল জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানো সেখানে তা আজ পর্যবসিত হয়েছে কেবল এমসিকিউ সমাধানের যান্ত্রিক কৌশলে।

এই অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। প্রথমত নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিয়মিত করতে হবে এবং পরীক্ষার ক্যালেন্ডার থাকা জরুরি। দ্বিতীয়ত সরকারি চাকরির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বেসরকারি ও স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। বাস্তবমুখী শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। গোটা সমাজকে মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে এবং চাকরি মানেই সরকারি চাকরি এই ধারণা থেকে বেরোতে হবে। শিক্ষা হোক জ্ঞান অর্জনের উন্মুক্ত মাধ্যম। তারুণ্যের এই সময়কে পরীক্ষা আর প্রস্তুতির খাঁচায় বন্দি না রেখে ডানা মেলতে দেওয়ার পরিবেশ গড়াটাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৭৫

পাশাপাশি : ১। চোয়ালের নীচের অংশ ৩। আকারে ছোট, শিশু ৫। বারণ বা নিষেধ করা ৬। ওজনে খুবই কম ৮। সহযোগিতা করা ১০। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয় ১২। দুই পক্ষের বিবাদ মীমাংসা ১৪। অভিরুচি, খেয়াল বা পছন্দ ১৫। ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে ও বলবান ১৬। কঠিন, গুরুতর বা বিপজ্জনক।

উপর-নীচ : ১। জ্বালানি নয় তবে পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহার হয় ২। যেখানে নাম লেখা বা খোদাই করা আছে ৪। দেবতার পুজোর জন্য বেতনভোগী ব্রাহ্মণ ৭। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ৯। মাটি কেটে উঁচু করে রাখা ১০। ঘাস দিয়ে তৈরি পর্দা ১১। কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া ১৩। প্রত্যক্ষ করা বা চোখে দেখা।

সমাধান ■ ৪৪৭৪

পাশাপাশি : ১। পরাগ ৩। অগ্রদানী ৪। হন্টন ৫। টসকানো ৭। নখ ১০। কলা ১২। বরবাদ ১৪। দেহাত ১৫। প্রাতরাশ ১৬। নন্দাই।

উপর-নীচ : ১। পলায়ন ২। গহনা ৩। অনটন ৬। কার্মুক ৮। খবর ৯। পাদদেশ ১১। লাগসই ১৩। কেতন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ত্রিপলের তলায় সাদা বস্ত্রে সাধু দম্পতি আম-মুড়ি খেতে ব্যস্ত। গৌড়বঙ্গের রামকেলিমেলায়।

উত্তরবঙ্গে টানা বৃষ্টির সতর্কতা

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে লাল সংকেত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : দিনে চড়া রোদ, রাত হলেই তীব্র বজ্রপাতের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি। কোথাও আবার ঝোড়ো হাওয়া। এটাই গত কয়েকদিনের উত্তরের বর্ষার ছবি। তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে এ কেমন বর্ষা, প্রশ্ন উঠেছিল। এর পেছনে পরোক্ষভাবে এল নিনোর হাত দেখা যাচ্ছিল। উত্তর ভারতের মতো বায়ুমণ্ডলের ওপরে 'ওয়েস্টার্লি জেট স্ট্রিম' তৈরি হবে না তো, এই প্রশ্নও উঠেছিল। তবে সেই সম্ভাবনা আপাতত উড়িয়ে বর্ষার চালিকাশক্তি 'ইস্টার্লি জেট স্ট্রিম' শক্তিশালী হয়ে উঠছে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঢুকতে চলেছে এই অঞ্চলে। যে সম্ভাবনায় টানা কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। যে কারণে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় শনিবারের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দুয়ারে যে বিপদ, তার প্রমাণ মিলেছে বৃহস্পতিবার তিন জায়গায় ধস নামায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায়। আবহাওয়া দপ্তরের গ্যাংটক কেন্দ্রের এক আধিকারিক বলছেন, 'শুক্রবার থেকেই বৃষ্টির তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি বাড়বে। পাহাড়ি এলাকার পাশাপাশি সমতলের নদীসংলগ্ন এলাকাগুলিকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।'

সাতসকালেই দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির লম্বা লাইন। দুপুরের পর যখন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরু হল, তখনও রাস্তায় শয়ে-শয়ে গাড়ি। এর মূলে রয়েছে জাতীয় সড়কটির তিন জায়গায় ধস নামা। এদিন সাতসকালে ধস নামে রংপো-সিংতামের মাঝে ২০ মাইলে, এটিটিসি কলেজ সংলগ্ন এলাকা এবং সিংতামে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের টানেল সংলগ্ন এলাকায়। সকালেই

- ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে
- আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে লাল সতর্কতা
- বর্ষার শুরুতেই ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের তিন জায়গায় ধস

ধসের মাটি সরানোর কাজ শুরু করে দেয় এনএইচআইডিসিএল। তবে যান চলাচল পরিস্থিতি তৈরি করার ক্ষেত্রে লেগে যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা। পথের মাঝে আটকে দুর্ভোগে পড়তে হয় হাজার হাজার যাত্রীকে। মাঝারি বৃষ্টিতেই ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে এমন ধস পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারী বৃষ্টির ক্ষেত্রে কী হবে, আশঙ্কা বাড়ছে। যদিও ফি বছরই বর্ষার সময় দিনের পর দিন বন্ধ থাকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল।

গত বছরের ৫ অক্টোবরের প্লাবনে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ডুয়ার্সে। হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েন একের পর এক বাঁধ ভাঙায়। অনেকাংশেই বাঁধ মেরামতির কাজ এখনও হয়নি। যে কারণে কিছুদিন আগেই সুভাষিণী চা বাগানের আশঙ্কিত শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে আতঙ্কিত ডুয়ার্সও। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। অস্বাভাবিক বৃষ্টির সম্ভাবনায় এই দুই জেলায় শনিবার লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ২১ জুন পর্যন্ত। পরবর্তীতে তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি কমলেও, এখনই বৃষ্টি বিদায় নিচ্ছে না হিমালয় সংলগ্ন এই পাঁচ জেলা থেকে। সাধারণত, বর্ষার শুরুতে ভারী বৃষ্টি হলেও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে না উত্তরবঙ্গ। কেননা, এই অঞ্চলে টানা শুষ্ক পরিস্থিতির পরই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটে। কিন্তু এ বছর মার্চ মাস থেকেই এই অঞ্চল বৃষ্টি পেয়ে আসছে। যার জেরে সমস্ত জলাভূমি ভরাট হয়ে রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টি হলেই নদীর জল উপচে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অতি বর্ষণের সম্ভাবনা না থাকলেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা গৌড়বঙ্গের তিন জেলা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। আগামী সপ্তাহের শেষে এই তিন জেলাতেও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে পারে বলে আবহবিদদের বক্তব্য।

ইসলামপুরে শুরু দলীয় তদন্ত

কাটমানি সংক্রমণ বিজেপিতেও

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ জুন : রাজ্যে ক্ষমতা দখলের দু'মাসও হয়নি, নজরানা আর সিন্ডিকেট রোগপোকা সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে পদ্মফুলে। ইসলামপুর ও চোপড়ায় দলের একাংশের ভূমিকা নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলা নেতৃত্ব। শুরু হয়েছে তদন্ত। এমনকি আদি নেতা-কর্মীরা দলের বদনাম ঠেকাতে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠাতে সই সংগ্রহ শুরু করেছেন।

ইসলামপুরের পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলছেন, 'লেনদেনের অভিযোগ আমাদের কানে এসেছে। দল খতিয়ে দেখছে।' অন্যদিকে, 'আমরা কড়া নজর রাখছি' বলে দাবি জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের। তোলাবাজিতে নাম জড়ালে কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন জেলার নেতারা। দলের সাংগঠনিক কাঠামোর নিরিখে চোপড়া শিলিগুড়ির অধীনে। সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের আশ্বাস, 'বাংলার মানুষ শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে বিজেপিকে বেছে নিয়েছে। এবার যদি আমাদের দলের কেউ অবৈধ লেনদেনে জড়িয়ে পড়েন বিলাসিতার কারণে, তেমন প্রমাণ পেলে নিশ্চয়ই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

ইসলামপুর মহকুমার চারটি বিধানসভা আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। যদিও, তারপর নাটকীয় পটপরিবর্তনের দৌলতে চারজন বিধায়কই দল থেকে বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এই ঘটনার পর তৃণমূল আমলে কাটমানি আদায়, তোলাবাজি এবং সন্ত্রাসে অভিযুক্তরা নতুন করে 'অক্সিজেন' পেতে শুরু করেছেন। অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন পদ্ম শিবিরের একদল নেতা-কর্মী।

ইসলামপুর ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চলের তৃণমূল নেতার আক্ষেপ, 'আমরা বরাবর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছিলাম। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাই দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজেপির পক্ষেই ভোট করিয়েছি। জেলার নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। যাঁরা বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এতদিন, তাঁদের

- ইসলামপুর মহকুমার বেশ কয়েকজন মণ্ডল স্তরের নেতা কালা কারবারে হাত পাকাচ্ছেন
- তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাটমানি আদায় শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ
- উত্তর দিনাজপুরের জেলা সহ সভাপতি বিষয়টি স্বীকার করেছেন
- পুরোনো নেতারা বদনাম ঠেকাতে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানাতে সই সংগ্রহ শুরু করেছেন

নামে পুলিশে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি, ওঁরাই বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন। আমাদের হুমকি দিচ্ছেন। বিজেপির অনেকেই তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। সেটিং না হলে এত হিম্মত পায় কীভাবে?'

মহকুমার জোড়াফুলেরই এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্বীকার করলেন, 'অন্য দুই প্রধান আমাকে ফোন করেছিলেন। সেটিংয়ের অফার তাঁদের কাছে গিয়েছে। আমিও অফার নেব কি না, জানার চেষ্টা করছিলেন। বলেছি, প্রয়োজনে পদত্যাগ করব। কিন্তু এসবে আর জড়াব না।'

ইসলামপুরজুড়ে জলাভূমি ভরাট থেকে কৃষি দপ্তরের দালালরাজ কিংবা স্বাস্থ্য পরিষেবায় চক্রের লোকদের থেকে কাটমানি আদায়ের অভিযোগ বছরভরের। সম্প্রতি এক সমাজকর্মী কৃষি দপ্তরে তথ্য জানার অধিকারে আবেদন জমা করেছেন। ওই সমাজকর্মীর দাবি, 'আচমকা একদিন এক বিজেপি নেতা আমাকে এসব থেকে বিরত থাকার কথা বললেন। তাঁর এত মাথাব্যথা কেন বুঝি না!'

একাধিক মণ্ডলের নেতারা দল ক্ষমতায় আসার সুযোগ নিয়ে কালা কারবারে হাত পাকাতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে চোপড়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া বালির খাদানের কারবারিদের সঙ্গেও কিছুজনের মাখামাখি নিয়ে চর্চা চলছে। বিজেপিরই এক প্রবীণ নেতার গলায় ক্ষোভের সুর, '২০২১ সালে চোপড়ায় ভোট পরবর্তী হিংসা মারাত্মক ছিল। অনেকেই এফআইআরের চেষ্টা করছেন, অথচ আমাদের কেউ কেউ নানা যুক্তি দেখিয়ে তাঁদের আটকে রেখেছেন। দলীয় স্তরে সই সংগ্রহ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাব।'

সুরজিৎ বলছিলেন, 'ইসলামপুরের বেশ কিছু এলাকায় দলের কেউ কেউ সিন্ডিকেটরাজ কায়েম করার চেষ্টা করছে। আমরা এসব জানার পরই দলীয় স্তরে তদন্ত শুরু করেছি। জিরো টলারেন্স নীতিতে চলব।' অরুণের বক্তব্য, 'যারা তৃণমূলের আমলে অন্যায় করেছে, প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে। বিজেপির কেউ কোনও কিছুর বিনিময়ে তাকে আড়ালের চেষ্টা করলে কড়া ব্যবস্থা নেব।'

রাজনীতিতে সব হারিয়ে খেলার মাঠে স্বপ্না

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্না বর্মন খেলার মাঠ ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এর জন্য রেলের সাধের চাকরিটিও তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে মোহভঙ্গ হতেই তিনি ফের খেলার মাঠেই ফিরতে চাইছেন। ২০ জুন দিল্লিতে অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে স্বপ্নাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। স্বপ্না ইতিমধ্যে দিল্লিতে পৌঁছেও গিয়েছেন। সেপ্টেম্বরে স্পেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছেন। জলপাইগুড়ির এই ঘরের মেয়ে যে আবারও খেলায় ফিরছেন, তার ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে শরীরচর্চার কিছু ছবি পোস্ট করে স্বপ্না একপ্রকার রাজনৈতিক সন্ন্যাসের বার্তাই স্পষ্ট করেছেন।

বিধানসভা ভোটের আগে কলকাতায় গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন স্বপ্না। পরে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করে তৃণমূল। তবে বিজেপির প্রার্থীর কাছে ২১ হাজার ভোটে তাঁকে পরাজিত হতে হয়। এই ভোটে দাঁড়ানোর জন্য স্বপ্নাকে রেলের স্থায়ী চাকরিটি ছাড়তে হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় নেই এবং দলের সাংগঠনিক অবস্থা টালমাটাল। নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে স্বপ্নার প্রতিক্রিয়া, 'যে দলের জন্য নিজের চাকরি ছাড়লাম এখন সেই দলই আমার দিকে ঘুরে তাকায় না। কেনই রাজনীতিতে এলাম, কেনই বা রেলের চাকরি ছাড়লাম সেটাই এখন বাড়িতে বসে ভাবি।' নিজের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পাঠ নিতে গিয়ে স্বপ্না এবছর এশিয়ান গেমসের জন্য কোনও রকম প্রস্তুতি নিতে পারেননি। নিজের পুরো সময় তৃণমূলের জন্য দেওয়ার পর বর্তমানে তিনি সপরিবারে গভীর আর্থিক সংকটে পড়েছেন। সেই কারণেই হয়তো ইদানীং রাজনীতির প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করলেই তিনি তা সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়া পেজে শরীরচর্চার ছবি পোস্ট করে স্বপ্না লিখেছেন, 'ভোটে হেরেছি। পথটা কঠিন ছিল। কিন্তু ত্যাগও কম করিনি। কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা এখনও হারাইনি। আজ

শরীর চর্চায় ব্যস্ত স্বপ্না।

সমালোচনা শুনছি, কাল হয়তো এই অভিজ্ঞতাই আমার শক্তি জোগাবে। হারটা সাময়িক, তবে লড়াই এখনও বাকি।'

২০ জুন দিল্লির ওই অনুষ্ঠানে অ্যাথলেটিক্সে অসামান্য সাফল্যের জন্য তিনজন অ্যাথলিটকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার প্রদান করা হবে। সেই তিনজনের তালিকায় স্বপ্নাও আছেন কি না, তা অবশ্য তিনি নিজে স্পষ্ট করে জানাননি। তবে ক্রীড়ামহলের ধারণা, স্বপ্নাকে যদি লাইফটাইম পুরস্কারে কেন্দ্র সরকার সম্মানিত করে, তবে বুঝতে হবে বিজেপির হাত ধরেই তিনি আবারও খেলার জগতে ফিরছেন। কারণ তৃণমূল এখন স্বপ্নার কাছে সম্পূর্ণ অতীত। চাকরি হারিয়ে স্বপ্না বর্তমানে অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

যোগাভ্যাসে পুলিশকর্মীরা

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে সর্বত্র প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বাদ যায়নি থানাগুলিও। বৃহস্পতিবার সকালে প্রধাননগর থানায় যোগ শিক্ষকের তদারকিতে উর্দি ছেড়ে হালকা জামা ও ট্র্যাক প্যান্টে পুলিশকর্মীদের যোগাভ্যাস করতে দেখা গিয়েছে।

থানায় অভিযোগ জানাতে এসে অনেকেই পুলিশকর্মীদের এভাবে দেখে কিছুটা অবাক হয়ে যান। এমনই একজন মিতালি দাস বললেন, 'থানায় এরকম দৃশ্য দেখা যাবে, সেটা তো আগে কোথাও শুনিনি বা দেখিনি।'

মাটিগাড়া থানাতেও পুলিশকর্মীদের যোগব্যায়াম করতে দেখা যায়। সেখানে আসা প্রবীর দাস বলছিলেন, 'থানায় ঢুকলেই তো গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি। এদিন এভাবে পুলিশকর্মীদের যোগব্যায়াম করতে দেখে অন্যরকম লাগল।' যদিও থানায় এযাবৎকালে যোগব্যায়ামের দৃশ্য দেখা গেলেও কমিশনারেটে নিয়মিতই যোগব্যায়ামের আয়োজন করা হয়ে থাকে বলে খবর। এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'যোগ দিবসের জন্যই যোগব্যায়াম হচ্ছে এমনটা নয়। নিয়মিতই আমাদের কমিশনারেটে যোগব্যায়াম হয়ে থাকে।'

লংভিউয়ের সমস্যায় আজ ফের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : লংভিউ চা বাগানের অচলাবস্থা দূর করতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানাল শিলিগুড়ির একাধিক সংগঠন। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ফ্যাসিবাদবিরোধী নাগরিক মঞ্চ এবং সৃজন সংস্থা। সেখানে শিলিগুড়ির নাট্যব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী, লেখকদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও লংভিউ চা বাগানের দুই শ্রমিকও অংশ নেন। এদিকে, বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে শ্রম দপ্তর শুক্রবার ফের একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে পার্থ চৌধুরী, অজিত রায় সহ অন্যরা দাবি করেন, দ্রুত বাগানের শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে সেখানে কাজের সুস্থ পরিবেশ ফেরাতে হবে। তাঁরা মালিকপক্ষের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকারও নিন্দা করেন। অজিতের কথায়, 'এত পুরোনো একটা চা বাগানে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলছে, শ্রমিকরা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন, চিকিৎসা করাতে পারছেন না, অথচ সরকার চুপচাপ বসে রয়েছে।'

লংভিউ চা বাগান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলছে। ২০১৪ সাল থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া, অবসরের পরেও ৮০ জন স্থায়ী শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি না পাওয়া এবং বিগত চার মাস ধরে শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ। লংভিউ চা বাগানের শ্রমিক জানকি ভুসাল বলেন, 'চার মাস ধরে মজুরি বন্ধ। স্বামী ২০২২ সালে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এখনও পিএফ, গ্র্যাচুইটি কিছু পাননি। আমাদের দু'বেলা খাওয়া দূরে থাক, ওষুধ কেনার টাকা নেই।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'মরতে রাজি কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় হবে।'

পাহাড়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : সংসদের পিটিশন স্ট্যান্ডিং কমিটি বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে আসে। এই সংসদীয় কমিটির সদস্যরা দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে দিল্লিতে গিয়ে রিপোর্ট আকারে জমা দেবে। এদিন সাংসদ রাজু বিস্ট কার্সিয়াংয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ প্রকাশ যোশীকে স্বাগত জানান। কার্সিয়াংয়ে কমিটির একটি বৈঠকও হয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়তে গিয়ে উদ্যোগপতিদের ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং জমিজটের বিষয়য়ে আলোচনা হয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে বাস, আহত ১৫

ফুলবাড়ি, ১৮ জুন : আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসার পথে বৃহস্পতিবার সকালে ফুলবাড়িতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। দুর্ঘটনায় ১৫ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছেন, যার মধ্যে মহিলা ও শিশু রয়েছে। দুর্ঘটনার পর তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মাথায়, মুখে, হাতে চোট লাগে। তবে নার্সিংহোম সূত্রে খবর, কারও চোট গুরুতর ছিল না। এদিন সকাল সাড়ে ৯টার সময় ফুলবাড়ি বাজারের কাছে বাসটি সামনে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। যাত্রীদের অনেকে ভোর পাঁচটায় বাসে চেপেছিলেন। সেই কারণে অনেকে ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ করে বাসটি সামনে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারায় যাত্রীদের অনেকেই সিট থেকে পড়ে যান। ফলে তাঁদের চোট লাগে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ফুলবাড়ির ট্রাফিক গার্ডের কর্মী-আধিকারিকরা যাত্রীদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের বাসিন্দা সুপ্রিয়া দত্ত নামে এক মহিলা শিশুকন্যা ও স্বামীকে নিয়ে শিলিগুড়িতে আসছিলেন। দুর্ঘটনার জেরে সুপ্রিয়ার থুতনি ফেটে যায় এবং তাঁর মেয়ের মাথায় চোট লাগে। সুপ্রিয়া বলেন, 'ঘটনার জেরে এমন ঝটকা অনুভব করি যে সিট থেকে পড়ে যাই। প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ডাক্তার দেখেছেন, চোট গুরুতর নয়।'

দুর্ঘটনার জেরে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা মানত রায়ের গাল কেটে গিয়েছে। মাথা ও হাতেও চোট লাগে। মানতের কথায়, 'বাসের সামনের দিকে বসেছিলাম। কাচ ভেঙে গাল কেটে যায়। সেসময় পড়ে যাওয়ায় মাথায় ও হাতে চোট লেগেছে।'

এদিকে, দুর্ঘটনার জেরে বাসের সামনের দিকটি দুমড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলামের কথায়, 'ট্রাকটি সামনের দিকে হঠাৎ থমকে যাওয়ায় বাসটি পেছনে গিয়ে ধাক্কা মারে। তবে বাসের গতি বেশি থাকলে বড় বিপদ হতে পারত।' পরে পুলিশ ট্রাক ও বাসটি সরিয়ে নিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

28.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86B 29526 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার জীবনের একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা এবং ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা সকলের উপভোগ করা উচিত। আমি সকল মানুষজনকে কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করতে চাই। এই বিশেষ মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা সৌগত বসাক - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চেয়ারম্যান পদে আগ্রহী নন গৌতম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ভোট বিপর্যয়ের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে টালমাটাল পরিস্থিতি। শহরতলি কলকাতা থেকে শুরু করে সর্বত্রই একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। এই আবহে দলকে পুনরায় শক্তিশালী করতে দলের তরফে একাধিক জেলার সভাপতি ও চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সেই তালিকায় দার্জিলিং জেলা (সমতল)-র নাম ছিল। সভাপতি হিসেবে কুন্তল রায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, চেয়ারম্যান পদে গৌতম দেবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যা নিয়ে শুরু থেকেই দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গৌতম দেব চেয়ারম্যান পদে না বসার ইঙ্গিত দিলেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন, ওই পদে দলের তরফে নতুন মুখ তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রয়োজনে এনিয়ে তিনি দলনেত্রীর কাছে আগামীদিনে দরবার করবেন। তিনি বলেন, 'দলের সিদ্ধান্তকে আমি অবজ্ঞা করি না। তবে চেয়ারম্যান পদে নতুন মুখ নিয়ে এলে খুশি হতাম। সবক্ষেত্রেই নতুন মুখ নিয়ে আসা দলের পক্ষে ভালো। এনিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা করব।'

> দলের সিদ্ধান্তকে আমি অবজ্ঞা করি না। তবে চেয়ারম্যান পদে নতুন মুখ নিয়ে এলে খুশি হতাম। সবক্ষেত্রেই নতুন মুখ নিয়ে আসা দলের পক্ষে ভালো।
>
> **গৌতম দেব**
> তৃণমূল নেতা

দলের তরফে দায়িত্ব বণ্টনের ইঙ্গিত মিলতেই গৌতম দেব দলনেত্রীকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তিনি দায়িত্ব নিতে চান না। তবে দল তাঁকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়নি। দলের তরফে সভাপতি পদে নতুন মুখ তুলে ধরা হলেও গৌতমকে চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়। যা নিয়ে শহর থেকে শুরু করে গ্রামীণ এলাকার একাধিক নেতা মুখ খুলতে শুরু করেন। কেউ কেউ পরিস্থিতি বুঝে ইস্তফা দেওয়ার কথাও জানান। এই পরিস্থিতিতে সভাপতি কুন্তল রায় দল পরিচালনার চেষ্টা চালাচ্ছেন। শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠন করার চেষ্টাও চালাচ্ছেন বলে খবর। যদিও এরই মাঝে গৌতম দেব চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আর তাতেই দলের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

দলীয় সূত্রে খবর, সভাপতি পদ পাওয়ার পর থেকেই কুন্তল রায় দলের প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। এক এক করে নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন। তবে শুধু প্রবীণ নেতৃত্ব নয়, নবীন তৃণমূল নেতাদের সঙ্গেও তিনি আলোচনায় বসতে চান। সবশেষে জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে। কুন্তল বলেছেন, '২১ জুলাইয়ের আগেই পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তার আগেই সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির প্রতিটি পদাধিকারীর নামের তালিকা তৈরি করে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। দলের তরফে চূড়ান্ত অনুমোদন মেলার পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করে আমরা পথে নামব।' গৌতম দেবের প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। গৌতম দেবের সঙ্গে কথা বলে তারপর এনিয়ে মন্তব্য করব।'

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ জুন : গয়াগঙ্গা চা বাগান লাগোয়া ঘুঘুঝোরা খাল থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় বৃহস্পতিবার। মৃত চা শ্রমিক বেলাসিউস এক্কা (৫৭) স্থানীয় জর্জ লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন সকালে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হলে খালে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
তখন বিকেল... জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকায় ছবিটি তুলেছেন বক্সীগঞ্জের আরিফ সরকার।

আজ কার্সিয়াংয়ে বৈঠকে বিজিপিএম

জিটিএ-তে ইস্তফা আরও ৭ সভাসদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : কেউ সরকারি পদ ছাড়ছেন, কেউ দল থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন, কেউ আবার বাকি সময়টা লালকুঠির চেয়ারে বসার বাসনায় তলে তলে বিজেপির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। অনীত থাপার পার্টি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র নেতাদের অবস্থা এখন এমনই। বুধবার থেকে শুরু হওয়া পদত্যাগের হিড়িক বৃহস্পতিবারও দিনভর চলেছে। এরই মধ্যে বিজিপিএমের সভাপতি অনীত থাপা শুক্রবার কার্সিয়াংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সমস্ত শাখা সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসছেন। সেই বৈঠক থেকেই দলের আগামী পদক্ষেপ ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট অবশ্য একবাক্যে জানিয়েছেন, জিটিএ মৃতপ্রায়। রাজ্যে সরকার বদলের পরেই জিটিএ'র মৃত্যু হয়েছে।

২০২২ সালে জিটিএ নির্বাচনের মাধ্যমে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে অনীত থাপার বিজিপিএম লালকুঠির ক্ষমতা দখল করে। তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিটিএ-তে কাজ করছিলেন অনীতরা। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে। আর তারপর থেকেই জিটিএ-তে ডামাডোল শুরু হয়েছে। জিটিএ'র মাধ্যমে দুর্নীতি ছাড়া অন্য কিছুই হয়নি বলে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন। তিনি জিটিএ'র দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

- অনীতের ইস্তফার পরই একে একে ডেপুটি চিফ এগজিকিউটিভ সহ একাধিক সভাসদ ইস্তফা দিতে শুরু করেন
- এই পরিস্থিতিতে বিজিপিএমের সভাপতি অনীত থাপা শুক্রবার কার্সিয়াংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সমস্ত শাখা সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসছেন
- সেই বৈঠক থেকেই দলের আগামী পদক্ষেপ ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা

ফলে সব মিলিয়ে অনীত থাপার টিমের ওপরে চাপ বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে অনীত বুধবার জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সভাসদ পদও ছেড়েছেন। তাঁর ইস্তফার পরেই একে একে ডেপুটি চিফ এগজিকিউটিভ সহ একাধিক সভাসদ ইস্তফা দিতে শুরু করেন। এমনকি পাহাড়ের একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতিও বুধবারই প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবারও জিটিএ সভার চেয়ারম্যান অঞ্জুল চৌহান, শ্যাম শেরপা, হেমন্ত রাই, অনোস থাপা, সতীশ পোখরেল সভাসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

অন্যদিকে এদিনই ঘুম-খাসমহল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সারু থাপা প্রশাসনিক পদ না ছেড়ে অনীতের পার্টি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এলাকার জনগণের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়েই পঞ্চায়েত প্রধানের পদে থেকে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

এরই মধ্যে অনীতের দলের কিছু সভাসদ নিয়মিত বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে সূত্রের খবর। তাঁরা দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতিকে ধরে জিটিএ'র ক্ষমতায় বসতে চাইছেন বলেও খবর। এই গোষ্ঠীর বক্তব্য, জিটিএ'র নির্বাচিত বোর্ডের এখনও এক বছর মেয়াদ রয়েছে। বিজেপি সবুজ সংকেত দিলে অন্য দলের সভাসদদের নিয়ে বাকি সময়টা কাজ করা যেতে পারে। সূত্রের খবর, এই গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই অজয় এডওয়ার্ড এবং বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে কথা বলেছে। যদিও বিনয় এবং অজয় দুজনের কেউই এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

সিডিপিও ঘেরাও

চাকুলিয়া ও ইসলামপুর, ১৮ জুন : নানা দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে চাকুলিয়ায় বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতির সদস্যরা। বৃহস্পতিবার চাকুলিয়া চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসারের কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সিডিপিও-কে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখা হয়। এদিকে, সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ইসলামপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ইসলামপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

বিক্ষোভকারী কর্মীদের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। তার ওপর মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল হাজিরা ও দৈনিক কাজের খতিয়ান নথিভুক্ত করার নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারী অলোকা রায়ের কথায়, 'মাসিক ভাতা মাসের পর মাস ঝুলে থাকছে।' পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতির চাকুলিয়া ব্লক সভাপতি শ্যামলী বিশ্বাস বলেছেন, 'অবিলম্বে বকেয়া বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করতে আবেদন করা হয়েছে।' চাকুলিয়া আইসিডিএস প্রকল্পের আধিকারিক ইমরান আলি বলছেন, 'বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।' এদিকে, ইসলামপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। বাস টার্মিনাস থেকে মিছিল শুরু হয়। সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নবীনচন্দ্র সিংহ বলেন, 'দাবি পূরণ না হলে জোরদার আন্দোলন করা হবে।'

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ১৮ জুন : যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ থাকায় বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ার বিডিও'র কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন। মাটিগাড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়ালি মৌজার বাসিন্দা বিপুল দাসের বক্তব্য, 'প্রশাসন রাস্তার একদিকে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মিড-ডে মিলের রান্নাঘর, শৌচালয় তৈরি করছে। যাতায়াতের রাস্তা করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হয়নি। আমরা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মাঠের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছিলাম। কিন্তু সেই মাঠ দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়ে একটি ক্লাব গেট লাগিয়েছে। গেট বন্ধ করলে যাতায়াত করা যায় না।' পুরোনো ঘর ভেঙে পাশে মিড-ডে মিলের নতুন ঘর তৈরি করলেই সমস্যা মিটবে বলে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি সদস্য মাম্পি সরকার জানান।

গোরু আটক

চোপড়া, ১৮ জুন : বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় বৃহস্পতিবার চারটি গোরু আটক করল চোপড়া থানার পুলিশ। সোনাপুর হাট থেকে মোট নয়টি গোরু কেনা হয়েছিল। তার মধ্যে চারটি গোরুর বৈধ কাগজ ছিল না। স্থানীয়রা দলটিকে আটকে পুলিশে খবর দেন।

শিক্ষক সংকটে শিকেয় পঠনপাঠন

দুই মাস পর স্কুল খুলতেই বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ১৮ জুন : দীর্ঘ দু'মাস ১৭ দিন পর খড়িবাড়ি গভর্নমেন্ট মডেল হাইস্কুল খুলতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। স্কুলে কোনও স্থায়ী শিক্ষক নেই। নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত হয়নি। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সিলেবাস শেষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার স্কুল খুলতেই বিক্ষোভ শুরু হয়। খবর পেয়ে বিডিও এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এসে দ্রুত শিক্ষকের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। তারপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দশম শ্রেণির ছাত্রী সুদীপ্তা সিংহ আক্ষেপ করে বলে, 'সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। সিলেবাস কীভাবে শেষ হবে, বুঝতে পারছি না। টিউশনের উপর নির্ভর করছি।'

খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জের তেলেঙ্গাজোত এলাকায় ২০২১ সালে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্কুলটি তৈরি করা হয়। তবে শুরু থেকেই এই মডেল স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সমস্যা রয়েছে। জানা গিয়েছে, মডেল স্কুলগুলির তত্ত্বাবধানে রয়েছে একটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাড হক কমিটি। জেলা শাসক এই কমিটির সভাপতি এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কমিটির সম্পাদক। বিগত সরকারের আমলে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে অ্যাড হক কমিটি নিয়োগ করত। স্থানীয়ভাবে বিডিও এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মডেল স্কুলগুলি সুপারভাইজ করেন। খড়িবাড়ি গভর্নমেন্ট মডেল স্কুলে ৫ জন শিক্ষক, দুজন ক্লার্ক, দুজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, দুজন নৈশপ্রহরী ও একজন সাফাইকর্মীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। গত ৩১ মার্চ শেষ শিক্ষক অবসর নেন। ২ এপ্রিল থেকে ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন স্কুলটি নিয়ে নেয়। সেসময় থেকেই স্কুলটি বন্ধ ছিল।

এদিকে, ১৩ মার্চ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেয় অ্যাড হক কমিটি।

- তেলেঙ্গাজোত এলাকায় ২০২১ সালে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্কুলটি তৈরি হয়
- ২ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন স্কুলটি নিয়ে নেয়
- তখন থেকেই স্কুলটি বন্ধ ছিল

ইন্টারভিউয়ের প্যানেল অনুমোদনের জন্য বিকাশ ভবনে পাঠানো হয়। কিন্তু নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর হওয়ায় প্যানেল আটকে যায়। রাজ্যে সরকার বদলের পর নতুন রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্বহাল বাতিলের নির্দেশিকা জারি করে। আর এতেই প্যানেল বাতিল হয়ে যায় বলে বিডিও অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে। স্কুলকে চালু রাখতে অ্যাড হক কমিটির উদ্যোগে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নির্দেশে তড়িঘড়ি ৫ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে আমবাড়ি ও খড়িবাড়ি হাইস্কুল থেকে তিন শিক্ষককে অস্থায়ী বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। বুধবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা স্কুল ছেড়ে যান। এদিন স্কুল খুললে উদ্বিগ্ন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা নতুন অস্থায়ী শিক্ষকদের ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করে।

প্রীতি জয়সোয়াল নামে এক অভিভাবক বলছেন, '৬ মাস ধরে স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে না। আড়াই মাস স্কুল বন্ধ। শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না। নবম, দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের শিক্ষাবর্ষের মাঝে অন্য কোনও স্কুলে ট্রান্সফার করাও সম্ভব নয়। কী হবে বুঝতে পারছি না।'

প্রবীর দাস নামে অপর এক অভিভাবক বলছেন, 'সবচেয়ে সমস্যায় নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা। অন্য হাইস্কুলে নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলেও এই স্কুলে হয়নি।'

এদিন স্কুলে যোগ দিয়ে নতুন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কালাচাঁদ দাস বলেন, 'স্কুলে ১৭৯ জন পড়ুয়া রয়েছে। বিষয়টি বিডিও ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানিয়েছি।'

খবর পেয়ে স্কুলে আসেন খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপচন্দ্র বর্মন। বিডিও বলেন, 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নতুন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের জন্য সময় লাগবে। আপাতত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী হাইস্কুলগুলি থেকে তিনজন শিক্ষক দেওয়া হয়েছে। স্কুলটি স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করতে খুব দ্রুত যাতে আরও শিক্ষক দেওয়া হয়, তারজন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।'

দগ্ধ তরুণ, তদন্তে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ভরদুপুরে রাস্তা থেকে এক তরুণের আর্তনাদ ভেসে আসায় চমকে ওঠেন সকলে। এলাকাবাসী যে যাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখেন, এক তরুণের গায়ে আগুন জ্বলছে। আর তিনি চিৎকার করছেন। বৃহস্পতিবার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন জলেশ্বরীর পদ্মপাড়া এলাকায় এই ঘটনায় এলাকাবাসী হতভম্ব হয়ে যান। তবে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় এবং আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলকর্মীদের সহযোগিতায় ওই তরুণকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় ওই তরুণকে আগে দেখা যায়নি। তবে ওই তরুণের দাবি, এই এলাকায় আগে তাঁদের বাড়ি ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণের পরিবারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর মা-বাবা মারা গিয়েছেন। ওই তরুণের বাড়ি খালপাড়া এলাকায়। কাকার বাড়িতেই থাকেন। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ওই তরুণের মানসিক সমস্যা রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ১৮ জুন : খড়িবাড়ির গৌরীজোত এলাকায় বুধবার রাতে বজ্রাঘাতে গীতা রায় (২৮) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ হালকা বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে কলতলায় ডিম ধুতে গিয়ে তিনি বজ্রপাতের শিকার হন।

অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ

চোপড়ায় লক্ষ লক্ষ টাকার 'প্রতারণা'

চোপড়া, ১৮ জুন : তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। ঘটনাস্থল চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান রুবি খাতুনের স্বামী মহম্মদ সাহিদের বিরুদ্ধে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় রাহুল প্রসাদ নামে এক তরুণ। অতিরিক্ত আরও ১০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয় বলেও অভিযোগ। রাহুলের দাবি, দুই বছর আগে তিনি প্রতারণার শিকার হন। বৃহস্পতিবার থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। টাকা লেনদেনের একটি ভিডিও ফুটেজ অভিযোগকারীর সঙ্গে রয়েছে এবং তিনি সেটি পুলিশকে দেখিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। যদিও প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মূল অভিযুক্তর স্ত্রী। এখন পর্যন্ত ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

রাহুলের দাবি, শেয়ার মার্কেট সংক্রান্ত একটি ব্যবসায় তিনি সহ আরও কয়েকজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর অভিযোগ, মূল মালিককে সরিয়ে দিয়ে সাহিদ ওই ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন এজেন্টের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেন। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা দাবি করেন, 'এলাকায় কয়েকজন চিটফান্ডের ব্যবসা চালাতেন। সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হলে আলোচনার মাধ্যমে এজেন্টদের কাছ থেকে টাকা ফেরত এনে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়াতেই কিছু টাকা আমার স্বামীর কাছে জমা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।' এদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে সাহিদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে। বিজেপি নেতা

অভিযোগকারীর পাশে বিজেপি নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার চোপড়ায়।

ভবেশ কর বলেন, 'তৃণমূল নেতা মহম্মদ সাহিদের বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে। ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভয়ের পরিবেশ থাকায় কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পাননি।' সঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'অভিযোগকারী ওই তরুণ আতঙ্কের কারণে দীর্ঘদিন ভিনরাজ্যে আত্মগোপন করে ছিলেন। সম্প্রতি এলাকায় ফিরে এসে তিনি পুলিশের পাশাপাশি আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরা চাই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

টালমাটাল পঞ্চায়েত সমিতি

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ জুন : পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার অপসারণের রেশ এখনও কাটেনি। এরই মাঝে ফাঁসিদেওয়ার রাজনীতিতে টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিলেন দলেরই ৮ সদস্য। এর জেরে শাসকদলের অন্দরে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে মহকুমা শাসকের প্রিসাইডিং অফিসার সোনাম পালসার লামা এবং ফাঁসিদেওয়ার পিডিও উল্লাস ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ সদস্যবিশিষ্ট এই সমিতির ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় ধ্বনিভোটের মাধ্যমে সভাপতি পদ থেকে রিনা এক্কাকে অপসারিত করার সিদ্ধান্তে ভোট দেন সদস্যরা। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে ২ জন বিজেপি সদস্যও ছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়ের বিরুদ্ধেও এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ সদস্যরা। প্রণবেশ মণ্ডল সহ মোট ৮ জন সদস্যের সই রয়েছে তাতে।

বিগত কয়েকদিন ধরেই রিনা এক্কার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা নিয়ে জল্পনা চলছিল। রিনা দাবি

সভায় উপস্থিত সদস্যরা। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়ায়।

করেছিলেন, তাঁর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন রয়েছে। তবে, ১৭ জুন এসডিও-র কাছে রিনা ইস্তফাপত্র দেন বলে দাবি করেছেন। সেই ইস্তফাপত্র এখনও গৃহীত হয়নি। এদিকে, এদিনের সভায় উপস্থিত ১৪ জন সদস্যের প্রত্যেকেই রিনার অপসারণের পক্ষে রায় দেন।

এদিন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান মুখ প্রণবেশ মণ্ডল বলেন, 'রিনা এক্কা যে পারিবারিক কারণে বা অন্য সদস্যের স্বামীর আত্মহত্যার হুমকির কথা বলে পদত্যাগের দাবি করছেন, তা রাজনৈতিক নাটক। রিনা আসলে প্রশাসনিক নিয়ম মেনে মহকুমা শাসকের সামনে গিয়ে কোনও ইস্তফাপত্র জমা দেননি। বরং, শুধু দপ্তরে একটি চিঠি রিসিভ করিয়েছেন।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা বলেন, 'এখনও আমরা সভাপতির পদত্যাগপত্র পাইনি। তাই সেটি গৃহীত হয়নি। সহ সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থাপত্র অনুযায়ী একই নিয়মে সদস্য সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে নোটিশ যাবে। আইন অনুযায়ী সমস্ত পরবর্তী প্রক্রিয়া হবে।'

বিক্ষুব্ধ সদস্যদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, বিগত চার বছর ধরে পঞ্চায়েত সমিতিতে কোনও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায় এবং সভাপতি রিনা এক্কা মিলে স্বজনপোষণ করছিলেন। ফলে সাধারণ সদস্যরা কোনও ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না বলে দাবি প্রণবেশের। সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদেই এই অনাস্থা আনা হয়েছে বলে প্রণবেশের দাবি।

এ বিষয়ে জানতে চন্দ্রমোহন রায়কে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। এদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শান্তি মার্ডি কিসকুর পক্ষে দলের সিংহভাগ সদস্যের সমর্থন রয়েছে এবং আগামীদিনে তিনিই সমিতির নতুন সভাপতি হতে চলেছেন বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিক্ষুব্ধদের তরফে।

রাস্তায় মৃত্যুফাঁদ, প্রায়দিনই উলটে যাচ্ছে টোটো

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : রাস্তার মাঝে বেশ বড় গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাতে বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়েছে যে, গত তিনদিনে সেই গর্তে পড়ে যাত্রী সহ সাতটি টোটো উলটে গিয়েছে। তাতে এক ব্যক্তির পা ভেঙেছে, এক প্রসূতিও চোট পেয়েছেন। শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় থেকে গেট বাজারের দিকে যাওয়ার দেড়শো মিটার দীর্ঘ ওই পথে মাঝেমধ্যেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কীভাবে একের পর এক টোটো উলটে যাচ্ছে, সেই ভিডিও এলাকার একটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাস্তার গর্ত দ্রুত ভরাট করার দাবি উঠেছে।

তিনবাত্তি মোড় থেকে এনজেপি পর্যন্ত রাস্তাটি রেলের অধীনে রয়েছে। রাস্তাটি রেলের তরফে দেখভাল করা হয়। কিন্তু দেড়শো মিটার অংশটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। তবে মাস দুয়েক আগে রেলের তরফে নতুন করে রাস্তাটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। দেড়শো মিটার রাস্তাটি কংক্রিটের ঢালাই করা হচ্ছে। রাস্তার এক পাশে ঢালাই হয়ে গিয়েছে। সে কারণে রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে সব যানবাহন চলাচল করছে। বেহাল রাস্তার ওই লেন দিয়েই এখন বড় বড় ট্রাক চলাচল করায় গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই গর্তের কারণে মাঝেমধ্যেই টোটোগুলি দুর্ঘটনার

টোটো থেকে যাত্রীদের বের করার চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার।

কবলে পড়ছে। বিষয়টি নিয়ে এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'রাস্তাটি কংক্রিটের ঢালাই করতে সময় লাগছে। এর আগে পিচের রাস্তা তৈরি করায় সেটি দুই বছরও টেকেনি। রাস্তাটি যাতে টেকসই হয়, সেই কারণে লোহার রড বিছিয়ে ঢালাই করা হয়েছে। একদিকে ঢালাই হয়েছে, সেটি অন্তত ২৮ দিন রাখতে হবে। তবে যে লেন দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে, সেখানকার গর্তগুলি দ্রুত ভরাট করে দিতে বলব।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত প্রায় ২০ দিন ধরে ঠিকাদারি সংস্থার দেখা নেই। রাস্তায় গর্ত তৈরি হয়ে গেলেও সেখানে সেভাবে রাবিশ না ফেলায় দুর্ঘটনা ঘটছে।

এলাকায় দোকান রয়েছে শুভম গুহ নামে এক ব্যবসায়ীর। শুভম বলেন, 'আজ দুটি টোটো উলটে গিয়েছে। বুধবার তিনটি ও মঙ্গলবার দুটি টোটো উলটেছিল। একটি টোটোতে এক প্রসূতি ছিলেন। তিনি চোট পেয়েছেন। বেলাকোবার বাসিন্দা ওই মহিলার স্বামী রেলে চাকরি করেন। এক ব্যক্তির পা ভেঙেছে। কত দিনে এই রাস্তা তৈরি হবে বুঝে উঠতে পারছি না।'

প্রতিদিন তিনবাত্তি মোড় থেকে বহু যাত্রী টোটোয় চেপে এনজেপি স্টেশনে যান। আবার এনজেপি থেকে এই রাস্তা হয়ে মূল শহরে অনেকে প্রবেশ করেন। স্থানীয়দের আশঙ্কা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনও টোটো ট্রাকের নীচে পড়ে গেলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এলাকার বাসিন্দা শংকর মাহাতোর বক্তব্য, 'প্রায় ২০ দিন ধরে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। আজও দুটি টোটো উলটে গিয়েছে। কাজ তাড়াতাড়ি শেষ না হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।'

যাত্রীর সঙ্গে বচসায় 'শাস্তি' দুই বিমানকর্মীর

বাগডোগরা, ১৮ জুন : বিমান বাতিল হওয়ায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে উড়ান সংস্থার দুই কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এক মহিলা যাত্রী। ঘটনার ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যাত্রীর সঙ্গে বচসার 'শাস্তি' হিসাবে ওই দুই মহিলা কর্মীকে তিনদিনের জন্য কাজ থেকে অব্যাহতি দেয় বিমান সংস্থা।

গত শনিবার দিল্লি-বাগডোগরা রুটের স্পাইস জেটের সিক্স ই-১৫১ উড়ান দিল্লি থেকে বাগডোগরায় আসার নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল ৪টা ১০ মিনিট। কিন্তু বিমানটি রাত সাড়ে ১০টায় পৌঁছায়। রাত ১১টা নাগাদ শেষপর্যন্ত বিমানটি বাতিল করা হয়। এনিয়ে যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে দিল্লির এক যাত্রীর সঙ্গে বিমান সংস্থার দুই মহিলা কর্মীর তুমুল বচসা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিআইএসএফ-এর মহিলা কর্মীরা বিমান সংস্থার ওই দুই কর্মীকে সরিয়ে দেন। পরে ওই যাত্রীদের পরদিন সকালে অন্য বিমানে দিল্লি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিমান সংস্থার এক আধিকারিকের দাবি, 'ঘটনার পর আমরা তিনদিনের জন্য ওই দুই কর্মীকে কাজ থেকে ছুটি দিয়েছিলাম।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ধারাবর্ষণে ভাসছে রাস্তা। বৃহস্পতিবার এয়ারভিউ মোড় ও হাসপাতাল মোড়ে সূত্রধরের তোলা ছবি।

সাংবাদিক নিশীথ প্রয়াত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : প্রয়াত হলেন সাংবাদিক নিশীথ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। এক সপ্তাহ আগেই তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করায় হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে আপার বাগডোগরায় নিজের বাড়িতে ফেরেন। কিন্তু এদিন দুপুরে ফের অসুস্থতা বোধ করেন। রাতের দিকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে কেমোথেরাপি নেওয়ার পরেও তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খবর করতে ছুটেছেন। কিছুদিন তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদেও বাগডোগরার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন।

কিশোরী নিখোঁজ, ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : প্রধাননগর থানা এলাকার এক কিশোরী নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ১৭-র ওই কিশোরী নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে বেশ কয়েকবার ওই তরুণের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল।

পুলিশের অনুমান, ওই নম্বরের মধ্যেই কিশোরীকে খুঁজে বের করার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। প্রতিবেশী ওই তরুণকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

চলতি মাসের ৩ তারিখ রাতে ওই কিশোরী সুযোগ বুঝে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়। এরপর থেকে তার মোবাইল ফোনও সুইচড অফ হয়ে যায়। চলতি মাসের ৪ তারিখ প্রধাননগর থানায় ওই পরিবারের তরফে একটি মিসিং ডায়েরি করা হয়। পরিবার সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, প্রতিবেশী ওই তরুণের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল কিশোরীর। এর পরেই তরুণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। তরুণের ফোনের কল লিস্ট বের করতেই দেখা যায়, নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে ওই তরুণের সঙ্গে কিশোরীর একাধিকবার ফোনে কথা হয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাল দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার গোরুর গাড়ি নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন যুব কংগ্রেসের সদস্যরা। হাসমি চকে শুরু হয়ে মিছিলটি সেবক রোড হয়ে ফের হাসমি চকে এসে শেষ হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করার চেষ্টা করলে বাধা দেয় পুলিশ।

জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি রোহিত তিওয়ারি বলেন, 'দেশজুড়ে গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলে মূল্যবৃদ্ধির জেরে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হচ্ছে। তাছাড়া ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ বিরাট বড় দুর্নীতি হয়েছে। এর প্রতিবাদে আমার লাগাতার আন্দোলন করব।'

টানা বৃষ্টিতে জল থইথই শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন শিলিগুড়ি শহর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে টানা বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। হায়দরপাড়া, হাকিমপাড়া, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি থেকে শুরু করে চম্পাসারির বিস্তীর্ণ এলাকা এবং সুভাষপল্লির কিছু অংশে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। শহরের অধিকাংশ রাস্তাতেই নিকাশিনালা উপচে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে সঠিকভাবে নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ায় এই ভোগান্তি বলে শহরবাসীর অভিযোগ। শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়লেও পুরনিগমের তরফে এদিন কোনও আধিকারিককে রাস্তায় দেখা যায়নি বলেও অভিযোগ। এবার বিধানসভা ভোটের আবহে এমনিতেই শহরে সেই অর্থে প্রাক বর্ষা প্রস্তুতি অর্থাৎ নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ সেভাবে হয়নি। পুরনিগমে যা ডামাডোল শুরু হয়েছে, তাতে বর্ষার আগামী দু'তিন মাস ভোগান্তি আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফোন না ধরায় এবিষয়ে পুরনিগমের কোনও আধিকারিকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিন রাত ৮টা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। নিকাশিনালাগুলি নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় কিছুক্ষণের ভারী বৃষ্টিতেই বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যায়। হায়দরপাড়া বাজার, চম্পাসারি আনন্দময়ী কলোনি, জ্যোতির্ময় কলোনি, প্রধাননগরে রাস্তার ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল বইতে দেখা গিয়েছে। বৃষ্টি বাড়ায় রাতেই আনন্দময়ী

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থাকে দুষছেন শহরবাসী

কলোনিতে অনেকের ঘরে জল ঢুকে পড়েছে। হায়দরপাড়ার শ্রীমা সরণির বাসিন্দা অমিয় সরকার বললেন, 'একটু বৃষ্টি হলেই নর্দমার জল রাস্তায় উঠে যাচ্ছে। পুরনিগম আগে নিয়মিত নিকাশিনালাগুলি সাফাই করত। কিন্তু বিধানসভা ভোটের পর থেকে কোনও কাজ হয়নি। এর ফলে আমাদের ভুগতে হচ্ছে।'

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'তৃণমূলের নেতৃত্বাধীন পুরবোর্ড মানুষকে বিপদে ফেলেছে। ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা দিতে পারেনি এই বোর্ড। নিকাশিনালাগুলিও সাফাই না হওয়ায় সেই নালার জল রাস্তায় এবং মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকছে।'

এদিন রাতে জ্যোতিনগর কলোনিতেও বৃষ্টির জল ঢুকেছে। প্রধাননগরের মেঘনাদ সাহা সরণির রাস্তাও এদিন রাতে জলের তলায় চলে যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুমিত দত্ত বলেছেন, 'বর্ষার শুরুতেই এখানকার এই অবস্থা। আগামীদিনে বৃষ্টি বাড়লে ভয়াবহ অবস্থা হবে।' রাতে বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়ার খেলাঘর মোড়, হায়দরপাড়ায় সংহতি মোড় এলাকায় জল থইথই অবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ছে পুরনিগমের উপরে।'

বৃষ্টির জেরে এদিন ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকনগর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এলাকার একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। হায়দরপাড়া বাজার এলাকায় বৃষ্টির জল জমে যায়। আশ্রমপাড়া এলাকার বিভিন্ন রাস্তা জলের তলায় চলে যায়। সূর্য সেন পার্ক সংলগ্ন এলাকায়ও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ির ১ নম্বর, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় জল জমে গিয়েছে।

শ্লীলতাহানি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক তরুণীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন একটি শপিং মলের সামনে ওই ব্যক্তি এক তরুণীর শ্লীলহাতানির চেষ্টা করে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। আশপাশে থাকা বাসিন্দাদের দাবি, ওই ব্যক্তি নিজেকে আয়কর দপ্তরের আধিকারিক বলে পরিচয় দিচ্ছিল। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

বাজারে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : বৃহস্পতিবার ভোরে নয়াবাজার এলাকায় চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। চুরি করা সামগ্রী ভ্যানে নিয়ে মুখ ঢেকে পগারপার হল চোর। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ঘটনার সঙ্গে একাধিক দুষ্কৃতী জড়িত থাকতে পারে। বিষয়টা নিয়ে শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহেশ আগরওয়াল বলেন, 'এলাকায় প্রায়দিনই চুরির চেষ্টা হচ্ছে। চুরিও হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও কোনও কাজ হচ্ছে না।'

ধৃত কর্মী

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে জিনিসপত্র চুরির অভিযোগে ওই দোকানের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকা থেকে আটক করা হয়। এরপর ব্যাগ পরীক্ষা করলে তা থেকে ওই হার্ডওয়্যার দোকানের বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

ফ্ল্যাটে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি আবাসনের চারতলার একটি বন্ধ ফ্ল্যাটে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনায় ওই ফ্ল্যাটের ভেতরে থাকা সামগ্রী পুরোপুরি পুড়ে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান।

বরো অফিসে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমছে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে। নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশায় বর্ষার শুরুতেই সমস্যায় জর্জরিত এলাকার বাসিন্দারা। আরও ভারী বৃষ্টি হলে কী হবে, তা নিয়েই চিন্তায় বাসিন্দারা। অবিলম্বে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যার সমাধানের দাবিতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ১ নম্বর বরো অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল ভারতীয় জনতা পার্টির ১ এবং ২ নম্বর মণ্ডল কমিটি।

এদিন বিক্ষোভকারীরা বরো অফিস ঘেরাও করে বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন। কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন বরো চেয়ারম্যান। বিজেপি ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বিজয় গুপ্তা রীতিমতো আশ্বাস দেন যে, বরো চেয়ারম্যানের সঙ্গে কোনওরকম অভব্য আচরণ করা হবে না। তারপর তিনি নিজে অফিসের নীচে এসে অফিসঘর পর্যন্ত নিয়ে যান গার্গীকে। তারপর বরো চেয়ারম্যানকে কাছে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে জমা জলের সমস্যার কথা তো বটেই ১, ২, ৩, ৪৫, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডেরও রাস্তা, আবর্জনা, জমা জলের মতো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরব হন। পরবর্তীতে ৭ দিনের মধ্যে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে জমা জল বের করে দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে চলে যান বিজেপি কর্মীরা। বিজয় বলেন, 'বরো চেয়ারম্যান এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন, তার মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আমরা আবার এসে চেয়ারম্যানকে বিক্ষোভ দেখাব।'

কাউন্সিলার দিলীপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশির সমস্যা বহু পুরোনো। আমরা সাড়ে চার বছরে তাও অনেক সমস্যার সমাধান করেছি। হাইওয়ের কাজ শেষ না হওয়ায় ড্রেনের কাজ হচ্ছে না।'

গার্গী চট্টোপাধ্যায় সমস্যার কথা মেনে নিয়ে বলেন, 'এটা অনেক বড় ওয়ার্ড, তাই এখানকার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সময় লাগবে। আপাতত সাতদিনের মধ্যে নর্দমা পরিষ্কার, আবর্জনা সাফাইয়ের মতো বিষয়গুলোর সমাধান করা হবে।'

শহরে আসছে ১০০ বৈদ্যুতিক বাস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকার জন্য ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস বরাদ্দ হয়েছে। এবার সেই বাসগুলির জন্য প্রয়োজনীয় চার্জিং স্টেশন তৈরির প্রস্তুতি শুরু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। নিগম সূত্রে খবর, বাস রাখার জায়গাতেই চার্জিং স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেইমতো প্রাথমিকভাবে মাটিগাড়ায় নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনাল অফিসের ফাঁকা জায়গা এবং তিনবাত্তি মোড়ের বাসস্ট্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের কাছে পাঠানোর প্রস্তুতিও শুরু করেছে নিগম কর্তৃপক্ষ।

নিগমের এক কর্তার কথায়, 'চার্জিং সেন্টার ও বাস রাখার জায়গা চূড়ান্ত করা না গেলে বাস আনা যাবে না। এখনও চার্জিং সেন্টার তৈরির কাজ শুরু হয়নি। তাই শহরে বৈদ্যুতিক বাস আসতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে।'

সূত্রের খবর, বৈদ্যুতিক বাসের চার্জিং পয়েন্টের জন্য ঠিক কতটা

থাকবে কোথায়, এখনও ঠিক হয়নি

জায়গা প্রয়োজন, তা নিয়ে নিগমের কাছে স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে নিজেদের অধীনে থাকা জায়গার মধ্যেই যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। তিনবাত্তি বাসস্ট্যান্ডটি দীর্ঘদিন ধরেই অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। সরকার বদলের পর ওই বাসস্ট্যান্ড তৈরির সময় ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। ওই বাসস্ট্যান্ড নিয়ে যে নিগমের বিশেষ কোনও পরিকল্পনা নেই, তা আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই জায়গাতেই পাকাপাকিভাবে বৈদ্যুতিক বাস রাখার ব্যবস্থা ও চার্জিং স্টেশন গড়ে তুলতে চাইছে নিগম।

নিগমের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁরা মনে করছে তিনবাত্তির ওই পরিসরে অন্তত ৭০টি বাস অনায়াসে রাখা যাবে। বাকি ৩০টি বাস মাটিগাড়ায় ডিভিশনাল অফিসের ফাঁকা জায়গায় রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই দুই জায়গাতেই চার্জিং স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে, নিগমের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে-র সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। নিগম সূত্রে খবর, বৈঠকে ডিভিশনের শেষ স্টপ, ডিপো ও বাসের সংখ্যা, আয়ের উৎস এবং নিগমের অধীনস্থ জমিগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন মন্ত্রী। বিশেষ করে হিমুল ক্যাটেল ফিল্ডের জমির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়েছেন।

আনন্দময়ের কথায়, 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে অনেক সমস্যা রয়েছে। কর্মীদেরও অনেক দাবিদাওয়া আছে। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কর্মীসংকট। বর্তমানে কর্মীর সংখ্যা দশ শতাংশেরও নীচে রয়েছে। আমাদের প্রথম কাজই হবে যত দ্রুত সম্ভব কর্মী নিয়োগ করা, যাতে নিগমে ভালোভাবে কাজ হয়।'

দ্বন্দ্ব নাকি প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল

টোটোচালকদের জোড়া আন্দোলন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : প্রশাসনের ওপর সাঁড়াশি চাপ তৈরির কৌশল, দুই সংগঠনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব!

আগের নিয়মে স্টিকারের রং অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চালানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার অবস্থান বিক্ষোভে বসেন সারা বাংলা টোটোচালক ইউনিয়নের সদস্যরা। এদিন প্রায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এয়ারভিউ মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। অন্যদিকে, বুধবার মহকুমা শাসকের দেখা না পেয়ে এদিন রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের দ্বারস্থ হন নর্থবেঙ্গল টোটো ড্রাইভার অ্যান্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। কিন্তু মন্ত্রী কলকাতায় চলে যাওয়ায় এদিন তাঁর দেখাও পাননি তাঁরা।

এদিকে, দুই সংগঠনের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বের জল্পনা অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন সারা বাংলা টোটোচালক ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা সভাপতি জয় লোধ। তিনি বলেন, 'এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে শহরের সমস্ত টোটোচালককে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামা হবে।' অন্যদিকে, নর্থবেঙ্গল টোটো ড্রাইভার অ্যান্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য উজ্জ্বল সূত্রধরের সাফ কথা, 'মন্ত্রী ফিরলেই আমরা দেখা করে সমস্যার কথা তুলে ধরব।'

এদিকে, টোটো নিয়ে তৈরি হওয়া এই জটিলতা কাটাতে দ্রুত আলোচনায় বসার আশ্বাস দিয়েছেন পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'টোটো চলাচলে কেউ যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেই বিষয়টি অবশ্যই দেখা হবে। টোটোচালকদের দাবিদাওয়া নিয়ে দ্রুত তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

এয়ারভিউ মোড়ে দাবি নিয়ে মুখর টোটোচালকরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

পৃথক পৃথক সংগঠন আন্দোলনে নামায় কোন দিকে যাবেন, তা নিয়ে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছেন সাধারণ টোটোচালকরা। বিশাল দাস নামে এক টোটোচালকের আক্ষেপ, 'কখনও এই সংগঠনের তরফে ডাকা হচ্ছে, কখনও আবার ওই সংগঠন থেকে ডাকা হচ্ছে। গোটা বিষয়টির মধ্যে রাজনীতির রং লাগতে শুরু করায় আদতে কোথায় গিয়ে আমাদের কাজ হবে, সেটাই বুঝতে পারছি না।' চালকদের এই বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে উজ্জ্বলের দাবি, 'টোটোচালকদের সংগঠন হিসেবে শুধুমাত্র আমাদেরই রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। সরকার আমাদের কথা শোনে। আমরাও সরকারের সঙ্গে আলোচনা করি। এখন দেখছি এলাকাভিত্তিতে একাধিক সংগঠন তৈরি হয়ে গিয়েছে, যাদের কোনও রেজিস্ট্রেশনই নেই। ফলে টোটোচালকরা সত্যিই এখন বিভ্রান্ত।'

অন্যদিকে, এদিন প্রচুর টোটোচালক সারা বাংলা টোটোচালক ইউনিয়নের ব্যানারে এসে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি জয়ের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমরা চাই, ট্রাফিক পুলিশ আগে যেমন রুট হিসেবে স্টিকার সিস্টেম করে দিয়েছিল, সেইমতো টোটো চলাচলে ছাড় দেওয়া হোক। যাঁরা স্টিকার পাননি, তাঁদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি। প্রশাসন এ ব্যাপারে দ্রুত হস্তক্ষেপ না করলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে। শহরের সমস্ত টোটোচালক পথে নামবেন।'

টেট নিয়ে কোর্টের রায় সংশোধন দাবি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : টেট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সংশোধনীর লক্ষ্যে এবার প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (এবিআরএসএম) শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা কমিটি। সংগঠনটি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠায় শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের মাধ্যমে।

এবিআরএসএমের জেলা সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, '২০১০ সালের আগে টেটের নিয়ম ছিল না। বহু বছর ধরে কর্মরত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ওপর হঠাৎ করে টেট চাপিয়ে দেওয়া অন্যায্য। এতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে এতে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং অর্ডিন্যান্স এনে ও পরবর্তীতে আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।'

তিনি জানান, ২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর তাঁরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং এনসিটিই'র চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন।

নতুন কমিটি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ভেনাস মোড় সিটি অটো ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের মালিক ও ড্রাইভার-কাম-মালিক এবং সিটি অটো (ম্যাক্সিক্যাব) চালকদের দুটি আলাদা নতুন কমিটি গঠন করা হল। মালিক ও ড্রাইভার-কাম-মালিকদের কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে রামকৃষ্ণ কুণ্ডু ও সভাপতি হিসেবে কাঞ্চন রায় নির্বাচিত হয়েছেন। এদিকে, চালকদের কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে প্রদীপ সাহা ও সভাপতি হিসেবে অসীম মণ্ডল নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সভার মাধ্যমে দুই বছরের জন্য নতুন কমিটি নির্বাচিত করা হয়েছে।

ছদ্মবেশি গ্যাংয়ের মোকাবিলায় নজরদারি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে শহরে ছদ্মবেশী গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য চলছে। এর মধ্যে নতুন করে আবাসনকে টার্গেট করে ফাঁকা ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনায় একাধিক প্রশ্নে বিদ্ধ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে ছদ্মবেশী গ্যাংয়ের সদস্যদের পাকড়াওয়ের ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি ফ্ল্যাট, বাড়িগুলোতে যাতে চুরির ঘটনা কমানো যায়, তার জন্য আরও বেশি করে টহলদারির নির্দেশ দিলেন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আওতায় থাকা সমস্ত থানা ও ফাঁড়ির কর্তাদের নিয়ে ক্রাইম কনফারেন্স করেন মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তারা। সেখানেই এব্যাপারে আলোচনা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতিটি থানাকেই নিজস্ব এলাকায় টহলদারির পাশাপাশি নজরদারি আরও জোরদার করতে বলা হয়েছে। অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়িতে চুরির দৌরাত্ম্য বন্ধে মাদকবিরোধী আলোচনা সভাগুলোতে সাধারণ মানুষকে এব্যাপারেও সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি থানা এলাকাতেই থাকা ক্যাফে ও বেসরকারি ট্যুরের কোনও অফিস থাকলে সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাধীদের পাকড়াওয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের তথ্য কাজে লাগতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

গত বছর একের পর এক সোনার দোকানে হাতসাফাই, ডাকাতি থেকে শুরু করে এটিএম লুটের ঘটনায় পুলিশের নজরদারিতে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল, দুষ্কৃতীরা রেকি করেই যাবতীয় অপারেশন সফল করে চলে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে আসা পুলিশের নজরদারির এই খামতি দূর করার জন্য পরবর্তীতে আরও বেশি করে টহলদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সময় পরিবর্তন হলেও টহলদারির খামতি যে রয়েই গিয়েছে সেটা ছদ্মবেশী গ্যাংয়ের একের পর এক অপারেশনই বুঝিয়ে দিচ্ছে। তবে এবারে পুজোর আগেই যত দ্রুত সম্ভব এই গ্যাং সদস্যরা পাকড়াও হয়, সেব্যাপারে প্রতিটি থানাকেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের বিলাসে বিদ্রোহ

কলকাতা, ১৮ জুন : দলের অন্দরে যখন ভাঙনের আগুন, ঠিক তখনই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং চার্টার্ড ফ্লাইটের আকাশছোঁয়া খরচ নিয়ে খোদ দলেরই অন্দরমহলে নজিরবিহীন বিদ্রোহ শুরু হল। লোকসভা ভোটে দেশজুড়ে দলের প্রচার এবং চিকিৎসাজনিত কারণে অভিষেকের ঘনঘন চার্টার্ড বিমান ব্যবহারের খরচ কোথা থেকে মেটানো হয়েছে, তা নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিক্ষুব্ধ শিবির এখন সরাসরি প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে অভিষেকের বিভিন্ন বিদেশি সফর এবং দিল্লির বিশেষ ফ্লাইটের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। দলের একাংশের অভিযোগ, এই রাজকীয় বিলাসিতার পেছনে সাধারণ কর্মীদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে তৈরি দলীয় তহবিল এবং বিভিন্ন বিতর্কিত 'উৎস' থেকে আসা টাকা দেদার ওড়ানো হয়েছে।

যেখানে বহু জেলা স্তরের নেতা-কর্মীরা আর্থিক অনটনে ভুগছেন, সেখানে শীর্ষ নেতৃত্বের এহেন 'প্রিন্স লাইফস্টাইল' নিয়ে ক্ষোভ আগে থেকেই জমছিল। এবার ক্ষমতার হাতবদলের আবহ তৈরি হতেই সেই সুপ্ত ক্ষোভ একেবারে আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল। বিক্ষুব্ধ শিবিরের সাফ কথা, এই কোটি কোটি টাকার

পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিও ইতিমধ্যেই এই চার্টার্ড বিমান সংস্থাগুলির বুকিং ডিটেলস এবং পেমেন্ট সোর্স খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। আগামীদিনে যা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের অস্বস্তি যে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাঘ তো আসবে, দেখবে কে

সমস্ত বাধা কাটিয়ে আগামী ২৯ জুলাই 'গ্লোবাল টাইগার ডে'-তে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে আসতে পারে বাঘ। তবে বাঘ এলে তাদের পরিচর্যা কে করবে সেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ বক্সায় বড় সমস্যা কর্মীসংকট।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুন : দপ্তর বণ্টনের পরই বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ জানিয়েছেন, বক্সাবনে বাঘ আসবেই। দ্রুত সমস্ত বাধা কাটিয়ে আগামী ২৯ জুলাই 'গ্লোবাল টাইগার ডে'-তে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘ আসতে পারে। ওইদিন বক্সায় যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব থাকবেন সেটাও প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তবে বন দপ্তরের এই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কর্মীসংকট। কর্মীসংকটে ধুঁকছে বক্সা। জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হলে আরও বেশি কর্মী প্রয়োজন বলেই মত বনকর্তাদের।

নয়াদিল্লিতে জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের টেকনিকাল কমিটির জরুরি বৈঠকে বক্সার সামগ্রিক প্রস্তুতি নিয়ে একাধিক খামতির কথা উঠেছে। কর্মীসংকট একটা বড় সমস্যা। বিহারের বাল্মীকি বা অসমের কাজিরাঙ্গা-মানস জঙ্গল থেকে এই ভরা বর্ষার মরশুমে বাঘ ট্র্যাপ করা এবং সেগুলিকে সুরক্ষিতভাবে উত্তরবঙ্গে নিয়ে আসা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে সব সমস্যা কাটিয়ে কতটা কাজ করা যায়, সেটাই দেখার। বনমন্ত্রী অবশ্য আশাবাদী। তাঁর কথায়, '২৯ জুলাই বক্সার জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে বলে আলোচনা চলছে। সমস্যা কী কী রয়েছে সেটাও দেখা হচ্ছে। সেগুলো মেটানো যাবে বলেই আশাবাদী।'

কর্মীসংকটে ধুঁকছে বক্সা

বক্সার এক বনকর্তাও একই কথা বললেন, 'বাঘ আনার ও জঙ্গলে ছাড়ার গাইডলাইন রয়েছে। সেগুলো মানতে গেলে যে যে সমস্যা হবে, সেটার তালিকা তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে।'

তবে মন্ত্রী বা বনকর্তারা আশার কথা শোনালেও কাজটা কিন্তু সহজ নয়। ২০২৪ সালের খতিয়ান অনুযায়ী, যেখানে ৪৮১ জন ফ্রন্টলাইন কর্মী থাকার কথা, সেখানে কাজ করছেন মাত্র ২১২ জন। এই বিপুল শূন্যপদ নিয়ে বাঘের নিরাপত্তা দেওয়া কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই সমস্যা সমাধানে একটি রূপরেখা ঠিক করছে বন দপ্তর। তিন মাসের জন্য বন দপ্তরের অন্য ডিভিশন থেকে কর্মীদের আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আর ওই সময়ের মধ্যে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলবে। বন দপ্তরে কাজের দিকে নজর রয়েছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ)। দপ্তরের বিভিন্ন সমস্যা মেটানোর সঙ্গে জঙ্গলের কোর এলাকা থেকে মানুষের বসতি সরানোর কাজও খতিয়ে দেখেছে এনটিসিএ।

রোনাল্ডো-সূর্য অস্তমিত

প্রথম পাতার পর

তাঁকে নিয়ে অবলীলায় তিনি বলে দিলেন, 'সত্যি বলতে, ওকে আটকানোর জন্য আমাদের আলাদা কোনও ছক ছিল না। আমরা জানি রোনাল্ডোর বয়স হয়েছে।' একজন অদম্য যোদ্ধার জীবনে এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে, যখন শত্রু তাঁকে ভয় পেতে ভুলে যায়!

বিশাল এক বট গাছের নীচে যেমন অন্য কোনও চারাগাছ আলো পায় না, রোনাল্ডোর এই বিশালত্বও এখন পর্তুগাল দলের কাছে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ তৈরি করেছে। গায়েল ক্লিচি খুব সুন্দর একটা মনস্তাত্ত্বিক দিকের কথা বলছিলেন। তাঁর মতে, সিআরসেভেনের এই বিশাল ছায়ার নীচে ফ্রান্সিসকো কনসেইকাওয়ের মতো তরুণরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে ভয় পাচ্ছেন। নিজে ফাঁকায় থেকেও তাঁরা বারবার রোনাল্ডোকেই বল বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। যেন এক অদৃশ্য বাধ্যবাধকতা! তার ওপর ওই স্বার্থপরতার বিতর্ক। বক্সের ভেতর ফাঁকায় দাঁড়ানো ব্রুনো ফার্নান্ডেজের গোল করার রাস্তা আটকে তিনি নিজেই যখন শট নিতে গেলেন, ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি আর চুপ থাকতে পারলেন না। টিভিতে বসেই তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'দলের গোল করা প্রয়োজন, তোমার নিজের নয়।'

কোচ রবার্তো মার্টিনেজও যেন এই মহাতারকার আভার সামনে বড় বেশি অসহায়। ক্রিস সাটনের মতো ধারাভাষ্যকাররা সরাসরি বলছেন, কোচ আসলে তাঁকে তুলে নিতে ভয় পাচ্ছেন। মার্টিনেজ অবশ্য অতীত গৌরবের দোহাই দিয়ে বিশ্বের সেরা গোলদাতাকে মাঠে রাখার সাফাই গেয়েছেন। কিন্তু সেই 'সেরা' তো এখন শুধুই স্মৃতির পাতায়। নীচে নেমে দলের বিল্ড-আপে সাহায্য করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে, কোনওটাই তাঁর আর অবশিষ্ট নেই।

হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'-র সেই বৃদ্ধ স্যান্টিয়াগোর মতো রোনাল্ডো হয়তো আজও মাঝদরিয়ায় একা লড়াই করছেন তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার আশায়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম বড় অমোঘ। হিউস্টনের বদ্ধ স্টেডিয়াম বুঝিয়ে দিল, বেলা যে পড়ে এসেছে। বিদায়ের বাঁশিটা হয়তো পকেটে নিয়েই ঘুরছেন রেফারি, শুধু বাজানোর অপেক্ষা।

আজই ইস্তফা গৌতমের?

প্রথম পাতার পর

মেয়রের সঙ্গে বৈঠকের পর মেয়র পারিষদ সহ একাধিক কাউন্সিলার একজোট হয়ে পুরনিগমে একপ্রস্থ আলোচনাও সারেন। সেই আলোচনায় বিভিন্ন পুরসভার বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল। মেয়র যে ইস্তফা দিতে চলেছেন তা তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভোটের ফল প্রকাশের পরপরই গৌতম দেব নিজের বাড়িতে ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেসময় থেকেই এই জল্পনার সূত্রপাত হয়। এরপর থেকেই এনিয়ে পুরনিগমের অন্দরমহলে জোর চর্চা চলেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এদিন এক মেয়র পারিষদ বলেন, 'বর্তমান সময়ে পরিস্থিতি খুব একটা স্বাভাবিক নয়। মেয়রের মনের স্থিতিও খুব একটা স্বাভাবিক মনে হল না।'

উত্তরের এক সাংসদ তাঁকে সর্বতোভাবে কাজে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে মেয়র সম্প্রতি জানিয়েছিলেন। তবে সেই সাংসদের আশ্বাস যে খুব একটা কাজে লাগেনি তা এদিনের ঘটনাতেই স্পষ্ট বলে পুরনিগমের একাংশ মনে করছে। শুক্রবার কী হয় এখন সেদিকেই সবার নজর।

ফাঁকা বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ১৮ জুন : চোপড়া থানার ভোজপুরানিগছ এলাকায় বুধবার রাতে একটি ফাঁকা বাড়িতে চুরি হয়। বাড়ির মালিক রাতে মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র লন্ডভন্ড। অভিযোগ, আলমারির লকার থেকে সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উচ্ছেদ অভিযান

কিশনগঞ্জ, ১৮ জুন : কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ থানার লোহাগাড়াহাট ও জাতীয় সড়কের পাশের এলাকায় মহকুমা শাসক অনিকেত কুমারের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, সরকারি জমি দখলের জেরে জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট ও বিবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এদিন বুলডোজার দিয়ে দখলকারীদের উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ অভিযানে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু, অবরোধ

কিশনগঞ্জ, ১৮ জুন : কিশনগঞ্জ জেলার কোচাধামন থানার ৩২৭ই জাতীয় সড়কের শীতলনগর চকে বৃহস্পতিবার ভোরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম যুবরাজ মারান্দির (৪৫)। তিনি শীতলনগরের বাসিন্দা। তবে ঠিক কোন গাড়ি যুবরাজকে ধাক্কা মারে তা জানা যায়নি। ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা প্রায় ঘণ্টাখানেক জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

তালা তৃণমূলের শেষ গোপন আস্তানাতেও

কলকাতা, ১৮ জুন : কলকাতা ইস্টার্ন বাইপাসের একটি নামী ধাবার ঠিক পেছনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়ে ওঠা তৃণমূলের অত্যন্ত গোপনীয় এবং অস্থায়ী 'ওয়ার রুম' বা পার্টি অফিসটি রাতারাতি খালি করে দিতে হল। জমির মালিক মনতোষ সাহার পাঠানো আইনি নোটিশের জেরেই ঘাসফুল শিবির নাটকীয়ভাবে এই ডেরা গুটাল। গত কয়েক মাস ধরে তৃণমূলের শীর্ষ স্তরের একাংশ এবং রণকৌশল নির্ধারকরা দলের সমস্ত গোপন বৈঠক এবং প্রেস রিলিজের খসড়া তৈরি করার কাজ এই ধাবার পিছনের আস্তানা থেকেই চালাচ্ছিলেন বলে খবর।

ভোটের ফলপ্রকাশের পর যখন মূল সদর কার্যালয়গুলি একে একে হাতছাড়া বা বন্ধ হতে শুরু করে, তখন এই অস্থায়ী আস্তানাই ছিল দলের অন্যতম প্রধান ভরসাকেন্দ্র। কিন্তু জমির মালিকের স্পষ্ট দাবি, নির্দিষ্ট চুক্তিভঙ্গ এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া ভাড়া না মেটানোর কারণেই তিনি আইনি নোটিশ পাঠাতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কোনওরকম ঝামেলায় না জড়িয়ে তড়িঘড়ি নিজেদের সমস্ত নথিপত্র, ল্যাপটপ এবং আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে কর্মীরা অফিসটি পুরোপুরি ফাঁকা করে দেন।

একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দল, যাদের ইশারায় গোটা রাজ্যের জমি-বাড়ি ও সিন্ডিকেটরাজ চলত, আজ তাদেরই একটা অস্থায়ী অফিস ধরে রাখতে না পেরে এভাবে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হচ্ছে— এই দৃশ্য বঙ্গ রাজনীতির দ্রুত বদলে যাওয়া সমীকরণের এক অত্যন্ত প্রতীকী এবং বাস্তব চিত্র।

উদয়নকে লক্ষ্য

প্রথম পাতার পর

বলয়ে তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। তিনি যখন আদালতের ভেতরে ছিলেন তখন বাইরে সাধারণ মানুষ এবং বিজেপি কর্মীরা তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

আশ্চর্যজনকভাবে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহর হয়ে দিনহাটার কোনও আইনজীবী আদালতে দাঁড়াননি। কোচবিহারের আইনজীবী অশোক দাস তাঁর হয়ে সওয়াল করেন। যদিও এদিন তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন জানান, মূলত সরকারি আবাস যোজনা প্রকল্পে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগেই উদয়ন গুহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৪০৬, ৪০৯ এবং ৪২০ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি মানি লন্ডারিং, একটি প্রতারণা এবং অন্যটি সরকারি পদে থেকে সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। পাশাপাশি পুলিশের তরফে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে নথিপত্র জালিয়াতির অভিযোগ যুক্ত করার আবেদনও বিচারকের কাছে করা হয়। বিএনএস ৬৬১/২৪ ধারায় বিচারকের কাছে এই আবেদন জানানো হয়েছে। তবে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের পিকু নিয়ে এখানে কোনও অভিযোগ যুক্ত করা হয়নি বলে তিনি জানান। শুনানি শেষে বিচারক উদয়নকে ছয়দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আদালত থেকে বের করার সময় উদয়নকে হেলমেট পরানো হয়। যদিও শেষপর্যন্ত রক্ষা হয়নি। তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম উড়ে আসে। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় এদিন তাঁকে ফের দিনহাটা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় ঢোকার পরেও গেটের বাইরে সাধারণ মানুষ সহ বিজেপি কর্মীরা ক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং পরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

দিনহাটা শহরের বাসিন্দা গোপাল সাহা গত ১১ জুন দিনহাটা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে তিনি জানান। হাউজিং ফর অল প্রকল্পে তাঁর কাছ থেকে জোর করে অতিরিক্ত ৪৩ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে গোপালের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে দিনহাটা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। দিনহাটা শহরের বহু মানুষের কাছ থেকে এভাবেই টাকা নেওয়া হয়েছে বলে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই পুলিশের একটি বিশেষ দল কলকাতায় পৌঁছায়। ফুলবাগান থানার সহযোগিতায় পুলিশ উদয়নকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করে এবং দিনহাটায় নিয়ে আসে। অভিযোগের তালিকায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডের মামলা যুক্ত করার প্রসঙ্গে পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'তদন্ত চলছে।'

এদিকে, উদয়ন গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই অভিযোগকারী গোপালকে নিয়ে সবাই প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। গোপাল অবশ্য নির্বিকার, 'আবাস যোজনার ঘর বাবদ আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত ৪৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ করলে টাকা ফেরত পাব বলে জানতে পারার পর অভিযোগ করি। এর বেশি কিছু জানি না।' গোপাল দিনহাটা চওড়াহাট বাজারে সামান্য ফুল বিক্রি করে সংসার চালান। আবাস যোজনার টাকা ফেরত পেলে তাঁর অনেকটাই উপকার হবে বলে গোপাল জানিয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পর বুধবার পুলিশ তাঁর দোকানে যায়। সেখান থেকেই তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সেখানে সবকিছু জানিয়ে সই করে বাড়ি ফেরেন। উদয়নের গ্রেপ্তারির বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই বলে গোপাল জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমার মতো যাঁরা অতিরিক্ত টাকা দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই যেন নিজেদের টাকা ফেরত পান। প্রশাসন যাতে সেই দিকটা নিশ্চিত করে আমি সেই আবেদনই জানিয়েছি।'

ক্লাউড কিচেন

প্রথম পাতার পর

আমিষ থালিতেও লোভনীয় সব অপশন। ১৯৯ থেকে ১৩৯৯ টাকা পর্যন্ত দামের থালি, কেবল অর্ডার দেওয়ার অপেক্ষা। প্রধাননগরের অনামিকা দাসের ক্লাউড কিচেনে টার্গেট ছিল ৭০ জনের অর্ডার নেওয়া। তার মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে ৪০টি অর্ডার পেয়ে গিয়েছেন তিনি।

সূর্যনগর কলোনিতে সোমা দাসের ক্লাউড কিচেনেও দারুণ ব্যস্ততা। সেখানেও নিরামিষ এবং আমিষ দুই ধরনের থালির ব্যবস্থাই রয়েছে। পাশাপাশি জামাইয়ের জন্য সকালের জলখাবারের অর্ডারও পেয়েছেন বেশ কিছু। জামাই যদি সকাল সকাল শ্বশুরবাড়ি চলে আসেন, তাহলে তাঁর সকালের খিদে মেটাতে হবে তো। শাশুড়িকে সেই ঝঞ্ঝাট থেকেও মুক্তি দিতে সোমার ব্রেকফাস্ট থালিতে রয়েছে লুচি, আলুর দম, পাঁচটা ফল, পাঁচ রকম মিষ্টি ও পায়েস। আবার দুপুরের থালি চাইলে কেউ নিজের মতো করে সাজিয়েও নিতে পারেন। কারও হয়তো এই থালির অমুক আইটেম পছন্দ হল, তো অন্য থালির তমুক আইটেম। তাঁরা যাতে মিলিয়ে মিশিয়ে নিতে পারেন, সেই উপায়ও রেখেছে ক্লাউড কিচেনগুলো। রীতা সাহা তাঁর ক্লাউড কিচেনে নিরামিষ থালি, ফিশ থালি, চিকেন থালি এবং মাটন থালি রেখেছেন। বলছিলেন, 'সবাই আসলে কাস্টমাইজড করেই নিতে চায়। তাই যে যেভাবে অর্ডার দেবে, তার খাবার তেমনভাবেই জামাইষষ্ঠীর দুপুরে বাড়িতে পৌঁছে যাবে।' কেউ কেউ আবার ক্রেতাকে খুশি করতে বিনামূল্যে মিষ্টি সাজিয়ে দেবেন থালিতে।

শিলিগুড়ি শহরে রেস্তোরাঁর সংখ্যা তো কম নয়। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রেস্তোরাঁতেও তো স্পেশাল থালির বাহার রয়েছে। তাহলে ক্লাউড কিচেন নিয়ে এত মাতামাতি কেন? বুঝিয়ে দিলেন দেশবন্ধুপাড়ার ষাটোর্ধ্ব চিত্রা সরকার। বাড়িতে একাই থাকেন। এই বয়সে এত রান্না করতে গেলে উলটে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। দুই মেয়ে বাড়িতে আসবে জামাইষষ্ঠীর দিনে। ওদেরকে বলেই ক্লাউড কিচেনে যোগাযোগ করে অর্ডার দিয়ে রেখেছেন। বলছিলেন, 'ওদের হয়তো রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়া যেত। তবে ক্লাউড কিচেনের খাবারে বাড়ির রান্নার ছোঁয়া থাকে। তাই সেখানেই অর্ডার দিলাম। দিব্যি বাড়িতে বসেই আরাম করে খাওয়াদাওয়া সারা যাবে।' তবে মেয়ে-জামাইরা এলে ঘরে ম্যাঙ্গো শেক তৈরির কথা বলে রেখেছেন পরিচারিকাকে। দোকান থেকে ভালো মিষ্টিটাও আনাবেন। জামাই আপ্যায়নে ওটাই তাঁর নিজস্ব 'টাচ'।

দেশবন্ধুপাড়ার আরও এক শাশুড়ি এশা মিত্রর কথায়, 'এখন সবাই কাজের চাপে এত ব্যস্ত থাকে যে সবাইকে একসঙ্গে কাছে পাওয়া মুশকিল। তাই একটা দিন যখন সবাইকে সঙ্গে পাচ্ছি তখন নাহয় গল্প-আড্ডা দিয়ে সময় কাটাব। সেদিনের অর্ডারটা তাই ক্লাউড কিচেনেই দেওয়া। পরের দিনটা রবিবার। সেদিন বরং রান্না করে খাওয়াব।'

ধাক্কা মমতা শিবিরে

প্রথম পাতার পর

বিধায়কদের সমর্থনের সংখ্যা বাড়ছে। যাঁরা আমাদের সমর্থন করছেন, তাঁদের চিঠি আমরা অধ্যক্ষকে দিচ্ছি।'

ব্যাংকে চিঠি দেওয়ার পর সন্দেহ তৈরি হয় যে, অরূপ বিশ্বাসও হয়তো আর মমতাপন্থী নন। ব্যাংককে তিনি জানিয়েছেন, কাজের সুবিধার জন্য তিনি অনেক সময় চেকে আগাম সই করে রাখতেন। চিঠিতে অরূপ লিখেছেন, 'সাম্প্রতিক বিবাদের প্রেক্ষিতে আমার আশঙ্কা হল, নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে- এমন লোকেরা আগাম সই করা চেক অপব্যবহার করতে পারেন, ব্যাংক তেকে টাকা তুলে নিতে পারেন।'

অরূপের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত। তাঁর কথায়, 'তৃণমূলের তহবিল বন্ধের আর্জিকে সমর্থন জানাই। দলীয় তহবিলে যে কাটমানি ও চুরির টাকা ঢোকেনি, তার কী নিশ্চয়তা রয়েছে? অরূপ বিশ্বাসের চিঠির সারবত্তা রয়েছে।' তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ অবশ্য দাবি করেন, অরূপ এখন আর দলের কোষাধ্যক্ষ নন। কিন্তু ব্যাংক যদি অরূপের চিঠি মেনে পদক্ষেপ করে, তাহলে তৃণমূলের প্রায় ৫৩৪ কোটি টাকার লেনদেন ফ্রিজ হয়ে যাবে।

এই নিয়ে বিতর্কের মধ্যে তৃণমূল নেত্রীর পছন্দসই নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করে নিষ্ফল হয়েছেন তাঁর অনুগত ৬ বিধায়ক। ওই দলে কুণাল ছাড়াও ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, অশোক দেব, রুকবানুর রহমান ও আবদুর রহিম বক্সী। বুধবার রাত থেকে তৃণমূল প্রচার করছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে সব নিরাপত্তারক্ষী তুলে নিয়েছে বিজেপি সরকার।

কিন্তু বৃহস্পতিবার মমতাপন্থী বিধায়কদের বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'নিরাপত্তা কমানোর কথা ঠিক নয়। উনি যেমন জেড প্লাস নিরাপত্তা পেতেন, তাই পাচ্ছেন। একজন নিরাপত্তারক্ষীও কমানো হয়নি।' তবে তাঁর স্পষ্ট কথা, 'সরকারি ব্যবস্থায় নিজের পছন্দের লোক পাওয়া যায় না।' মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি, 'প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরাও স্থায়ী নন। আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিকরাও (পিএসও) স্থায়ী নন।'

মমতাপন্থী শিবিরে অরূপ বেসুরো হওয়ার ইঙ্গিতের দিন আরেক ধাক্কা বিধানসভায় ঋতব্রত শিবিরের আসনে ফিরহাদ হাকিমের বসা। তিনি কট্টর মমতা-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। ঋতব্রত ও সন্দীপন সাহার সঙ্গে ফিরহাদ বিরোধী বেঞ্চের প্রথম সারিতেই বসেছিলেন। অন্যদিকে, এনসিপিআই-এ যোগদানকারী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী নয়নাকে মমতা শিবিরের আসনে দেখা গিয়েছে।

ঋতব্রত জানান, তাঁদের সঙ্গী তিনজন বিধায়ক শুধু অনুপস্থিত। মমতা শিবিরে ছিলেন ১৪ জন। কুণাল ঘোষের দাবি, 'চিরাচরিতভাবে বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী দলনেতার জন্য বরাদ্দ আসনটি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়েছিল। অনৈতিকভাবে যাঁরা দলকে পেছন থেকে ছুরি মারেন, তাঁদের আমরা কোনও অবস্থাতেই নেতা হিসেবে মানি না।'

এখন তাঁর বড় শত্রু

প্রথম পাতার পর

দিনহাটা থানার লকআপের দৃশ্য তারই এক জ্বলন্ত এবং বাস্তব প্রমাণ।

একসময় গোটা দিনহাটায় উদয়নের কথাই ছিল শেষ কথা। সংবিধান বা আইন নয়, দিনহাটা চলত তাঁর ব্যক্তিগত মর্জিতেই। প্রশাসন, পুলিশ, কার্যত সবই ছিল তাঁর পকেটে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে তিনি আদতে একনায়কতন্ত্রের এক অন্ধকার রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পেতেন না। যদি কোনও সাধারণ মানুষ বা বিরোধী দলের কর্মী তাঁর বা তাঁর দলের সামান্যতম বিরোধিতা করতেন, তবে তাঁর ওপর নেমে আসত অকথ্য এবং পৈশাচিক অত্যাচারের খাঁড়া। বিরোধীদের বাড়িঘর গুন্ডা লাগিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, সাধারণ মানুষের রুটিরুজির ওপর সরাসরি আঘাত হেনে জোর করে দিনের পর দিন ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক রাজনৈতিক কৌশল। মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে বিরোধীদের জীবন নষ্ট করে দেওয়া তো তাঁর কাছে জলভাতের মতো বিষয় ছিল।

প্রতিবাদীদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে জয়দীপ ঘোষের মতো বাহুবলীদের লেলিয়ে দিয়ে তিনি গোটা অঞ্চলে আক্ষরিক অর্থেই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তেমন ভূরিভূরি অভিযোগ আছে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাসের বাড়িতে ঢুকে জয়দীপ বাহিনীর তাণ্ডবের কথা আজও ভোলেনি দিনহাটা। বিরোধী দল করার অপরাধে হাসপাতাল মোড়ে সিপিএম কর্মী পবিত্র দাসের দোকান তালা মেরে বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা গুনে শেষ করা যাবে না। দিনহাটাকে উদয়ন নিজের জমিদারি বলে মনে করতেন, যেখানে সাধারণ মানুষের একমাত্র কাজ ছিল মাথানত করে তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে নেওয়া। শোষক আর শাসকের মধ্যে যে সীমারেখা থাকে, নিজের অন্ধ ক্ষমতার দম্ভে তিনি তা অনেক আগেই মুছে ফেলেছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক ভাষা, শব্দচয়ন এবং দৈনন্দিন আচরণ কোনওদিনই সুস্থ বা সভ্য গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিচায়ক ছিল না। বিরোধীদের প্রতি তাঁর অশালীন কুকথা এবং লাগামহীন হুমকি বারবার সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। ক্ষমতার দম্ভ তাঁকে এতটাই অন্ধ ও বেপরোয়া করে তুলেছিল যে, তিনি প্রকাশ্য জনসভা থেকে সাধারণ মানুষকে চরম হুমকি দিতেও এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মানুষ ভুলতে পারেনি তাঁর সেইসব কুখ্যাত মন্তব্যের কথা। প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি হুমকি দিয়েছিলেন, সরকারি সুযোগসুবিধা নিয়ে যদি কেউ তাঁর দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বা অন্য দলকে ভোট দেয়, তবে তাদের শায়েস্তা করতে তিনি 'দুয়ারে প্রহার' প্রকল্প চালু করবেন। এই ভয়াবহ ও অগণতান্ত্রিক হুমকি প্রমাণ করেছিল সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর কতখানি অবজ্ঞা ছিল। বিরোধী দলের নেতাদের প্রকাশ্যে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়াটা রুটিনে পরিণত করেছিলেন উদয়ন। বিধানসভার ভেতরে নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীর ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার কথা বলতেও পিছপা হননি। একসময়ের রাজনৈতিক সহকর্মী প্রবীণ প্রাক্তন বিধায়ক অক্ষয় ঠাকুরকে কান ধরে ওঠবস করাতে চেয়েছিলেন। গত দশ বছরে এগুলিই হয়ে উঠেছিল উদয়ন গুহর রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, এই ক্ষমতা চিরস্থায়ী। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, পুলিশ ও প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় রেখে তিনি চিরকাল সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবেন।

ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, অত্যাচারী শাসকের সিংহাসন যতই মজবুত হোক না কেন, তা একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তেই বাধ্য। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর উদয়নের দম্ভের প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের দিন রাতেই চুপিসারে পৈতৃক ভিটে ছেড়ে পরিবার নিয়ে পালিয়ে যান তিনি। তবে আইনের দীর্ঘ হাত থেকে শেষ পর্যন্ত কেউই যে পালাতে পারে না সেটা হয়তো বুঝতে পারেননি প্রাক্তন মন্ত্রী। যে জয়দীপকে দিয়ে তিনি একসময় বিরোধীদের ওপর রোলার চালাতেন, আজ সেই সঙ্গী সহ তিনি নিজেই পুলিশের লকআপে বন্দি। আজ আর তাঁর চোখের ইশারায় থানার ওসি ওঠবস করেন না। আজ আর তাঁর হুমকি শুনে কেউ ভয়ে কাঁপেন না। আজ তিনি কেবলই একজন আসামি, যাকে নিজের কৃতকর্মের কড়ায়গণ্ডায় হিসাব দিতে হচ্ছে।

দিনহাটা থানার লকআপের ভাইরাল ছবিটি শুধু উদয়নের ব্যক্তিগত পতন নয়, এটি সমস্ত স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসকের জন্য এক কড়া বার্তা। ক্ষমতা মানুষের সেবার জন্য দেওয়া হয়, তাকে হাতিয়ার করে নিজের অহংকার চরিতার্থ করা বা মানুষের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য নয়। যখন কোনও শাসক নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করতে শুরু করেন, যখন তিনি সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিজের বুটের তলায় পিষে মারতে চান, তখন কালের বিচার বড় নির্মম ও চরম হয়। আজ লকআপের মেঝেতে শুয়ে থাকা উদয়ন হয়তো নিজের অতীত দিনগুলোর কথা ভাবছেন। হয়তো তিনি আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পারছেন, যে দম্ভ, পেশিশক্তি আর অহংকারকে তিনি চিরকাল নিজের সবচেয়ে বড় ঢাল বানিয়েছিলেন, আজ সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দম্ভের পতন হয়তো এভাবেই ঘটে, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, কিন্তু চরম এবং অবিস্মরণীয় অপমানের মধ্য দিয়ে।

নয়া সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছে আমেরিকা

প্রথম পাতার পর

মারিও বলছিলেন, 'বাড়ির লোক বলেছিল এই বয়সে এত ধকল নিও না। কিন্তু স্পেনকে শেষবারের মতো বিশ্বমঞ্চে দেখার এই সুযোগ হাতছাড়া করলে মরেও শান্তি পাব না।' তাঁরা বছরের পর বছর খাওয়াদাওয়া কমিয়ে, বিলাসিতা বর্জন করে, ধারদেনা করে হলেও প্রিয় দলের সঙ্গে ঘোরে। এই যে নিঃশর্ত, প্রায় আত্মঘাতী আবেগ, তা ক্রিকেট দুনিয়ায় চট করে চোখে পড়ে না। ক্রিকেটের উন্মাদনা অনেক বেশি উৎসবকেন্দ্রিক, কিন্তু ফুটবলের এই তাগিদ যেন প্রায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

তবে আমেরিকার মাটিতে এবার একটা অন্য খেলাও চলছে ভেতর-ভেতর। ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার কুখ্যাত ফুটবল গুন্ডারা, যাদের 'হুলিগান' বা 'আল্ট্রাস' নামে চেনে দুনিয়া, তারা এবার বেশ শান্ত। তাদের দাপটে ইউরোপের মাঠগুলো কাঁপে, কিন্তু এই মার্কিন মুলুকে পা দিয়ে তারা এখনও ভিজে বেড়াল। আটলান্টা অলিম্পিক পার্কের কাছে এক জমজমাট পাবে বসে এক ব্রিটিশ সমর্থক হুলিগানিজম নিয়ে ফিসফিস করে বলছিলেন সেই গোপন কথা। তাঁর কথায়, 'এখানে ভাই রিপোর্টের ভয় আছে। ওসব ইউরোপের গুন্ডামি এখানে চালাতে গেলে রক্ষে নেই।' তাঁরা ভালো করেই জানেন, আমেরিকার পুলিশ লাঠিচার্জ করার আগে সোজা হাতকড়া পরায়।

এসবের মাঝে একটা জিনিস চোখে পড়ার মতো। ইরান টিমের ভিসা না দেওয়া নিয়ে চারদিকে এত সমালোচনা, অংশগ্রহণকারী অনেক দেশের সমর্থকদের সমস্যা হয়েছে আসতে। এসব নিয়ে কিন্তু ফিফা নির্বাক, নির্বাক অন্য তারকা ফুটবলাররা। বর্তমান ফুটবলারদের কথা ছেড়ে দিলাম। এখানে প্রতিটি স্টেডিয়ামে বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন সুপারস্টারদের ভিড়। বড় রোনাল্ডো, জিদান, ফিগো, রোনাল্ডিনহো, বেকহ্যাম, সোয়াইনস্টাইগার, অঁরি, মুলার, বাতিস্তুতা, ইব্রাহিমোভিচ, ফার্দিনান্দ, রয় কিন, ক্লিন্সমান, দ্রোগবা— কে নেই! এঁরা অনেকেই দারুণ কথা বলেন। কেউ কিন্তু ফিফা বা আমেরিকা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলেননি। একেবারে আমাদের দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মতো। সবাই ভয়েই মরেন। যদি ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা করলে আমার কোনও ক্ষতি হয়! মারাদোনার মতো সোচ্চার হওয়ার মতো মুখ ফুটবলে নেই। ব্রাজিলের রাই, ফ্রান্সের কঁতোনা, ইরানের আলি করিমির মতো চরিত্ররাও আপাতত অনুপস্থিত। সবাই সুরে সুর মেলাতে ব্যস্ত।

আর একটা কথা। আমেরিকার সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন, বর্ণবৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে কতটা উপকারী ফুটবল। ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যান্ডের মতো দেশের জাতীয় দলে যেভাবে সাদা-কালো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলছে, তা তাদের কাছে শিক্ষার। নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরের এক কফি শপে এক আমেরিকান তরুণের সঙ্গে আড্ডা জমল। তাঁর বিশ্লেষণ অত্যন্ত চমৎকার। বলছিলেন, 'আমেরিকা চিরকালই একটা অভিবাসী দেশ। এখানে ফুটবল বিশ্বকাপ হওয়া মানে এক অদ্ভুত সামাজিক রূপান্তর। যে সাদা আমেরিকানরা স্রেফ বাস্কেটবল বা বেসবল নিয়ে মেতে থাকত, তারাও এখন গ্যালারিতে বাদামি বা কালো মানুষের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে।'

ফুটবলের এই বিশ্বজনীন চরিত্রটাই এমন, যা সব রকম জাত্যভিমান ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়। সেইজন্য আফ্রিকার ফুটবল ইতিহাসহীন দলের সঙ্গে ড্র করেও স্পেন বা পর্তুগালের সমর্থকরা তাঁদের নাচ দেখেন ম্যাচের পরে। ছবি তুলতে থাকেন। কেউ কেউ নেচেও নেন বিপক্ষের সঙ্গে। কেউ দুঃখ ভুলে ম্যাচের পর ঘণ্টা পাঁচেক চক্কর দেন স্টেডিয়াম চত্বরে। ফুটবল আমেরিকাকে শেখাচ্ছে, বন্ধুত্ব কাকে বলে। কাকে বলে আদর্শগত সহাবস্থান।

মায়ামির সমুদ্রসৈকত থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার— সব জায়গায় যেন লাতিন আমেরিকার সুর আর ইউরোপীয় শৃঙ্খলার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। একদিকে যেমন ব্রাজিলের সাম্বা নাচের তালে কোমর দোলাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার শ্বেতাঙ্গ তরুণী, অন্যদিকে তেমনই জার্মানির সুশৃঙ্খল স্লোগানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে আফ্রো-আমেরিকান তরুণরা। গায়ের চামড়ার রংটা যে কোনও দেওয়াল হতে পারে না, ফুটবল তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল।

রাজনীতি, আইনি কড়াকড়ি, স্পনসরশিপের লড়াই আর কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্য একদিকে। কর্পোরেট আমেরিকার খাঁচায় ফুটবলকে বন্দি করার চেষ্টা যতই হোক না কেন, আসল খেলাটা কিন্তু খেলছে সাধারণ মানুষই। আর অন্য একদিকে মাঠের সেই সবুজ ঘাস, যেখানে শেষ পর্যন্ত সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যায়। আমেরিকা এখন স্রেফ একটা দেশ নয়, এক টুকরো বিশ্বমঞ্চ। যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণের সব দেওয়াল ভেঙে চুরমার। আর সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ফুটবলই বন্ধুত্ব নিয়ে শেষ কথা বলছে।

উত্তরবঙ্গেও আইআইটি

বার্তা রাজ্যপালের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ জুন : বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল আরএন রবির ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হল অষ্টাদশ বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন। সেই ভাষণেই রাজ্যের শিক্ষাগত পরিকাঠামোয় ভারসাম্য ও সমতা রক্ষায় উত্তরবঙ্গে আইআইটি এবং আইআইএম বা সমমানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার বিষয়ে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করবে বলে নিশ্চিত করেন রাজ্যপাল। একইসঙ্গে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকেই তাঁর সরকারের অগ্রাধিকার বলে এদিন ফের জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

২২ জুন প্রথম বাজেট পেশ করতে চলেছে সরকার। তার আগে এদিন সেই বাজেট অধিবেশনের সূচনা করতে এসে তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকারের নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দিকনির্দেশ করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি। ভাষণে রাজ্যপাল বলেন, 'রাজ্যের উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে যাতে সমতা বজায় থাকে তা সুনিশ্চিত করতে উত্তরবঙ্গে বিশ্বমানের প্রযুক্তিগত ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করতে আরও একটি আইআইটি এবং একটি আইআইএম অথবা সমমানের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

এদিন রাজ্যপালের ভাষণে উত্তরবঙ্গের সেবক-রংপো নতুন রেললাইন, বাগরাকোট-লাভা মোড় (এনএইচ ৭১৭ এ) ও লাভা মোড়-পেডং (এনএইচ ৭১৭ এ) সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ চলছে বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের সম্ভবনাময় পর্যটন শিল্পের কথা মাথায় রেখে গজলডোবা মাস্টার প্ল্যানের পরিমার্জন এবং তাকে উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলেও জানিয়েছেন রাজ্যপাল। একইসঙ্গে চা পর্যটনকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যেও তাঁর সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ করতে চলেছে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি। ভাষণের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে রাজ্যপাল আরএন রবি বলেছেন, 'আমার সরকার উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ সহ উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে সুসংহত প্রচেষ্টা চালাবে।' রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে গোর্খাল্যান্ড সমস্যার সমাধান দরকার বলেও মনে করেন আরএন রবি। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান করার লক্ষ্যে আমার সরকার বদ্ধপরিকর।' এদিন ভাষণের শুরুতেই রাজ্যপাল বলেছেন, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে ভয় ও হতাশার আবহ গড়ে উঠেছিল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজ্যপাল বলেছেন, 'একসময় রাজ্যের পূর্ববর্তী শাসকদলের পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ায় যারা সন্ত্রাস ও তোলাবাজির রাজত্ব চালিয়েছিল, নতুন সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।' হকার উচ্ছেদ থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে পুশ-ইন করার মতো বিষয়ে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপকেও সমর্থন করেছেন রাজ্যপাল।

বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায়...

বৃহস্পতিবার কলকাতার ধর্মতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

মেডিকেল কলেজ পাচ্ছে আলিপুরদুয়ার, দিনাজপুর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ জুন : রাজ্যে আরও তিনটি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য। তার মধ্যে দুটি হবে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে এবং তৃতীয়টি হবে পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। বৃহস্পতিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই তিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি দিয়ে এই ব্যাপারে অবিলম্বে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রতিটি জেলায় এই ধরনের সরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছেন। আর সেই সূত্রেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপির সরকার তৎপরতা শুরু করেছে।

ওই তিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বলা হয়েছে, মেডিকেল কলেজ গড়তে প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু করতে। প্রয়োজনীয় ২০ একর জমি না পাওয়া গেলে পুরোনো ভবনগুলিকে কাজে লাগিয়ে তার থেকে কিছুটা দূরে বাকি পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় কি না তা দেখতে বলা হয়েছে। জেলাগুলির বর্তমান মহকুমা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সরকারি মেডিকেল কলেজ গড়া যায় কি না তার চিহ্নিতকরণের কাজ করার কথাও বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর, সরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ার ব্যাপারে রাজ্যের সব জেলাতেই পরিকাঠামো আছে কি না সে বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

একজোট ২০০ উদ্যোগপতি

কলকাতা, ১৮ জুন : 'বাঙালি ব্যবসা করতে পারে না'—দীর্ঘদিনের এই ভুল ধারণা ভাঙতে এবং রাজ্যের ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করতে এক ছাদের তলায় জড়ো হলেন রাজ্যের ২০০ জনেরও বেশি উদ্যোগপতি। সম্প্রতি পিসি চন্দ্র গার্ডেনে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের ফ্ল্যাগশিপ নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম 'আলাপ-আলোচনা'-র সবচেয়ে বড় আসর বসল। কলকাতা, শিলিগুড়ি থেকে দুর্গাপুর—রাজ্যের নানা প্রান্তের ব্যবসায়ীরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ব্যবসা বৃদ্ধি ও নতুন সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। কাউন্সিলের সভাপতি চন্দ্রশেখর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বাঙালি উদ্যোগপতিদের একজোট হওয়ার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান এবং আগামী প্রজন্মকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এনআইএ হানা

কলকাতা, ১৮ জুন : বৃহস্পতিবার ভোরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ও নদিয়ার জাগুলি সহ বিভিন্ন এলাকায় এনআইএ তল্লাশি চালায়। অধিকারকর্মীদের কণ্ঠরোধের এই চেষ্টায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার ভোরে অধিকারকর্মী ঝিলম রায়, তথাগত রায়চৌধুরী এবং সুকুমার কয়ালের বাড়িতে একযোগে অভিযান শুরু করে এনআইএ। ২০২২ সালের রাঁচির একটি মাওবাদী মামলা এবং ইউএপিএ ধারায় এই তল্লাশি চালানো হয়। তিনজনই এসআইআর এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সরব ছিলেন।

বিপ্লবী ছাত্র ফ্রন্টের সম্পাদক তথাগত রায়চৌধুরী বলেন, 'ভিন্নমত দমন করতে সবরকম যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। ওরা যে মামলার তদন্ত করছে, সেই মামলারই আইনি নথিও প্রমাণ হিসাবে নিয়ে যাচ্ছে।' গবেষক ঝিলম রায়ের দাবি, 'বাজেয়াপ্ত করা তিনটি বই নিষিদ্ধ নয়, বাজারে অতি সহজলভ্য।' তল্লাশি শেষে তথাগতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাঁচিতে হাজিরার সমন দেওয়া হয়েছে।

নিশ্ছিদ্র রেড রোড

কলকাতা, ১৮ জুন : আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে কলকাতার রেড রোডে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর এই হাই-প্রোফাইল সফরকে ঘিরে তিলোত্তমায় তৈরি হচ্ছে নজিরবিহীন নিরাপত্তার চক্রব্যূহ। মূল অনুষ্ঠানস্থল রেড রোড এবং সংলগ্ন ময়দান এলাকাকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলতে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রায় ৪ হাজার পুলিশ কর্মী। আকাশপথে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির পাশাপাশি মেটাল ডিটেক্টর এবং অত্যাধুনিক স্ক্যানার নিয়ে চলবে কড়া তল্লাশি।

এদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জন্য রেড রোড বন্ধ রাখার সরকারি বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা দায়ের হয় তাতে হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বরং জনস্বার্থে পুলিশকে বিকল্প রাস্তা দিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

পুলিশের কাছে হাজিরা অরূপের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জুন : রীতিমতো বিপাকে পড়ে শেষমেশ মেসি কাণ্ডে পুলিশের সামনে হাজির হতে বাধ্য হলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনবার সমন এড়িয়ে বেপাত্তা ছিলেন তৃণমূল জমানার এই হেভিওয়েট নেতা। বুধবার মেসির টিমের তরফে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় বার্তা আসার পরেই আরও চাপ বাড়ে অরূপ বিশ্বাসের। তারপর বৃহস্পতিবারই সটান থানায় হাজির হন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী।

এদিকে আলিপুর জাজেস কোর্টে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে রীতিমতো ঘেরাওয়ের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। অরূপ বিশ্বাস যখন নিজের আইনজীবীর চেম্বারে বসে শলাপরামর্শ করছিলেন তখন ওই চেম্বারের বাইরে আইনজীবীদের একাংশ ডিম হাতে বিক্ষোভ দেখান। চোর স্লোগানও দেন। বেশ খানিকক্ষণ অবরুদ্ধ থাকতে হয় প্রাক্তন মন্ত্রীকে। আইনজীবীদের দু-পক্ষের মধ্যে বচসাও বাধে। গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক ব্যাপার। পুলিশ এটা হতে দিচ্ছে কেন?' শেষমেষ পুলিশ এসে অরূপ বিশ্বাসকে উদ্ধার করে।

মেসি কাণ্ড

এদিন সকাল ৯টা বেজে ৫৬ মিনিটে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় আসে অরূপ। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। জেরা শেষে অরূপ দাবি করেছেন, 'বিষয়টি বিচারাধীন। তাই এখনই কোনও মন্তব্য করব না। তবে সত্যের জয় হবে।' ২২ জুন তাঁকে ফের তলব করা হয়েছে। মেসি অনুষ্ঠানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে আসার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

ঘটনার দিন মেসির নিরাপত্তা বেষ্টনী ও প্রোটোকল ভেঙে কিংবদন্তী ফুটবলারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন অরূপ। কার অনুমতিতে তিনি মেসির মতো ফুটবল মহাতারকার গায়ে বার বার হাত দিয়েছিলেন তা জানতে চাওয়া হয়। অরূপের বিরুদ্ধে ভিআইপি টিকিট বণ্টন ও অবৈধভাবে টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার দিন কোন নিয়মে ভিআইপিদের তালিকা তৈরি হয়েছিল, কাদের মাঠে ঢোকার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল তাও জানতে চান তদন্তকারীরা।

থানা থেকে বেরিয়ে নিজের বর্তমান ঠিকানা সাংবাদিকদের থেকে গোপন রাখতে একই রাস্তায় বার বার চক্কর কাটতে দেখা যায় তৃণমূল নেতার গাড়ি। দক্ষিণ কলকাতার একাধিক স্থানে ঘুরপাক খান তিনি।

প্রকাশিত জয়েন্টের ফল

কলকাতা, ১৮ জুন : এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হল চলতি বছরের পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স (ডবলিউবিজেইই) পরীক্ষার ফলাফল। সামগ্রিকভাবে জেলার পড়ুয়াদের জয়জয়কার হলেও মেধাতালিকায় কলকাতার বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠকে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। এ বারের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কলকাতার বিধাননগরের বাসিন্দা শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নালন্দা অ্যাকাডেমির ছাত্র। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জোকা বিবেকানন্দ মিশন স্কুলের সৌঋদ্ধ মণ্ডল এবং তৃতীয় হয়েছেন পূরব ইন্টারন্যাশনালের ছাত্র উমঙ্গ ভুট। দিল্লি পাবলিক স্কুলের রাহুল কোনার, গার্ডেন হাইস্কুলের সর্বান ভট্টাচার্য, চন্দ্রকোণা জিরাট হাইস্কুলের আরহা ভট্টাচার্য, সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলের সৃজন সুর, মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মণীশ সেনাপতি, বিডিএম ইন্টারন্যাশনালের সব্যসাচী লস্কর এবং সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের দেবজিৎ পাল রয়েছেন যথাক্রমে চতুর্থ থেকে দশম স্থানে।

২৪ মে পরীক্ষা হয়েছিল। এ বছর পরীক্ষা দেন মোট ৯৪,৯০১ জন। তাঁদের মধ্যে ৯২,৭৫৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় সফল হয়েছেন, যার মধ্যে ছাত্র ৬৬,৩৮৩ জন এবং ছাত্রী ২৬,৩৬৮ জন।

নজরে নির্মল

কলকাতা, ১৮ জুন : আরজি কর কাণ্ডে সিটের হাতে তদন্তভার যেতেই স্ক্যানারে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। বৃহস্পতিবার সিবিআই অফিসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। বুধবার পানিহাটির শ্মশানে গিয়ে আরজি করের ঘটনার সময় কী কী ঘটেছিল তা জানতে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেই সূত্র ধরেই দেহ দ্রুত দাহ করতে নির্মলের কী ভূমিকা ছিল তা জানতে চায় সিবিআই। এদিকে তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূল নেতা সুশান্ত ঘোষকে এদিন কলকাতায় এনে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। বিপুল তোলাবাজি চক্রের অন্যতম মাথা ছিলেন তিনি। এদিন জামিনের আর্জি জানান তাঁর আইনজীবী।

জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্যারিসে পা রাখতেই প্রবাসী ভারতীয়দের তরফে তাঁকে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা জানানো হয়। এদিন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গেও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। এআই পরিকাঠামো এবং উন্নত লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। ইউরোপের বৃহত্তম প্রযুক্তি ও স্টার্ট-আপ সম্মেলন ভিভাটেক ২০২৬-এ অংশ নেন মোদি -ম্যাক্রোঁ।

গণধর্ষিতার গোপনাঙ্গে তাজা কার্তুজ

পাটনা, ১৮ জুন : বিহারের বেগুসরাইয়ে ফের নারী নিগ্রহের নৃশংস রূপ। যা মনে করিয়ে দিল সোনি সোরির যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে। বেগুসরাইয়ে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের পর তাঁর গোপনাঙ্গে তাজা কার্তুজ ও পাথর ঢুকিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। ১১ জুন রাতে চাকিয়া থানার অন্তর্গত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, পাঁচজন দুষ্কৃতী জোর করে ঘরে ঢুকে স্বামীকে আটকে রেখে ওই মহিলাকে নির্জন স্থানে তুলে নিয়ে যায়। চিৎকার করলে ব্লেড দিয়ে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় হাসপাতালে ভর্তি ওই মহিলার গোপনাঙ্গ থেকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বুলেট, পাথর ও কাঠের টুকরো উদ্ধার করেছেন চিকিৎসকরা। ঘটনার তদন্তে নেমে ডিএসপি আনন্দ কুমার পান্ডে জানান, 'মহিলার বয়ান সত্য বলে মনে হচ্ছে, এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক তদন্ত চলছে।'

বিদ্রোহী সাংসদদের হুঁশিয়ারি রাউতের

মুম্বই, ১৮ জুন : মহারাষ্ট্রে শিবসেনা-ইউবিটি শিবিরে আবার বড়সড়ো ফাটল দেখা দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর উদ্ধব ঠাকরের হাত ছেড়ে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন দলের ৬ লোকসভা সাংসদ। দিল্লিতে শিন্ডে গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে এই বিদ্রোহী সাংসদদের গোপন বৈঠক হয়েছে এবং তাঁরা লোকসভার স্পিকারের কাছে আলাদা দল হিসাবে স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দিতে পারেন। শিবসেনার এই রাজনৈতিক সংকট নিয়ে দলের মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

বিদ্রোহী সাংসদদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেন, 'যাঁরা দল ছাড়তে চান, তাঁরা চলে যেতে পারেন। আমাদের আপত্তি নেই। তবে সাহস থাকলে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নতুন করে মানুষের রায়ের মুখোমুখি হোন।' দলত্যাগ বিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও কেন বারবার এই ধরনের ভাঙন ঘটছে, তা নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতকেও নিশানা করেছেন রাউত। সুপ্রিম কোর্টের দীর্ঘসূত্রিতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'এই ধরনের দলত্যাগের জন্য দেশের সুপ্রিম কোর্টও সমানভাবে দায়ী। তারা যদি দলত্যাগ বিরোধী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করত, তবে আজ গণতন্ত্রের এই বেহাল দশা হত না। আদালতের ঢিলেমির সুযোগ নিয়েই দলবদলুরা পার পেয়ে যাচ্ছে।'

> **যাঁরা দল ছাড়তে চান, তাঁরা চলে যেতে পারেন। আমাদের আপত্তি নেই। তবে সাহস থাকলে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নতুন করে মানুষের রায়ের মুখোমুখি হোন।**
>
> **সঞ্জয় রাউত**

একনাথ শিন্ডে শিবির শিবসেনা-ইউবিটিতে ভাঙনের জল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে দাবি করেছে, উদ্ধব ঠাকরের একনায়কতন্ত্র এবং দলের ভুল নীতির কারণে সাংসদরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে আসল শিবসেনায় ফিরে আসছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, মহারাষ্ট্রে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে উদ্ধব শিবিরের এই ভাঙন মহাবিকাশ আঘাড়ি জোটের কাছে বড় ধাক্কা। উদ্ধব ঠাকরে অবশ্য এই পরিস্থিতিতে দলের বাকি বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছেন এবং আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সব মিলিয়ে, মুম্বই থেকে দিল্লি, মারাঠা রাজনীতির পারদ আবার চড়তে শুরু করেছে।

চুক্তিতে সই করল আমেরিকা-ইরান

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৮ জুন : পনেরো সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইতি টেনে অন্তর্বর্তী শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করল আমেরিকা ও ইরান। বুধবার রাতে ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-র সঙ্গে নৈশভোজের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তিতে সই করেন। অন্যদিকে, রাজধানী তেহরানে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানও এই শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন বলে নিশ্চিত করেছে সেদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা। চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন।'

চুক্তির ফলে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী ফের খুলে যাচ্ছে এবং ইরানের বন্দর অবরোধ ও তেল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা আপাতত তুলে নেওয়া হচ্ছে। তবে এই চুক্তি ইজরায়েল ও আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির মধ্যে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্কের টানাপোড়েন এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। চুক্তির পর নেতানিয়াহুর উদ্দেশে ট্রাম্পের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'বিবি, ভেবে দেখো, তুমিই কিন্তু সবচেয়ে সেরাটা পেয়েছ।' যদিও জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে কিছুটা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'লেবাননের বিষয়ে তাঁকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।'

চুক্তির ১৪ দফার খসড়া পত্রটি দেখে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর নেই। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার ধ্বংস করা এবং আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য বন্ধ করার যে লক্ষ্য ওয়াশিংটন ঘোষণা করেছিল, তা এই খসড়ায় চূড়ান্ত রূপ পায়নি। মার্কিন কর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে আগামী ৬০ দিন করমুক্তভাবে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করতে পারবে, তবে এর পরের পরিস্থিতি এখনও ধোঁয়াশায় ঢাকা। এছাড়া চুক্তিতে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি পুনর্নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার নজরদারিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কমিয়ে আনার কথা বলা হলেও তার বিস্তারিত রূপরেখা স্পষ্ট নয়।

লেবানন পুনর্গঠনে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠনের কথা বলা হলেও ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'আমেরিকা এই পুনর্গঠন তহবিলে কোনও অর্থ প্রদান করবে না।'

এল নিনোর দাপট '২৭-এও

পুনে, ১৮ জুন : প্রশান্ত মহাসাগরের মেজাজ বিগড়োচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, ২০২৭ সাল পর্যন্ত দাপট দেখাতে পারে শক্তিশালী 'এল নিনো', যার জেরে ওলটপালট হতে পারে ভারতের বর্ষা ও বিশ্ব আবহাওয়া।

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন জলবায়ু মডেলের পূর্বাভাস বলছে, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে জলের উপরিভাগের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বেড়ে যেতে পারে। এতে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্বল বর্ষা, খরা ও প্রবল তাপপ্রবাহের বিস্তর সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। স্কাইমেট ওয়েদারের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহেশ পালাওয়াত বলেন, 'প্রশান্ত মহাসাগরে উষ্ণতা ইতিমধ্যেই এল নিনোর দোরগোড়ায়।'

ক্ষুব্ধ কল্যাণ

কলকাতা, ১৮ জুন : সই জাল কাণ্ডে সিআইডির নজরে এবার তৃণমূলের 'মমতাপন্থী' সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁকে ফোন করেন সিআইডির এক আধিকারিক। তারপরেই কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সচিবালয়কে চিঠি ক্ষুব্ধ কল্যাণের। তিনি আইনজীবী হিসেবে তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেছেন, এ জন্য তাঁকে কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে? প্রশ্ন শ্রীরামপুরের সাংসদের।

মমতার পাড়ায় সিআইডি

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জুন : সই জাল মামলায় তাঁর বাড়ির উঠোনে ঢুকেছিল সিআইডি। এবার ডিজে মামলাতেও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় ঢুকে পড়ল রাজ্যের তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১.৩৮ মিনিট নাগাদ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পৌঁছোন সিআইডির আধিকারিকরা। এলাকার বাসিন্দারা প্রথমে মনে করেছিলেন, তদন্তকারীরা হয়ত আবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দিকেই যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এদিন সিআইডির গন্তব্য ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট নয়, ২৯/ডি নম্বরের একটি বহুতল। ওই বহুতলের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বোন। তারপর সিআইডির আধিকারিকরা ওই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেন।

সূত্রের খবর, মমতার বোনঝি অদিতি গায়েনের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। প্রায় আড়াই ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর বেলা ২.৫৫ নাগাদ ওই বহুতল ছাড়েন তদন্তকারীরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবক'টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট দেখভাল করেন অদিতি। নির্বাচনের সময় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের 'ডিজে' মন্তব্য ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার ও সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাইয়ের অংশ হিসেবেই তাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে সিআইডির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অদিতি বলেন, 'ওঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছে, ওঁদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

বঙ্গোপসাগরে পাক সাবমেরিনের ছক

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : ১৯৭১ সালের সেই রক্তক্ষয়ী স্মৃতি আর পিএনএস গাজির সলিল সমাধির কথা কি ভুলে গেল ইসলামাবাদ? দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পর বঙ্গোপসাগরের নীল জলে ফের পাক সাবমেরিনের আনাগোনা শুরুর ছক কষছে পাকিস্তান। আর এই খবরের জেরে নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক থেকে শুরু করে ইস্টার্ন ন্যাভাল কমান্ড- সর্বত্রই এখন চূড়ান্ত তৎপরতা আর টানটান উত্তেজনা। একাত্তরের যুদ্ধে এই বঙ্গোপসাগরেই ভারতীয় নৌসেনার পরাক্রমের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান। সেই চরম অপমানের বদলা নিতে এবং ভারতের পূর্ব উপকূলে নতুন করে চাপ তৈরি করতেই এবার একেবারে অভিনব এবং বিপজ্জনক ঘুঁটি সাজাচ্ছে পাক নৌবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পাকিস্তানের এই আকস্মিক দুঃসাহসের নেপথ্যে রয়েছে বেজিংয়ের প্রত্যক্ষ মদত ও প্ররোচনা। চিনের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যে ইতিমধ্যেই নিজেদের নৌবাহিনীর ঢালাও আধুনিকীকরণ শুরু করেছে ইসলামাবাদ। আটটি নতুন এবং অত্যাধুনিক 'হাঙ্গর' ক্লাসের সাবমেরিন চিনের থেকে কিনছে পাকিস্তান। এই চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি সাবমেরিনগুলিকেই এবার বঙ্গোপসাগরের গভীরে মোতায়েন করার মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হয়েছে রাওয়ালপিন্ডির সদর দপ্তরে। পাক সেনার উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার—ভারতকে দ্বিমুখী নৌ-যুদ্ধের আশঙ্কায় ফেলে দেওয়া। শুধুমাত্র আরব সাগর বা পশ্চিম উপকূলেই নয়, ভারতের পূর্ব উপকূলেও নজরদারি বাড়াতে নৌবাহিনীকে বাধ্য করা। এর ফলে ভারতীয় নৌসেনার শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং আরব সাগরে ভারতের একচেটিয়া আধিপত্য কিছুটা হলেও খর্ব করা যাবে বলে মনে করছেন পাক কর্তারা।

একটা সময় ছিল যখন বঙ্গোপসাগরকে ভারতের অত্যন্ত সুরক্ষিত জোন মনে করা হত। কিন্তু এখন সেই নিশ্চিন্তের ছবিটা দ্রুত পালটাচ্ছে। একদিকে মায়ানমার ও বাংলাদেশে চিনের ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামোগত উপস্থিতি, অন্যদিকে পাকিস্তানের সাবমেরিনের এই সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ— সব মিলিয়ে ভারতের জাতীয় ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক অশনিসংকেত ঘনাচ্ছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান এখন আর শুধু পশ্চিম সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না। তারা সরাসরি ভারতের পূর্ব দিকের উপকূলীয় অর্থনীতি এবং বিশাখাপত্তনমের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির খেলায় মেতেছে।

তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভারতীয় নৌসেনাও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ইস্টার্ন ন্যাভাল কমান্ড এবং আন্দামান নিকোবর কমান্ডকে ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। পি-৮আই পসেইডনের মতো অত্যাধুনিক অ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় দিনরাত এক করে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

ভারতীয় উপকূলে পাক সাবমেরিনের সামান্যতম উপস্থিতি টের পেলেই তা নিমেষে ধ্বংস করার নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে রেখেছে সাউথ ব্লক। ১৯৭১ সালে গাজিকে ডুবিয়ে যে কড়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারত যে তার চেয়েও ভয়ংকর জবাব দিতে প্রস্তুত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আন্সেলোত্তির কৌশলে ক্ষোভ

হাইতি বধে মরিয়া ব্রাজিল

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ফিলাডেলফিয়া, ১৮ জুন : ফিলাডেলফিয়ার লিঙ্কন ফিন্যান্সিয়াল ফিল্ড স্টেডিয়াম চত্বরটা নিউ জার্সির মেটলাইফের মতো কোনও জনমানবহীন তেপান্তরের মাঠ নয়। চারপাশটা বেশ জমজমাট, একেবারে শহুরে স্পন্দন। তবে এই চাকচিক্যের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক অন্ধকার দিক, যেখানে একটু সমঝে চলতে হয়। স্থানীয় এক প্রবাসী বাঙালির সতর্কবার্তা- 'রাস্তায় খুব বেশি মোবাইল বা দামি গ্যাজেট বের করবেন না।' ড্রাগ আসক্তদের দৌরাত্ম্য এখানে একটু বেশিই, ঠিক যেমনটা নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের কিছু রাস্তায় দেখা যায়। কাজের চাপে আড়াই ঘণ্টার দূরত্বে থাকা ওয়াশিংটনে বন্ধুর ডাক উপেক্ষা করেই তাই নিউ জার্সির প্রিন্সটন জংশন থেকে আমট্রাক ট্রেনে চেপে ফিলাডেলফিয়ার থার্টিয়েথ স্ট্রিট স্টেশনে পৌঁছানো। ৪৫ মিনিটের এই ট্রেন সফরে আবার এক মজার অভিজ্ঞতা হল। ভাড়ার কোনও নির্দিষ্ট মাথামুণ্ডু নেই! কাউন্টারে বসা কর্মীর মর্জিমতো কখনো পুরো ভাড়া, তো কখনো আবার গলায় ঝোলানো বিশ্বকাপের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেখে সটান ডিসকাউন্ট!

ফিলাডেলফিয়া খুব কাছে বলেই হয়তো ব্রাজিল এখানে আলাদা করে অনুশীলনের ডেরা বাঁধেনি। নিজেদের বেস ক্যাম্প থেকে সরাসরি ম্যাচ খেলতে নামবে কার্লো আন্সেলোত্তির দল। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রথম ম্যাচে মরক্কোর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ড্রয়ের পর দলের অন্দরে কি ইতালীয় বসের নিয়ন্ত্রণ আলগা হচ্ছে? প্রশ্নটা শুনে ব্রাজিলের বিখ্যাত 'ও গ্লোবো' সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা রহস্যময় হাসি অনেক না বলা গল্পের ইঙ্গিত দেয়। অন্দরমহলের খবর, ড্রেসিংরুমে ফুটবলারদের ওপর কোচের তোপ দাগা নাকি ভিনিসিয়াস জুনিয়ার বাদে বাকিদের একেবারেই পছন্দ হয়নি। দলের বাইরেও সমালোচনা চরমে। খোদ কিংবদন্তি রোনাল্ডো ফুঁসছেন আন্সেলোত্তির ট্যাকটিক্স নিয়ে, 'রাফিনহা বার্সেলোনায় সারা মরশুম ডানদিকে রাজত্ব করল, আর এখানে ওকে বাঁদিকে খেলানোর কী যুক্তি? ব্রাজিলের স্বাভাবিক উইং প্লে-ই তো নষ্ট করে দেওয়া হল!' আতসকাচের নীচে ক্যাসেমিরোর ফর্মও, যাঁর বদলে আজ হয়তো ফ্যাবিনহো এবং আক্রমণে ম্যাথিউস কুনহা শুরু করতে পারেন।

সিনিয়ার ডিফেন্ডার ড্যানিলোও বাস্তবটা মেনে নিচ্ছেন, 'সেদিন আমাদের প্রথমার্ধটা খুব জঘন্য ছিল। এখন আমাদের একটা 'প্ল্যান বি' ভাবতে হবে।' কিন্তু সেই 'প্ল্যান বি' আন্সেলোত্তির ঝুলিতে আদৌ আছে তো? খাতায়-কলমে ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা ৮৪ নম্বর র‍্যাংকিংয়ের হাইতির সঙ্গে ৬ নম্বরে থাকা ব্রাজিলের কোনও তুলনাই চলে না। কিন্তু অপটা সুপারকম্পিউটারের ৮৭.৩ শতাংশ জয়ের সম্ভাবনাতেও স্বস্তিতে নেই সাম্বা ব্রিগেড। ড্যানিলোও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, স্পেনকে রুখে দেওয়া কেপ ভের্দের স্পর্ধার কথা। তাছাড়া, প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কাছে হারলেও গোল লক্ষ্য করে ১৫টি শট নিয়েছিল হাইতি।

মোহনবাগানের সনি নর্ডির দেশ হাইতির অনেক মানুষই আবার মনেপ্রাণে ব্রাজিলের ভক্ত। কিন্তু চোটগ্রস্ত নেইমারকে ছাড়া ২৪ বছরের বিশ্বকাপ-খরা কাটানোর স্বপ্নে বিভোর ব্রাজিল আজ যদি ফিলাডেলফিয়ায় হোঁচট খায়, তবে ফুটবল-রোমান্টিকদের সেই ভালোবাসা যে মুহূর্তেই হাহাকারে পরিণত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

প্রস্তুতির ফাঁকে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের সঙ্গে কার্লো আন্সেলোত্তি।

রেকর্ডের ছড়াছড়ি, ফুটবল ঈশ্বর মেসিই

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

- একমাত্র ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে মোট ১১টি ভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে গোল করার অনন্য কীর্তি গড়লেন লিওনেল মেসি।
- বক্সের বাইরে থেকে করা গোলের সংখ্যাতেও (৫টি গোল) মেসি ছুঁয়ে ফেলেছেন ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি রবার্তো রিভেলিনোকে।

ফিলাডেলফিয়া, ১৮ জুন : প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের বিবর্ণ শুরু, স্পেনের হতাশা কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ম্লান উপস্থিতি- বিশ্বকাপের শুরুর দিকের এই বিষাদগুলিকে একাই যেন ঢেকে দিয়েছেন লিওনেল মেসি। ফ্রান্সের জার্সিতে কিলিয়ান এমবাপে প্রত্যাশা পূরণ করলেও, এই মুহূর্তে গোটা আমেরিকার ফুটবল-আকাশ আবর্তিত হচ্ছে শুধুই একজন জাদুকরকে ঘিরে। আলজিরিয়ার বিপক্ষে মেসির সেই জাদুকরি হ্যাটট্রিকের রেশ এখনও কাটেনি। প্রাক্তন তারকা থেকে শুরু করে সাধারণ সমর্থক বা পরিসংখ্যানবিদ-সবাই ভাসছেন মেসি-আবেগে। আর সেই আবেগের স্রোতেই রোজ ক্রমশ প্রকাশের মতো সামনে আসছে একের পর এক অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান। তিন গোল করে এমনিতেই মিরোস্লাভ ক্লোসের ১৬ গোলের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন। এবার ভাঙলেন তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডোর একটি বিশেষ রেকর্ডও। রাশিয়া বিশ্বকাপে ৩৩ বছর বয়সে হ্যাটট্রিক করে বয়স্কতম হ্যাটট্রিককারীর যে নজির রোনাল্ডো গড়েছিলেন, আটত্রিশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তা অবলীলায় নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

রেকর্ডের খাতা এখানেই থামছে না। আলজিরিয়ার জালে বল জড়িয়ে বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে মোট ১১টি ভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে গোল করার অনন্য কীর্তি গড়লেন মেসি। এর আগে রোনাল্ডো নাজারিও, জুরগেন ক্লিন্সম্যান ও ক্লোসের সঙ্গে যুগ্মভাবে ১০টি দলের বিপক্ষে গোল করার রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে ছিল। আলজিরিয়া ছাড়াও বিশ্বকাপে সার্বিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া, বসনিয়া, ইরান, ক্রোয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও সৌদি আরবের মতো দেশের রক্ষণ চুরমার করেছেন তিনি। পাশাপাশি বক্সের বাইরে থেকে করা গোলের সংখ্যাতেও (৫টি গোল) ছুঁয়ে ফেলেছেন ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি রবার্তো রিভেলিনোকে।

তবে সবচেয়ে বড় রূপকথা সম্ভবত লুকিয়ে আছে ক্যালেন্ডারের পাতায়। ২০০৬ সালের ১৬ জুন সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোর বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে তাঁর গোলের খাতা খুলেছিল। আর ঠিক কুড়ি বছর পর, ২০২৬ সালের সেই ১৬ জুনেই আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক! দুই দশকের এমন অবিশ্বাস্য ব্যবধানে বিশ্বমঞ্চে আর কোনও গোলদাতা গোল করতে পারেননি। ২০০৬ থেকে শুরু করে দুই মহাতারকাই এবার নিজেদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন। রোনাল্ডোর ঝুলিতে আগের পাঁচটি আসরেই গোল করার বিরল রেকর্ড থাকলেও, এবারের শুরুতেই তিনি এবং তাঁর পর্তুগাল রীতিমতো বিবর্ণ। সেখানে মেসি একাই যেন গোটা টুর্নামেন্টে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

মেসির দল শেষ পর্যন্ত কত দূর যাবে, তা হয়তো সময়ই বলবে। কিন্তু রেকর্ডের এই অভাবনীয় ফুলঝুরির পর, দশকের পর দশক ধরে চলা মেসি-রোনাল্ডো বিতর্কের সমাধান হয়তো আর্জেন্টাইন মহাতারকা এবার নিজের পায়েই করে দিলেন।

বিশ্বকাপ আনকাট

মায়ের সামনে ভোজিনহা

স্পেনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফর্ম করে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন কেপ ভের্দের ৪০ বছরের গোলকিপার ভোজিনহা। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক ম্যাচে গ্যালারিতে থাকতে পারেননি তাঁর মা। কারণ, মার্কিন ভিসার আকাশছোঁয়া খরচ! তবে এবার ছেলের বীরত্ব দেখতে মায়ামির গ্যালারিতে উপস্থিত থাকবেন তিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক রাজনীতিবিদের হস্তক্ষেপে ভোজিনহার মায়ের ভিসার যাবতীয় ফি মকুব করা হয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর শেষমেশ ছেলের খেলা চোখের সামনে দেখার সুযোগ পেয়ে আবেগপ্রবণ খোদ গোলকিপারের মা। এর আগে ঠাকুরদাকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ভোজিনহা। এবার মায়ের উপস্থিতিতে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে আরও এক ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখছেন এই তারকা। ভিসা জটিলতা কাটিয়ে মা-ছেলের এই পুনর্মিলন বিশ্বকাপের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত হতে চলেছে।

স্প্যানিশদের রুখে ভাইরাল

বিশ্বকাপ যে রাতারাতি তারকা বানিয়ে দিতে পারে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ কেপ ভের্দের গোলকিপার ভোজিনহা! স্পেনের মতো বিশ্বজয়ী দলের বিরুদ্ধে ৪০ বছরের গোলকিপারের অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স এখন রীতিমতো চর্চায়। আর এই বীরত্বের পুরস্কারও হাতেনাতে পেয়েছেন তিনি। স্পেনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গোলশূন্য ড্রয়ের পর তাঁর ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ারের সংখ্যা একধাক্কায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষে! মজার বিষয় হল, এই সংখ্যাটা তাঁর নিজের দেশ কেপ ভের্দের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২২ গুণ! স্পেনের তারকাসমৃদ্ধ স্ট্রাইকিং লাইনকে একা হাতে আটকে দিয়ে তিনি শুধু দেশের নয়, গোটা বিশ্বের মন জিতে নিয়েছেন। এক ম্যাচেই অখ্যাত ভোজিনহা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশনে পরিণত হয়েছেন এই গোলকিপার।

স্পেনে রিয়ালের এন্ট্রি

স্পেনের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে বার্সেলোনার ৮ জন ফুটবলার থাকলেও রিয়াল মাদ্রিদের একজনও নেই! কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের এই দল ঘোষণা হতেই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল স্প্যানিশ ফুটবলে। এমনকি রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকেও বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগেই ৬০ মিলিয়ন ইউরোতে চেলসি থেকে স্প্যানিশ লেফট ব্যাক মার্ক কুকুরেল্লাকে সই করিয়েছে রিয়াল। আর এর ফলে রাতারাতি স্পেনের বিশ্বকাপ দলেও রিয়ালের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়ে গেল!

বেঞ্চ গরমের দাওয়াই

ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে যাঁরা বেঞ্চ গরম করেছেন, তাঁদের এবার মাঠে নামিয়ে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেল। প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়া ১৩ জন ফুটবলারকে নিয়ে একটি বিশেষ অনুশীলন ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মেজর লিগ সকারের দল স্পোর্টিং কানসাস সিটি। ডিন হেন্ডারসন, কোবি মাইনো, ওলি ওয়াটকিন্সদের মতো তারকারা এই ম্যাচে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। টুচেলের মতে, শুধু অনুশীলন নয়, ফুটবলারদের ফিটনেস ও ম্যাচের মেজাজ ধরে রাখতেই এই 'এক্সট্রা ম্যাচ লোডিং'-এর পরিকল্পনা।

ইতিহাস গড়ার মুখে ন্যুয়ের

শনিবার আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে মাঠে নামলেই নতুন ইতিহাস গড়বেন ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। বিশ্বকাপে গোলকিপার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়তে চলেছেন ৪০ বছরের এই জার্মান কিংবদন্তি। টপকে যাবেন ফরাসি তারকা হুগো লরিসের ২০টি ম্যাচ খেলার নজির। টানা পাঁচটি বিশ্বকাপে জার্মানির তেকাঠির নীচে ভরসা জুগিয়ে চলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ৪০ বছর ৭৯ দিন বয়সে মাঠে নেমে জার্মানির সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলারের রেকর্ডও নিজের পকেটে পুরেছেন ন্যুয়ের।

জাতীয় সংগীতে ফোটোগ্রাফার-কাঁটা

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড কোচ হিসেবে টমাস টুচেলের অভিষেক ম্যাচটা দারুণ কাটলেও, একটা বিষয়ে তিনি বেজায় বিরক্ত! ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে জয়ের আগে জাতীয় সংগীতের সময় নাকি তাঁর আবেগের মুহূর্তটাই মাটি করে দিয়েছেন ক্যামেরাম্যানরা। টুচেলের অভিযোগ, 'গড সেভ দ্য কিং' গাওয়ার সময় তাঁর আর টিমের মাঝে প্রায় ৫০ জন ফোটোগ্রাফার দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। মাত্র আধ মিটার দূরের এই ভিড়ের চোটে জুড বেলিংহামদের দেখতেই পাননি তিনি! ক্ষুব্ধ জার্মান কোচ তাই সরাসরি ফিফার কাছে আর্জি জানিয়েছেন, অবিলম্বে ফোটোগ্রাফারদের দাঁড়ানোর জায়গা বদল করা হোক। মজার বিষয় হল, ফোটোগ্রাফারদের ওপর রাগ দেখালেও টুচেল নিজে কিন্তু এখনও ইংল্যান্ডের জাতীয় সংগীত গাননি! লাজুক কোচের সাফ কথা, আগে ট্রফি জিতে সেই যোগ্যতা অর্জন করবেন, তারপর গলা মেলাবেন।

আবেগের বিশ্বকাপে কর্পোরেট রাজ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

হিউস্টন, ১৮ জুন : হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে গতকাল পর্তুগাল বনাম কঙ্গো ম্যাচটা দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছিলাম। একদিকে হাজার হাজার মানুষের উন্মাদনা, অন্যদিকে কর্পোরেট আমেরিকার এক রুক্ষ, নিরেট বাস্তব। আমেরিকায় বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন বড় স্পোর্টিং ইভেন্ট কভার করতে গিয়ে দেখেছি, এখানকার খেলাধুলো কীভাবে ডলারের অঙ্কে বাঁধা। কিন্তু ফুটবলের মতো এমন এক সর্বজনীন আবেগের আসরেও যখন সেই একই কর্পোরেট জাঁতাকলের ছবি দেখি, তখন বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে।

ফুটবল তো আসলে একটা অমূল্য অভিজ্ঞতা। একবার অন্তত স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে নিজের দেশের খেলা দেখার স্বপ্ন বুকের ভেতর সযত্নে লালন করেন বিশ্বের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। কিন্তু সেই স্বপ্নের দাম যদি হয় এক জীবনের সঞ্চয়ের সমান, তখন আবেগ আর বাস্তবের এক তীব্র সংঘাত তৈরি হয়। চলতি বিশ্বকাপের আয়োজক দেশগুলোর দিকে তাকালে সেই রুক্ষ ছবিটাই ফুটে ওঠে। আমেরিকা, মেক্সিকো কিংবা কানাডা- সর্বত্রই ফুটবলের এই মহোৎসব যেন এক চরম ব্যবসায়িক রূপ ধারণ করেছে।

যেমন ধরুন, নরওয়ের এক ফুটবলপ্রেমী মর্টেন অফটেডালের কথা। থাকেন জর্জিয়ার আটলান্টায়। দীর্ঘ ২৮ বছর পর তাঁর দেশ নরওয়ে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ৮২ বছরের বাবার হাত ধরে মাঠে বসে সেই খেলা দেখার সুযোগ জীবনে হয়তো আর দ্বিতীয়বার আসবে না। তাই বোস্টনে নরওয়ে বনাম ইরাক ম্যাচের তিনটে টিকিট কিনে ফেললেন তিনি। কিন্তু টিকিটের দাম? একেকটা ৩৮০ ডলার! সঙ্গে আটলান্টা থেকে বোস্টনের বিমানভাড়া, দুই রাতের জন্য ১১০০ ডলারের হোটেল ভাড়া এবং মাঠে যাতায়াতের খরচ- সব মিলিয়ে একটা মাত্র ম্যাচের জন্য তাঁর পকেট থেকে খসল প্রায় ৪০০০ ডলার। মর্টেনের গলাতেই শোনা গেল সেই আক্ষেপ, 'এই বিশ্বকাপটা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, এটা কর্পোরেট আমেরিকার জন্য।'

আটলান্টার আরেক বাসিন্দা, ৫৮ বছরের পর্তুগিজ সমর্থক ফ্রান্সিসকো সিলভার অভিজ্ঞতাও একই রকম। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত ছেলেকে নিয়ে পর্তুগাল-কঙ্গো ম্যাচ দেখতে হিউস্টনে এসেছেন। একেকটা টিকিটের জন্য গুনতে হয়েছে ১২০০ ডলার। তাঁর কাছে এটা রীতিমতো 'দিনদুপুরে ডাকাতি'-র মতো মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত ফুটবলের অমোঘ টানেই এই বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন তিনি। খরচ বাঁচাতে বাবা-ছেলে ঠিক করেছেন, হোটেলে না থেকে রাস্তার ধারে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাবেন। এরপর আবার মায়ামিতে পর্তুগাল বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ দেখতে ছুটবেন তাঁরা।

পর্তুগালের সঙ্গে ড্রয়ে উল্লাস কঙ্গোর সমর্থকদের।

আমেরিকায় খেলাধুলোর টিকিটের দাম সব সময়ই আকাশছোঁয়া। কিন্তু অন্য দেশ থেকে আসা সমর্থকদের কাছে এই খরচ এক চূড়ান্ত ধাক্কা। যেমন কানাডার টরন্টোতে বসনিয়া বনাম কানাডা ম্যাচ দেখতে মোস্তার থেকে আসা মারিক দম্পতি। টিকিট, ফ্লাইট আর হোটেল মিলিয়ে তাঁদের খরচ হয়েছে প্রায় ৫৪০০ কানাডিয়ান ডলার। তৃতীয় সারির এক একটা টিকিটের দাম ১২৫০ ডলার! তা সত্ত্বেও তাঁদের মুখে আক্ষেপ নেই। কারণ, তাঁদের কাছে এই অভিজ্ঞতা যে অমূল্য!

সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য দেখা গেল মেক্সিকোতে। যে দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন, সেখানে উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিটের দাম শুনলে শিউরে উঠতে হয়। মেক্সিকো সিটির রাস্তায় হয়তো কয়েকজন পুলিশ আর সাধারণ মানুষ মিলে বল পেটাচ্ছেন, সেটাই তাঁদের কাছে বিশ্বকাপ। আর অন্যদিকে অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢোকার জন্য একেকটা টিকিটের দাম ১৫০০ থেকে ৪০০০ ডলার পর্যন্ত! মেক্সিকান ফ্যান গ্রুপের সদস্য অ্যারন ভিয়েরা তাঁর এবং বান্ধবীর জন্য প্রতিটি টিকিট কিনেছেন ৩০,০০০ পেসো দিয়ে। এই টাকাটা মেক্সিকো সিটির অনেক সাধারণ মানুষের তিন মাসের বাড়ি ভাড়ার সমান।

কুইরোজের রেকর্ড, ঘানার জয়

ঘানা-১ (ইরেঙ্কি) পানামা-০

টরন্টো, ১৮ জুন : বৃষ্টিস্নাত টরন্টোতে ঘানা এবং পানামার মধ্যকার গ্রুপ 'এল'-এর ম্যাচটি শেষপর্যন্ত এক রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তায় মোড় নেয়। ম্যাচের একেবারে শেষলগ্নে, ইনজুরি টাইমের পঞ্চম মিনিটে ক্যালেব ইরেঙ্কির গোলে পানামাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের অভিযান শুরু করল কার্লোস কুইরোজের ঘানা।

বৃষ্টি এবং একাধিক 'হাইড্রেশন ব্রেক'-এর কারণে খেলার গতি বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রথমার্ধে ঘানার গোলকিপার লরেন্স আতি জিগি পানামার সিসিলিও ওয়াটারম্যানের একটি নিশ্চিত গোল রুখে দেন। বিরতির পর চোটের জন্য তাঁকে তুলে নিয়ে বেঞ্জামিন আসারেকে মাঠে নামান কোচ। পানামার ক্রিশ্চিয়ান মার্টিনেজের একটি শট অল্পের জন্য বাইরে গেলে ঘানা রক্ষা পায়। এরপর দুই দলই বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করায় মনে হচ্ছিল ম্যাচটি গোলশূন্য ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছে।

জয়সূচক গোলের পর ঘানার ক্যালেব ইরেঙ্কি।

কিন্তু ৯৫ মিনিটে পরিবর্ত খেলোয়াড় ব্র্যান্ডন থমাস-আসান্তের নিখুঁত পাস থেকে গোল করে ঘানাকে জয় এনে দেন তরুণ ইরেঙ্কি। এই হারের ফলে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম পয়েন্ট পাওয়ার ঐতিহাসিক সুযোগ থেকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য বঞ্চিত হল পানামা। এই জয়ের সুবাদে ঘানার কোচ কার্লোস কুইরোজ টানা পাঁচটি ভিন্ন বিশ্বকাপে দলের দায়িত্ব সামলানোর এক বিরল রেকর্ড স্পর্শ করলেন, যা বোরা মিলুটিনোভিচের পর বিশ্ব ফুটবলে দ্বিতীয় ঘটনা। আগামী ম্যাচে ঘানা মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ডের এবং পানামা খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে।

গ্রুপ শীর্ষে কলম্বিয়া

কলম্বিয়া-৩ (মুনোজ, দিয়াজ, ক্যাম্পাজ)
উজবেকিস্তান-১ (ফায়জুল্লায়েভ)

মেক্সিকো সিটি, ১৮ জুন : মেক্সিকোর ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে লুইস দিয়াজের একক দক্ষতায় ভর করে টুর্নামেন্টে নবাগত উজবেকিস্তানকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিল কলম্বিয়া। এই দাপুটে জয়ের ফলে গ্রুপ 'কে'-র শীর্ষে পৌঁছে গেল নেস্টর লরেঞ্জোর দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই কলম্বিয়া আধিপত্য বিস্তার করলেও উজবেকিস্তানের সুশৃঙ্খল রক্ষণ ভাঙতে তাদের ৪১ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। দিয়াজের একটি নিখুঁত ভাসানো পাস থেকে দুর্দান্ত ভলিতে গোল করে কলম্বিয়াকে এগিয়ে দেন ড্যানিয়েল মুনোজ। তবে বিরতির পর উজবেকিস্তান ঘুরে দাঁড়ায় এবং ৬০ মিনিটে এলডোর শোমুরোদভের শট কলম্বিয়ার গোলকিপার আটকালে, ফিরতি বলে হেড করে বিশ্বকাপে উজবেকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম গোলটি করে দলকে সমতায় ফেরান আব্বোসবেক ফায়জুল্লায়েভ। কিন্তু উজবেকদের এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই একক দক্ষতায় বক্সের বাঁ দিক থেকে ঢুকে গোলকিপারকে পরাস্ত করে কলম্বিয়াকে ফের এগিয়ে দেন বায়ার্ন মিউনিখের তারকা উইঙ্গার লুইস দিয়াজ। এরপর সংযোজিত সময়ে পরিবর্ত হিসেবে নামা জামিন্টন ক্যাম্পাজ হেডে দলের তৃতীয় গোলটি করে কলম্বিয়ার বড় জয় নিশ্চিত করেন। ২৩ জুন গুয়াদালাহারায় কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের মুখোমুখি হবে তারা। অন্যদিকে, নিজেদের প্রথম পয়েন্টের খোঁজে টুর্নামেন্টের অন্যতম দাবিদার পর্তুগালের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে নামবে উজবেকিস্তান।

গোলের পর লুইস দিয়াজ।

‘হারলে নিজেদের শর্তেই হারব’

টুচেলের মন্ত্রেই ক্রোয়েশিয়ার প্রতিরোধ ভাঙল ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড-৪
(কেন-২ পেনাল্টি, বেলিংহাম, র‍্যাশফোর্ড)
ক্রোয়েশিয়া-২ (বাতুরিনা, মুসা)

ডালাস, ১৮ জুন : টেক্সাসের ডালাস শহর এমনিতেই তার বুনো এবং উত্তপ্ত চরিত্রের জন্য পরিচিত। কিন্তু এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘেরাটোপে এদিন যে নাটকীয়তার জন্ম হল, তা হার মানাবে যে কোনও ধ্রুপদি সাহিত্যকেও। ফুটবল যে কেবল পায়ের পেশির জোর নয়, বরং এক চূড়ান্ত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, ডালাসের এই রুদ্ধশ্বাস ৯০ মিনিট যেন তারই এক জীবন্ত ক্যানভাস। প্রথমার্ধের এক দিশেহারা এবং সংশয়াচ্ছন্ন ইংল্যান্ড কীভাবে বিরতির পর এক ভয়ংকর সুন্দর জলোচ্ছ্বাসে পরিণত হল, সেই রূপকথারই জন্ম দিল টমাস টুচেলের দল। শক্তিশালী ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে ভাসিয়ে দিয়ে থ্রি লায়ন্স প্রমাণ করল, তারা এবার শুধু খেলতেই আসেনি, বিশ্বজয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিতে এসেছে।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল যেন এক শেক্সপিরীয় ট্র্যাজেডির নিখুঁত চিত্রনাট্য। ১২ মিনিটে বুকায়ো সাকার জায়গায় সুযোগ পাওয়া নোনি মাদুয়েকেকে বক্সে ফেলে দেন লুকা মডরিচ। পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। কিন্তু হ্যারি কেনের প্রথম স্পট কিক রুখে দেন ডমিনিক লিভাকোভিচ। তবে ভিএআরের কল্যাণে দেখা যায়, কিক নেওয়ার আগেই লিভাকোভিচ গোললাইন ছেড়ে এগিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সুযোগে আর ভুল করেননি কেন, বল জড়ান জালে। ৩৬ মিনিটে ক্রোয়েশিয়ার মার্টিন বাতুরিনা নিখুঁত ফিনিশে সমতা ফেরান। ৪২ মিনিটে ডেকলান রাইসের মাপা কর্নার থেকে দুর্ধর্ষ হেডে কেন ফের এগিয়ে দেন দলকে, যা মনে করিয়ে দেয় ২০১৮ বিশ্বকাপের সেই চেনা ছককে। কিন্তু প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ডালাসের ঘরের ছেলে পিটার মুসা ইংল্যান্ডের নড়বড়ে রক্ষণভাগকে বোকা বানিয়ে স্কোরলাইন ২-২ করে দেন। ইংল্যান্ডের চিরপরিচিত সেই স্নায়ুর চাপ এবং রক্ষণভাগের ভীতি যেন আবার তাদের তাড়া করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু আসল জাদুটা অপেক্ষা করছিল বিরতির ওই ১৫ মিনিটে। ড্রেসিংরুমের বদ্ধ দরজার ওপারে এমন কী ঘটেছিল, যা পুরো দলের শরীরী ভাষাই বদলে দিল? ম্যাচ শেষে অধিনায়ক হ্যারি কেন ফাঁস করলেন সেই জাদুমন্ত্র। কোনও রাগ বা তিরস্কার নয়, কোচ টমাস টুচেল দলের মস্তিষ্কে এক দার্শনিক মন্ত্র বুনে দিয়েছিলেন। কেনের কথায়, ‘কোচ আমাদের বললেন, আমরা যদি হারি, তবে নিজেদের স্টাইলেই হারব। কোনও ভয় নিয়ে নয়।’ টুচেলের এই একটি কথাই যেন সমস্ত শেকল ভেঙে দিয়েছিল। তিনি খেলোয়াড়দের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, রক্ষণাত্মক খোলসে বন্দি হয়ে বাঁচার চেয়ে আক্রমণাত্মক ফুটবলের খোলা আকাশে ডানা মেলা অনেক বেশি গৌরবের।

এই মনস্তাত্ত্বিক মুক্তির ফসল মিলল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই। ৪৭ মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে বিদ্যুৎগতির দৌড়ে বক্সে ঢুকে দুরন্ত ফিনিশিংয়ে ক্রোয়েশিয়ার হৃদয় বিদীর্ণ করলেন জুড বেলিংহাম। এরপরের সময়টুকু শুধুই ইংল্যান্ডের দাপট। কেনের ভাষায় যা ছিল ‘ফুল গ্যাস’ বা চূড়ান্ত গতির ফুটবল। ক্রোয়েশিয়া যেন ওই গতির ঘূর্ণিতে খড়কুটোর মতো উড়ছিল। টুচেলের সাহসী ট্যাকটিক্সের প্রমাণ মেলে যখন তিনি খোলসে না ঢুকে আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়দেরই মাঠে নামান। ৮৫ মিনিটে সেই বদলি হিসেবে নামা মার্কাস র‍্যাশফোর্ড দলের চতুর্থ গোলটি করে এই মহাকাব্যের শেষ পঙ্‌ক্তি লিখে দেন।

এই জয় অনেকগুলি প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গেল। ইংল্যান্ডের ফুটবল ইতিহাসে কি এই প্রথম কোনও বিদেশি কোচের হাত ধরে বিশ্বকাপের খরা কাটতে চলেছে? টুচেল কি পারবেন সেই দীর্ঘ ৬০ বছরের আক্ষেপ ঘোচাতে? এখনই হয়তো এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর খোঁজাটা কিছুটা তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু গত কয়েক মাসে এবং বিশেষ করে ডালাসের এই দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড যে ভয়ডরহীন, শৈল্পিক অথচ বিধ্বংসী ফুটবলের নমুনা রেখেছে, তা তাদের এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম প্রধান দাবিদার হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

জোড়া গোলে বিশ্বকাপ মাতিয়ে দিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন।

> কোচ আমাদের বললেন, আমরা যদি হারি, তবে নিজেদের স্টাইলেই হারব। কোনও ভয় নিয়ে নয়।
> – হ্যারি কেন

বিশ্বমঞ্চে স্পর্ধা কঙ্গোর অ্যাসিডজয়ী নায়ক উইসার

ফিলাডেলফিয়া, ১৮ জুন : মুখে অ্যাসিড ছোড়ার পর কত শত মেয়ের যে জীবন চিরতরে অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। সেখান থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধ জেতার গল্প বলতে গেলে লক্ষ্মী আগরওয়ালের নামটাই সবার আগে মনে আসে। কিন্তু এই তালিকায় কোনও পুরুষের নাম? সেভাবে হয়তো শোনা যায় না। তবে এই বিশ্বকাপের পর, নিদারুণ কোনও বিপদের দিনে ইয়োনে উইসার নামটা নিশ্চিতভাবেই রূপকথার অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মনের কোণে ভেসে উঠবে।

দীর্ঘ ৫২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে ফিরেছে কঙ্গো। আর সেই প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালকে রুখে দিয়ে দেশের হয়ে প্রথম গোলদাতা হিসেবে রেকর্ড গড়লেন সেই উইসা! নিউক্যাসল ইউনাইটেডে খেলা ২৯ বছরের এই স্ট্রাইকার এখন আফ্রিকার অন্যতম হাই প্রোফাইল ফুটবলার। বিশ্বকাপ মানেই তো বিশ্বজুড়ে লিওনেল মেসি আর রোনাল্ডো ভক্তদের সেই চিরন্তন বিভাজন। আর তাই রোনাল্ডোর দলকে আটকে দেওয়ায় অলিখিতভাবেই উইসা এখন বিশ্বজুড়ে মেসি ভক্তদেরও নয়নের মণি।

অথচ মাত্র পাঁচ বছর আগে পরিস্থিতিটা এমন ছিল না। ২০২১ সালের ১ জুলাই। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলতেই এক মহিলা তাঁর মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারে, উদ্দেশ্য ছিল উইসার শিশুকন্যাকে অপহরণ করা। দৃষ্টিশক্তি বাঁচানোর জন্য বিশেষ অস্ত্রোপচার, ছয় মাসের যন্ত্রণাদায়ক পুনর্বাসন আর নিজের মুখকে লোকসমাজে ফিরিয়ে আনার লড়াই- সব মিলিয়ে এক চরম অনিশ্চয়তা। ফরাসি ক্লাব লোরিয়েন্তের তৎকালীন ম্যানেজার ক্রিস্টোফ পেলিসার বলছিলেন, ‘উইসার মানসিক শক্তি আমাকে অবাক করেছিল। ওরকম একটা ঘটনার পর জীবনের প্রতি কোনও অভিযোগ ছিল না, শুধু সামনের দিকে তাকানোর কথা বলত।’ সেই হার না মানা জেদই আজ উইসাকে বিশ্বমঞ্চের নায়ক বানিয়েছে।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ডিআর কঙ্গোর হয়ে বিশ্বকাপে প্রথম গোল করে নজির গড়লেন ইয়োনে উইসা।

আক্রমণই হাতিয়ার মরক্কোর

বোস্টন, ১৮ জুন : দুই ভিন্ন মহাদেশের দুই ভিন্ন ফুটবল দর্শনের লড়াই। মরক্কো বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে ফেভারিট মরক্কো। গত বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফুটবল খেলে চতুর্থ স্থান পায় তারা। এই বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচেই ব্রাজিলকে আটকানো। বিশ্ব ফুটবলে মরক্কোর রূপকথার দৌড় অব্যাহত। উলটোদিকে স্কটল্যান্ডও খুব পিছিয়ে নেই। বিশ্বমঞ্চে খেলার জন্য ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের। বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তন করে প্রথম ম্যাচেই হাইতিকে হারিয়েছে তারা।

নকআউটে উঠতে গেলে মরক্কোর এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়া জরুরি। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবলই হাতিয়ার তাদের। এমনিতে ‘অ্যাটলাস লায়ন্স’-এর ফুটবল দর্শনও পরিষ্কার। বল পজেশন ধরে রেখে ছোট ছোট পাসে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙা। অধিনায়ক আচরাফ হাকিমি ও নৌসির মাজরাউইয়ের মতো দুই উইংব্যাক থাকায় হাইলাইন ডিফেন্সে খেলবে মরক্কানরা। আপফ্রন্টে ইসমাইল সাইবারি কিংবা ব্রাহিম দিয়াজের মতো অ্যাটাকাররা স্কটিশ দুর্গ ভাঙতে তৈরি।

উলটোদিকে প্রথম ম্যাচে জিতলেও এমন কিছু আহামরি ফুটবল খেলেনি স্কটল্যান্ড। মার্কিন মুলুকে ‘সাহারার মরুঝড়’ আটকাতে স্কটিশদের ভরসা ইউরোপের চিরাচরিত ফিজিকাল ফুটবল। লো ব্লক ডিফেন্স করে কাউন্টার অ্যাটাকে বাজিমাত করতে চায় স্টিভ ক্লার্কের দল। আপাতত হাকিমিদের ছন্দবদ্ধ ফুটবল বনাম অ্যান্ড্রু রবার্টসনদের একরোখা মানসিকতার লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।

স্কটল্যান্ড ম্যাচের আগে ফুরফুরে মেজাজে আচরাফ হাকিমি।

বিশ্বকাপে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম অস্ট্রেলিয়া
২০ জুন, রাত ১২.৩০ মিনিট
স্কটল্যান্ড বনাম মরক্কো
২০ জুন, রাত ৩.৩০ মিনিট
ব্রাজিল বনাম হাইতি
২০ জুন, ভোর ৬টা
তুরস্ক বনাম প্যারাগুয়ে
২০ জুন, সকাল ৮.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : ইউনাইটেড ৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জিও৫ অ্যাপ

ফিফার লোভে নকআউটের আগে অশনিসংকেত

বিশ্বকাপ গ্যালারিতে সমর্থকদের সহাবস্থান

নিউ জার্সি, ১৮ জুন : টেক্সাসের ডালাসে বিশাল স্টেডিয়ামের চারপাশটা নাকি বড্ড শান্ত। ঝকঝকে রাস্তা, সারিবদ্ধ গাড়ি, কর্পোরেট আমেরিকার চেনা ছকে বাঁধা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয়। কিন্তু নিউ জার্সির ডেস্কে বসে ডালাসের গ্যালারির যে ছবিগুলি দেখছি, তা ইউরোপীয় ফুটবলের ব্যাকরণে রীতিমতো বারুদের স্তূপ!

বুধবার সন্ধ্যায় এই ডালাসেই মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড এবং ক্রোয়েশিয়া। আর টেলিভিশনের পর্দায় গ্যালারির দিকে তাকিয়ে রীতিমতো শিউরে উঠতে হচ্ছিল! যেখানে দুই দলের সমর্থকদের জন্য নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত আলাদা জোন থাকার কথা, সেখানে একাসনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসে আছেন ইংরেজ ‘হুলিগান’ এবং ক্রোয়েশিয়ার ‘ব্যাড ব্লু বয়েজ’-এর মতো কট্টরপন্থী সমর্থকরা। বিশ্বজুড়ে বড় বড় স্পোর্টিং ইভেন্ট কভার করার সুবাদে জানি, ইউরোপে এই দৃশ্য অকল্পনীয়। ফুটবলের ইতিহাসে এই দুই দলের সমর্থকদেরই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের এক সুদীর্ঘ ও কুখ্যাত অতীত রয়েছে। বিপক্ষ দলের দুই কট্টর ফ্যানবেসকে এক গ্যালারিতে বসানোর অর্থ হল আক্ষরিক অর্থেই যে কোনও মুহূর্তে প্রলয় ডেকে আনা।

গ্রুপ লিগের ম্যাচ বলে হয়তো রেষারেষি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়নি, হারানোর ভয় কম থাকায় আবেগের লাগামটা অন্তত নিজেদের হাতে ছিল। কিন্তু নকআউটের মরণবাঁচন ম্যাচগুলিতে কী হবে? একটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ, একটা বিতর্কিত ট্যাকল বা রেফারির একটা ভুল বাঁশিই তো এই গ্যালারিকে নিমেষে রণক্ষেত্রে পরিণত করতে পারে। আমেরিকার নিরাপত্তারক্ষীরা এনএফএল বা বাস্কেটবলের সুশৃঙ্খল ও কর্পোরেট দর্শক সামলাতে অভ্যস্ত। কিন্তু ইউরোপীয় ফুটবলের এই ‘হুলিগানিজম’ বা ফুটবল আবেগের ধারেকাছে যাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতাই মার্কিন প্রশাসনের নেই। গত কয়েক সপ্তাহে এখানে যা বুঝলাম, পরিস্থিতি হাতের বাইরে গেলে তা সামাল দেওয়ার ন্যূনতম কৌশলও এদের জানা আছে বলে মনে হল না।

এই ভয়ংকর ঝুঁকির দায়ভার কিন্তু পুরোপুরি ফিফার। শুধুমাত্র মুনাফা লোটার অদম্য লোভে টিকিটের কালোবাজারিকে কার্যত ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে তারা। চড়া দামে হাতবদল হতে হতে টিকিট এমন জায়গায় পৌঁছাচ্ছে যে, ফিফা নিজেও জানে না স্টেডিয়ামের কোন প্রান্তে কে বসে আছেন। এর ফলেই ইংল্যান্ডের এক অন্ধ সমর্থক গিয়ে পড়ছেন ক্রোটদের ঠিক মাঝখানে। ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর রোনান ইভেইনও ডালাসের এই অব্যবস্থাপনায় রীতিমতো শঙ্কিত।

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, যেখানে সত্যিই নিরাপত্তার কড়াকড়ি দরকার- সেই দুই দলের উগ্র সমর্থকদের আলাদা করার ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছে প্রশাসন। অথচ, গ্যালারিতে আবেগ প্রকাশের নিরীহ মাধ্যম, অর্থাৎ নিজের দেশের পতাকা নিয়ে ঢুকতে পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে সাধারণ দর্শকদের। ফিফার নির্দেশিকা বাতাসে উড়িয়ে স্থানীয় রক্ষীরা নিজেদের মর্জিমাফিক নিয়ম চাপাচ্ছেন।

আমেরিকার নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে ফুটবলের আদিম স্বতঃস্ফূর্ততার এই অসহায়ত্ব বেশ টের পাচ্ছি। ফিফার সীমাহীন লোভ এবং মার্কিন প্রশাসনের অনভিজ্ঞতা নক আউটের আগে যে এক অদৃশ্য বিপদের মেঘ ঘনিয়ে তুলছে, তা ডালাসের গ্যালারি আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ড্রয়ে চাপ বাড়ল চেকদের

চেক প্রজাতন্ত্র-১ (সাদিলেক)
দক্ষিণ আফ্রিকা-১ (মোকেয়ানা)

আটলান্টা, ১৮ জুন : এগিয়ে গিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে গ্রুপে তৃতীয় হওয়ার দৌড়ে চাপ বাড়িয়ে ফেলল চেক প্রজাতন্ত্র।

ম্যাচের ফলাফলের থেকেও এদিন অন্য একটি বিষয় নজর কাড়ল। পুরুষদের বিশ্বকাপে প্রথমবার মাঠে আমেরিকার তিন মহিলা অফিশিয়াল (প্রধান রেফারি ও দুই লাইন্সম্যান) ম্যাচ পরিচালনা করলেন। শুধু তাই নয়, টোরি পেনসো আমেরিকার প্রথম মহিলা হিসেবে পুরুষদের বিশ্বকাপে মূল রেফারির ভূমিকা পালন করলেন। দুই দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচ হেরে এদিন মাঠে নেমেছিল। ফলে চেকরা শুরু থেকে বাড়তি তাগিদ দেখাতে থাকে। সেইজন্য গোল পেতেও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি তাদের। ৬ মিনিটে আলেকজান্ডার সোজকার বাড়ানো বলে বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে চেকদের এগিয়ে দেন মিচেল সাদিলেক। পিছিয়ে পড়লেও প্রথমার্ধে ৬৩ শতাংশ বল পজেশন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। ইকরাম রায়েনার্স, থাপেলো মাসেকোরা সুযোগ তৈরি করলেও বক্সের ভিতর খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। বিরতির পরও প্রোটিয়ারা আক্রমণ বজায় রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত ৮৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তোবোহ মোকেয়েনার গোল দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১ পয়েন্ট এনে দেয়। গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ঢংয়ে মোকেয়েনার সেলিব্রেশন এখন চর্চার কেন্দ্রে।

অফিস ছুটি হওয়ার আগেই পাবে ভিড়

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সন্দীপন রায়

টরন্টো, ১৮ জুন : বৃহস্পতিবারের সকালটা অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই ফুরফুরে লাগছে। মিসিসগা থেকে গো-ট্রেনে উঠে চারপাশের যাত্রীদের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারছিলাম, সবার নজর এখন দেশের পশ্চিম উপকূলে। আজ সন্ধে ৬টায় ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কাতারের মুখোমুখি হতে চলেছে কানাডা। কাজের ফাঁকে টিডি ব্যাংকের ডেস্কে বসে ঘড়ির কাঁটার দিকে বারবার নজর রাখছেন অনেকেই। কারণ অফিস ছুটি হতে না হতেই ডাউনটাউনের স্পোর্টস পাবগুলিতে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। বসনিয়ার বিরুদ্ধে কাইলে লারিনের সেই ঐতিহাসিক গোলের রেশ এখনও টাটকা, আর সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই প্রথম জয়ের খোঁজে নামছেন জেসি মার্শের ছেলেরা।

ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছে কানাডা দল কিন্তু রীতিমতো ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পেতে চলেছে। দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারের শিকড় এই ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশেই। বানাবির ছেলে নিকো সিগুর বা আলি আহমেদরা চেনা মাঠে, চেনা দর্শকদের সামনে খেলতে মুখিয়ে আছেন। আলি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, ভ্যাঙ্কুভারের মানুষ ফুটবল কতটা ভালোবাসেন তা তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তাই গ্যালারির সমর্থন আজ তাঁদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। অন্যদিকে কোচ মার্শ দলের মধ্যে এক অন্যরকম আগ্রাসন এবং আত্মবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বিপক্ষকে সমীহ করলেও, কানাডা দল আজ নিজেদের চেনা দাপট নিয়েই মাঠে নামবে বলে সিগুর আগেভাগেই হুংকার দিয়ে রেখেছেন।

সবচেয়ে বড় সুখবরটা অবশ্য এসেছে কানাডার অধিনায়ক আলফনসো ডেভিসকে নিয়ে। প্রথম ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে দর্শকাসনে বসে থাকতে হলেও, আজ তাঁর মাঠে নামার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কাতারকে কোনওভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। গত শনিবার প্রবল পরাক্রমশালী সুইৎজারল্যান্ডকে রুখে দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, খাতায়-কলমে যাই থাকুক না কেন, মাঠের লড়াইয়ে তারা সহজে জমি ছাড়বে না। বিশেষ করে কাতারের গোলকিপার মাহমুদ আবুনাদা গত ম্যাচে রীতিমতো দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিলেন। কানাডার কোচ জানেন যে, আজ কাতারের রক্ষণ ভাঙতে গেলে তাঁর আক্রমণভাগকে আরও অনেক বেশি নিখুঁত হতে হবে।

দ্বিশতরানের চেষ্টা করেছিলাম : শুভমান

লখনউ ও চেন্নাই, ১৮ জুন : টানা দুই ম্যাচে সেরার পুরস্কার।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ধরমশালা দ্বৈরথে অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংসে দলের বৈতরণি পাড় করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে গতকাল শুভমান গিলের নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে ১৫৪। ঈশান কিষানের সঙ্গে ২২৪ রানের পার্টনারশিপ, দলকে চারশো পার করে দিয়ে ম্যাচ ও সিরিজ কার্যত পকেটে পুরে নেন ভারত অধিনায়ক। জোড়া খুশির মাঝের কিছুটা আক্ষেপ সম্ভাবনা তৈরি করেও দ্বিশতরান হাতছাড়া।

ম্যাচ শেষে শুভমান যা অস্বীকারও করেননি। বলেছেন, ‘দুশো টার্গেট করেছিলাম। চেয়েছিলাম দলের স্কোরকে ৪৩০-এর আশপাশে পৌঁছে দিতে। যার জন্য দরকার ছিল বিগ হিটের। কিন্তু দুর্ভাগ্য শটটা ডিপ কভারে আটকে যায়। টস প্রভাব ফেলেনি। পিচের চরিত্র বদলায়নি। তবে পরে ৩১০-৩২০ লক্ষ্যে খেলতে নামলে একটা চাপ থাকত। ওদের পেসাররাও দারুণ জায়গায় বল রাখছিল।’

প্রচণ্ড গরমে ম্যারাথন ইনিংস। পিঠের সমস্যার সঙ্গে শেষ দিকে পায়ের পেশিতে টান বাধ সাধছিল। তবে চোট নিয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন শুভমান। বলেছেন, ‘অসম্ভব গরমে ৪০-৪৫ ওভার পর্যন্ত ব্যাটিং। কিছুটা ব্যথা রয়েছে। একাধিক জায়গায় ক্র্যাম্প হচ্ছিল। তুলনায় এখন অনেকটাই ভালো। শারীরিক সমস্যা হলেও ইনিংসটা খেলে আমি খুশি। যেখানে চাইছিলাম, বল পাঠিয়েছি। আত্মবিশ্বাসীও ছিলাম, এদিনই সিরিজ ফিনিশ করেই ফিরব।’

শুভমান-ঈশানের জোড়া শতরানের পর ম্যাচের ভবিতব্য নিশ্চিত হয়ে যায়। ৪০২ রানের বিশাল পুঁজি নিয়ে ম্যাচকে আর একপেশে করে দেন ভারতীয় দলের পেস ত্রয়ী অর্শদীপ সিং, গুরনুর ব্রার, প্রিন্স যাদব। দুই নবাগতকে নিয়ে পেস ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিতে পেরে খুশি অর্শদীপও। তবে কৃতিত্ব দিলেন তরুণ সতীর্থদের। বলেছেন, ‘গুরনুর ও প্রিন্স অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছেলে। সাফল্যের খিদে, মাঠে নামার ছটফটানি দেখার মতো। মাঠের বাইরে ও ভিতরে, ওদের সতীর্থ হিসেবে পাওয়া উপভোগ করছি।’

চলতি সিরিজের প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে গুরনুর। কেরিয়ারের প্রথম দুই ম্যাচেই তিনটি করে উইকেট। ১৪০-১৪৫ কিলোমিটার গতির সঙ্গে উইকেটের বাউন্স ব্যবহার করে প্রতিশ্রুতি রাখছেন। আইপিএল না খেলেও আন্তর্জাতিক অভিষেক প্রসঙ্গে গুরনুর বলেছেন, ‘আশিস নেহেরা, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, কাগিসো রাবাদা, ইশান্ত শর্মা, প্রসিধ কৃষ্ণাদের পেয়েছি গুজরাট টাইটান্সে। ওদের সামনে থেকে দেখেছি। পরামর্শও পেয়েছি সিরাজদের থেকে। ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলে যে অভিজ্ঞতা কাজে এসেছে।’

জাতীয় দলে পেয়েছেন মর্নি মরকেলকে। পাঞ্জাব রাজ্য দলে অর্শদীপ-শুভমানের সতীর্থ গুরনুরের কথায়, কোচ মরকেলের পর্যবেক্ষণে ইয়র্কার, ডেথ ওভার বোলিং নিয়ে খাটছেন। কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত, সেই টিপসই নিচ্ছেন। প্রতিফলন সবার সামনে। এদিকে, সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ খেলতে চেন্নাইয়ে ভারতীয় দল। ২-০ অনতিক্রম্য ব্যবধানে ইতিমধ্যেই সিরিজ পকেটে। এবার শুভমানদের পাখির চোখ শনিবার জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে ফেলা।

হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে চেন্নাইয়ে টিম ইন্ডিয়া

ঘুরিয়ে সৌরভকে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুন : জমে গিয়েছে মাঠের বাইরের খেলা। সিএবি বনাম প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার। সেই খেলার প্রথম পর্বে গত ১৩ জুন সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ময়দানের ‘দুর্নীতি’ দূর করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সিএবি-র নাম তিনি করেননি তাঁর সমাজমাধ্যমের পোস্টে। কিন্তু ‘রহস্যজনকভাবে’ গত সন্ধ্যায় তার পালটা এসেছিল সিএবি-র তরফে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র সঙ্গে দেখা করার পরই সিএবি-র সরকারি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক কেন সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে দুর্নীতি দূর করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন উঠেছিল। তুলেছিলেন বর্তমান সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর দলবল। প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, সিএবি-র প্রাক্তন বনাম বর্তমান সভাপতির ‘লড়াইয়ের’ বিষয়টি। আজ ফের তার পালটা দিলেন অভিষেক। সমাজমাধ্যমকেই বেছে নিয়ে ‘অপারেশন শুদ্ধিকরণের’ ডাক দিয়ে অভিষেক আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমি আবারও বলছি, বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে অপারেশন ক্লিন আপের (শুদ্ধিকরণের) সময় এসেছে। কোনও ক্রীড়া সংস্থাই একা এই লড়াই করতে পারবে না।’

খোকনের হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্স পর্বের খেলা শুরু হল বৃহস্পতিবার। প্রথম ম্যাচে জিটিএসসি ৩-০ গোলে জিতেছে এনআরআই-য়ের বিরুদ্ধে। হ্যাটট্রিক করেন খোকন রায়। গোলগুলি এসেছে ১২, ৪১ মিনিটে এবং দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে। ম্যাচের সেরা হয়ে খোকন পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

ADMISSION 2026 OPEN
29 YEARS OF EDUCATIONAL EXCELLENCE
NSHM KNOWLEDGE CAMPUS
INNOVATE TODAY
IMPACT FOREVER
www.nshm.com
PARTNERS
IBM SkillsBuild
aws academy
Infosys
Health Sciences
Aviation
Hotel & Tourism Management
Computing & Analytics
Nursing
Pharmacy
Engineering & Technology
Business & Management
WE ARE ASSOCIATED WITH THE BOARD OF PRACTICAL TRAINING (BOPT-ER)
WE ALSO HONOUR VARIOUS SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR STATE AND CENTRAL
Highlights
35000+ STRONG ALUMNI NETWORK
500+ INDUSTRY ASSOCIATES
60 LPA HIGHEST SALARY PACKAGE
35+ DEGREE COURSES
SCAN TO ENROLL
Life At NSHM
Our Star Alumni
60 L PA
RAHUL MISHRA
B. TECH (CSE)
INFRASTRUCTURAL DEVELOPER
NUSTOM (UK) LIMITED
PRAKASH KUMAR
B.TECH (CSE)
STAFF SOFTWARE ENGINEER
(TECH LEAD OF DATA ANALYTICS)
DASSAULT SYSTEMS, UK
NIVADITA ROY
BHMCT
HYATT REGENCY TAMAYA RESORT & SPA, USA
SOUMEN SADHU
OPTOMETRY
PHD SCHOLAR AT UNSW OPTOMETRY & VISION, SYDNEY, AUSTRALIA
PARIJAT SARKAR
DIETETICS & NUTRITION
SENIOR DIETITIAN
RAJ HOSPITAL, JHARKHAND
ANKITA SEN
MBA
SENIOR TALENT ACQUISITION PARTNER, DELIVERY HERO, BERLIN, GERMANY
MOHAMMAD RAFAQAT HUSSAIN
BHMCT
HOTEL RAINFOREST, NEW ZEALAND
Key Recruiters
JW MARRIOTT
manipalhospitals
tcs TATA CONSULTANCY SERVICES
Infosys
Narayana Health
Pinnacle Infotech
zomato
AIG HOSPITALS
TAJ HOTELS & RESORTS
SHYAM STEEL
Deloitte.
amazon
The Oberoi Group
IBM
Partners in Collaborative Value Education(Technology) Across Domains
PENTAPOLIS FOUNDATION
Red Hat
UiPath Academic Alliance
futureskills A nasscom initiative
MICROCHIP Academic Program
JUNIPER NETWORKS
zscaler
paloalto NETWORKS
CONTACT: 0343 2533813/14 +91 99330 49448
NSHM Knowledge Campus
Arrah, Shibtala via Muchipara, Durgapur - 713212